জলবায়ু সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে

বাজেট প্রতিবেদন ২০১৭-১৮

জুন ২০১৭

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mof.gov.bd

মুখবন্ধ

স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবত সামাজিক অগ্রগতির ঈর্ষণীয় সূচকসহ অব্যাহত প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ সময়ে দেশের মাথাপিছু আয় অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দারিদ্রের হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে যেমন উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে তেমনি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়েও বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিয়েছে।

বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার অভিযাত্রায় যেক'টি গুরুত্বপূর্ণ বাধা রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন তার একটি-যার বিরূপ প্রভাবগুলো এখন প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের কষ্টার্জিত অর্জনগুলোর প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনকে উন্নয়ন এজেন্ডার শীর্ষে স্থান দিয়েছে। ২০০৮ সালে সরকার জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং নতুন কর্ম এলাকা সংযোজন করে ২০০৯ সালে তা সংশোধন করে। পরবর্তী পর্যায়ে এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকার নিজস্ব উৎস থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে। এ ছাড়া, ২০১৪ সালে সরকার বিদ্যমান বাজেট কাঠামোতে জলবায়ু কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে জলবায়ু সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে একটি ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এসব উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার **"চ্যাম্পিয়ন্স অব আর্থ"** এ ভূষিত করা হয়।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, জলবায়ু সম্পৃক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী ছয়টি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু ব্যয়ের হিস্যা দেখিয়ে এবার অর্থ বিভাগ **"জলবায়ু সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে:বাজেট প্রতিবেদন ২০১৭-১৮"** শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি আরও জেনেছি যে এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ইউএনডিপি এবং ডিএফআইডি-র কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience (IBFCR) শীর্ষক প্রকল্প থেকে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যে যেহেতু প্রথমবারের মত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হচ্ছে সেহেতু বিশ্লেষণের সবগুলো দিক ধারণ করে একে হয়ত সর্বতোমুখী (Comprehensive) করা সম্ভব হয়নি। তবে আমি নিশ্চিত যে, আগামী প্রয়াসে অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা অনুযায়ী সর্বতোমুখী প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারবে। আমি আশা করি, আগামী বছরগুলোতে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিতব্য বিশ্লেষণ সমৃদ্ধতর করে তোলা সম্ভব হবে।

আমার বিশ্বাস, প্রকাশনাটি দেশের নীতি প্রণেতাসহ এনজিও, সিভিল সোসাইট সংগঠন, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদের জন্য যথেষ্ট উপযোগী হবে। আমি অর্থ বিভাগসহ IBFCR প্রকল্প, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং ইউএনডিপি-র প্রত্যেককে নিরলস পরিশ্রম করে এই প্রতিবেদন প্রকাশ সম্ভব করে তোলার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

অবতরণিকা

জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের সকল দিকে তাৎপর্যপূর্ণ বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনসৃষ্ট চরম বিপর্যস্ততার মুখোমুখি। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া বেশ কটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। একটি দেশের জলবায়ু সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু বর্তমানে জলবায়ুতে যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে তা অত্যন্ত দ্রুত হওয়ায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে তা সমগ্র মানবজাতিকে এক গুরুতর বিপর্যয় ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে।

যেহেতু আমাদের উন্নয়ন এজেন্ডার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে সেহেতু সরকার তা মোকাবেলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে সরকার বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) গ্রহণ করে এবং এতে সরকারের অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন এজেন্ডাকে অন্তর্ভুক্ত করে। পাশাপাশি সরকার বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট গঠন করে এর আওতায় বিসিসিএসএপিতে চিহ্নিত বিভিন্ন থিমেটিক এরিয়ার অধীন কর্মসূচিগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব উৎস থেকে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে। এছাড়া, সরকার ২০১২ সালে ক্লাইমেট পাবলিক এক্সপেন্ডিচার এন্ড ইন্সটিটিউশনাল রিভিউ শীর্ষক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন এজেন্সির আর্থিক ব্যবস্থাপনার আয়োজনসহ নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে কতিপয় সুপারিশ পেশ করে। ২০১৪ সালে ঐসব সুপারিশের আলোকে সরকার বাংলাদেশ ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন ও গ্রহণ করে এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। এ ফ্রেমওয়ার্ক-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল জলবায়ু কার্যক্রমসমূহের অগ্রাধিকার নিরূপণ করে তার জন্য যে ব্যয় হয় তা চিহ্নিত করা।

ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক-এ যেসব বিষয় নির্দেশ করা হয়েছিল তা আমাদের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াসহ সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আরও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক ইউএনডিপির সহায়তায় গৃহীত Inclusive Budgeting and Financing for climate Resilience (IBFCR) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এসব কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-যা জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারের চলমান প্রয়াসকে সহায়তা দেবে।

“জলবায়ু সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে: বাজেট প্রতিবেদন, ২০১৭-১৮” শীর্ষক প্রতিবেদনটি এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের প্রথম উদ্যোগ। এর মাধ্যমে বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়াসমূহের আওতাভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য ব্যয় বরাদ্দ দেখিয়ে ছয়টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে যে বিশ্লেষণ কাঠামো দেয়া হয়েছে তা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ব্যয়ের ওপর তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং তার আলোকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

আমার বিশ্বাস, প্রকাশনাটি নীতি-প্রণেতা, এনজিও, সিভিল সোসাইটি, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, গবেষক এবং অন্যান্য অংশীজনদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রয়াস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। যথাসময়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করার জন্য অর্থ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, IBFCR প্রকল্প এবং ইউএনডিপি-র যেসকল সহকর্মী নিবেদিত ছিলেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ প্রকাশনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে কোন পরামর্শকে স্বাগত জানানো হবে।

(হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন)
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ

১. ভূমিকা

১.১ পটভূমি

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে যেসকল দেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা আছে তাদের নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ রয়েছে। জার্মানভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'জার্মানওয়াচ' এর সর্বশেষ (২০১৭) গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশর অবস্থান ৬ষ্ঠ।

সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র (SMRC) কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় গবেষকরা বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ এবং ২০৭০ এর সম্ভাব্য জলবায়ু পরিস্থিতি কী হতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছেন। এ সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০৩০ এবং ২০৭০ সালে গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি হবে যথাক্রমে ১.৩ ডিগ্রী সে. এবং ২.৬ ডিগ্রী সে.। আরো জানা যায় যে, পরিবর্তিত তাপমাত্রায় একটা ঋতুগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে যেমন: ২০৩০ সালে শীত ও বর্ষাকালে যথাক্রমে ১.৪ ডিগ্রী সে. এবং ০.৭ ডিগ্রী. সে.। ২০৭০ সালে শীত ও বর্ষাকালে এর তারতম্য হবে যথাক্রমে ২.১ ডিগ্রী সে. এবং ১.৭ ডিগ্রী সে.। সমীক্ষায় আরো দেখা যায় যে, বর্ষার মওসুমে অতিবৃষ্টিজনিত কারণে বন্যা এবং শুষ্ক মওসুমে অনাবৃষ্টিজনিত কারণে খরা পরিলক্ষিত হবে। SMRC ১৯৬১-১৯৯০ মেয়াদে ভূ-পৃষ্ঠের জলবায়ুগত তথ্যাদি যেমন মাসিক ও বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে।[১] কয়েকটি ঋতুতে গড় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা এবং কয়েকটি ঋতুতে হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬১-১৯৯০ মেয়াদে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদিতে সামান্য তারতম্য থাকলেও আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশংকাজনক পরিস্থিতি প্রকাশ করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। ১৯৬১ সাল থেকে পরিস্থিতির এতটুকু উন্নতি হয়নি বরং অবনতি ঘটেছে। অন্যান্য গবেষণায়ও একই রকম ফলাফল পাওয়া গেছে। National Geographic এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বংলাদেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে (Braun, ২০১০)।

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ গ্রীষ্ম মন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, ঝড় ও জলোচ্ছাসের সর্বোচ্চ ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলির একটি। বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর মোহনায় গঠিত হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত

[১] Mainstreaming Adaptation to Climate Change in Least Developed Countries (LDCS), Rahman, Atiq and Alam, Mazharul, iied (April 2003)

হওয়ার প্রবণতা বেশি। অধিকন্তু, এই ভূ-খন্ড এশিয়ার বৃষ্টিবহুল এলাকা দ্বারাও পরিবেষ্টিত। এ দেশের ৬০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে মাত্র ৫ মিটার উপরে। এ রূঢ় বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে বিশ্ব ব্যাংকের একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, প্রতি ৩ থেকে ৫ বছরে বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হয় এবং তাতে অবকাঠামো, বাসস্থান, কৃষি এবং জীবিকার ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। সমুদ্র উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল ঝড় জলোচ্ছাসের ঝুঁকিতেও থাকে। গড়ে প্রতি তিন বছরে একবার বর্ষা মওসুমের শুরুতে অথবা শেষে একটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকুলীয় তটরেখায় আঘাত হানে এবং প্রবল জলোচ্ছাসের সৃষ্টি করে যা মাঝে মাঝে ১০ মিটারের বেশি উচ্চতাসম্পন্ন হয়। উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ও মাটির স্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ এবং জলাবদ্ধতার কারণে জীবন ও ফসল মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২] ইউএনডিপি গ্লোবাল রিপোর্টে ভূ-পৃষ্ঠে বন্যার ঝুঁকিতে বাংলাদেশকে ষষ্ঠ অবস্থানে রাখা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (IIBD) এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের মত ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য উন্নততর তথ্য এবং আর্থিক সহায়তার সুপারিশ করা হয়েছে।

দেশের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আগাম পূর্বাভাস ব্যবস্থা ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচুর বিনিয়োগ প্রয়োজন। বিনিয়োগের দৃশ্যপট সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের পূর্বোক্ত সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকার অবকাঠামোগত (পোল্ডার, সাইক্লোন সেন্টার, সাইক্লোন প্রতিরোধী গৃহায়ন) এবং অ-অবকাঠামোগত (পূর্বাভাস ও সচেতনতা কার্যক্রম) দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি ব্যবস্থা উন্নয়ন কার্যক্রমে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। এ বিনিয়োগের ফলে চরম জলবায়ুগত সমস্যার ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ করে হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্ধিত প্রতিরোধব্যবস্থা সত্বেও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বিপর্যয়ের ফলে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে যেমন- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে এবং দারিদ্র বিমোচনের গতি স্তিমিত হয়ে পড়ছে। ১৯৯৮ এর বন্যায় বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ ভূ-খন্ড পানির নীচে তলিয়ে যায় এবং ২ বিলিয়ন ডলারের উপর আর্থিক ক্ষতি হয় যা দেশজ মোট উৎপাদ (জিডিপি) এর ৪.৮ শতাংশ। একইভাবে, ২০০৭ সালে সাইক্লোন সিডর এর ক্ষতির পরিমাণ ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপির ২.৬ শতাংশ। বিগত এক দশকে অবকাঠামো, জীবিকা এবং ফসলের ক্ষতির হিসাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জাতীয় অর্থনীতিতে গড় ক্ষতির পরিমাণ জিডিপির ০.৫ থেকে ১.০ শতাংশের সমান হবে। এই পরিসংখ্যানে ক্ষতির হিসাবে বিপুল সংখ্যক অমূল্য প্রাণহানির বিষয়টি ধরা হয়নি। এই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি যে সমস্ত এলাকায় দরিদ্র্য লোকের বসবাস সেসব এলাকায় বেশি ঘটছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এ সমীক্ষা থেকে আরো জানা যায় যে, বর্তমান বিনিয়গের কারণে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসজনিত ক্ষতি হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে

[২] World Bank (2010) Economics of Adaptation to Climate Change, Bangladesh

এমন একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়েছে যার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকা হ্রাস করা যাবে। তবে বর্তমান বিনিয়োগ এক্ষেত্রে যেসব ঝুঁকি রয়েছে তা মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় এবং ভবিষ্যতে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হবে তা মোকাবেলায়ও অনেক অপ্রতুল। ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনসহ জলোচ্ছ্বাসজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় মোট বিনিয়োগ বাবদ ৫৫১৬ মিলিয়ন এবং আবর্তক ব্যয় হিসাবে ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। [৩]

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকিসমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত এবং প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনকে গুরুত্বপূর্ণ নীতির বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে সরকার 'জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেছে। এছাড়া, প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জলবায়ু সংবেদনশীল আর্থিক নীতিও গ্রহণ করা হচ্ছে।

সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমন ও অভিযোজনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখে এমন প্রকল্প গ্রহণ করে আসছে। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকার ২০০৯ সালে জলবায়ু বিষয়ক সকল কার্যক্রমকে সমন্বয়ের লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategic and Action Plan (BCCSAP) চূড়ান্ত করে। এছাড়া, ২০১২ সালে Climate Public Expenditure and Institution at Review (CPEIR) সম্পন্ন করা হয়। এ প্রতিবেদনে জলবায়ু কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়। CPEIR এ প্রদত্ত সুপারিশমালা অনুসরণ করে সরকার ২০১৪ সালে Climate Fiscal Framework (CFF) প্রণয়ন করে। প্রণীত CFF এর উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে (ক) জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে বৃহত্তর জাতীয় স্বত্ব (national ownership) প্রতিষ্ঠা করা, (খ) সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের প্রসার, (গ) ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ, (ঘ) পারস্পরিক জবাবদিহিতা জোরদারকরণ, (ঙ) অভিঘাত সহিষ্ণু উন্নয়ন এবং সবুজ প্রবৃদ্ধির সুযোগ সম্প্রসারণ। CFF এর মাধ্যমেই বাংলাদেশে 'জলবায়ু অন্তর্ভুক্তিমূলক' (Climate Inclusive) সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার (PFM) ভিত রচিত হয়েছে এবং তার আলোকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

[৩] প্রাগুক্ত

১.২ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তিসমূহ

কিছু দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কারণে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, বনভূমি উজাড়করণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হওয়ায় বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ উদঘাটনের জন্য গত কয়েক দশক যাবৎ গবেষণা কার্যক্রম চলছে। ১৯৯০ সাল থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার এবং প্রকৃতি ধ্বংস করে স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রবণতা রোধে আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্বব্যাপী জনগণকে শিল্পোন্নত দেশসমূহসৃষ্ট বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে অনুপ্রাণিত করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ এখানে তুলে ধরা হলো।

জাতিসংঘ ১৯৭২ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে United Nations Environment Program (UNEP) স্থাপন করে। ১৯৯২ সালে ১৫৪টি জাতির প্রতিনিধিবৃন্দ রিও ধরিত্রী সম্মেলনে United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) স্বাক্ষর করে। এতে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক সাড়া হিসেবে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসকরণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কনভেনশনের ৩.১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, পক্ষসমূহের জলবায়ু সুরক্ষার জন্য 'সাধারণ কিন্তু পৃথক দায়িত্বের ভিত্তিতে' (Common but differentiated responsibility) কাজ করা উচিত এবং উন্নত দেশসমূহের জলবায়ু সমস্যা সমাধানে 'নেতৃত্ব গ্রহণ' (Take the lead) করা উচিত। UNFCCC আনুষ্ঠানিকভাবে মার্চ ১৯৯৪ সালে কার্যকর হয়। UNFCCC প্রচেষ্টার পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে কিয়োটো প্রটোকল। ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর জাপানের কিয়োটো শহরে অনুষ্ঠিত সভায় শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের হার ১৯৯০ সালের হারের নীচে নামিয়ে আনতে সম্মত হয়। ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর হিসেবে গ্রহণ করার কারণ এ বছর জাতিসংঘ কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। [৪]UNFCCC কার্যকর হওয়ার পরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত হুমকিতে সাড়াদান কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের জন্য মিলিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কতিপয় উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে, Durban Platform for Enhanced Action ২০১১, ওয়ারশতে ১৯তম Conference of Parties (COP), প্যারিসে COP-২১ ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে পক্ষসমূহ জাতীয়ভাবে উপযোগী জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণে সুস্পষ্ট কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত হয়।

[৪] Decision of CBD Conference of the Parties held in Cancun, Mexico on 10 December 2016

রিও ধরিত্রী সম্মেলনের দ্বিতীয় অর্জন হচ্ছে Convention on Biological Diversits (CBD) এতে জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার্থে জলবায়ু সংরক্ষণের উপায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্যারিস সম্মেলনে স্বীকৃত হয় যে, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, প্রশমন ও বিপর্যয় হ্রাস কার্যক্রমের সাথে যারা যুক্ত তাদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা এক্ষেত্রে সক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং বিভিন্ন প্রকারের সাফল্য এনে দেয় এমন পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করে। এতে আরো স্বীকৃত হয় যে, সংশ্লিষ্ট সেক্টরে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ইকোসিস্টেমভিত্তিক অভিযোজন ও প্রশমন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি বিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

রিও সম্মেলনের তৃতীয় অর্জন হচ্ছে যে, UN Convention to Combat Desertification (UNCCD), যা ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই পরিবেশ উন্নয়নে মরুকরণ প্রতিরোধ/ভূমি ক্ষয়রোধ এবং অনাবৃষ্টি/খরার ফলাফল হ্রাসকরণে বৈশ্বিক যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ। এই কনভেনশনে ১৯৫ টি দেশ শুষ্ক এলাকায় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ, ভূমি ও জমির উৎপাদনশীলতা সুরক্ষা ও ফিরিয়ে আনা এবং খরার ক্ষতি কমানোর জন্য একত্রে কাজ করার বিষয়ে সম্মত হয়। ক্রমবর্ধমান মরুকরণের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি সামগ্রিক জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুতে গুরুত্ব পায়।

১.৩ আইনি ও নীতি কাঠামো

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব হতে জনগণকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য বিগত দু`দশকে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের নীতি, পরিকল্পনা, আইন, বিধি ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হলোঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (বিইসিএ) ১৯৯৫ এ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যেরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তিনি বিবেচনা করবেন তা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে তিনি যেকোন ব্যক্তিকে সেই মর্মে লিখিত নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন (ধারা ৪.১)। পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধান মতে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে কিংবা ক্ষতির আশংকা দূর করার লক্ষ্যে আবেদন করতে পারবেন (ধারা ৮.১)। এভাবে প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মহাপরিচালক গণশুনানির ব্যবস্থা করতে পারেন কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) যাতে স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করা যায় এবং এর অর্থায়নে পরিচালিত কোন প্রকল্পের সুফল যাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ যথাযথভাবে লাভ করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয়তা থেকে **জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড আইন ২০১০ (সিসিটিএফএ)** প্রণয়ন করা হয়। সিসিটিএফ এর অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে - জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপদগ্রস্ত কোন এলাকা বা অঞ্চলের জনগণের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, এবং জনগণের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, ঝুঁকি হ্রাসকরণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং অর্থায়ন ও বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। এই আইনের সহায়ক যেসব বিধি বিধান এবং গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে তাতে প্রকল্পের প্রস্তাব পেশকরণ, অনুমোদন, সংশোধন এবং অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারের প্রয়োগিক পদ্ধতিসমূহ (operational procedures) বিধৃত হয়েছে।

উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র দূরীকরণের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং নিম্ন কার্বন নি:সরণ নীতি অনুসরণ করে কিভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে **প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০ - ২০২১)** সরকারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। পরিবেশগত ঝুঁকিসহ জলবায়ুর পরিবর্তন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর প্রধান প্রধান কৌশলসমূহ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ধারন করা হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬ - ২০২০) - এ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে কতিপয় কার্যক্রমের প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সমগ্র সরকারের জন্য একটি সার্বিক পন্থা অনুসরণ, পরস্পরের বোঝাপড়া, জ্ঞান, দক্ষতা এবং সমন্বয়ের উন্নতি সাধন, কর্মসূচি ও প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ, জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রম অর্থায়নের আওতা সম্প্রসারণ, প্রকম্প প্রণয়নে জেন্ডার সমতার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য, দৈব দুর্বিপাক ও দুর্যোগ মোকবেলা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি), ২০০৮ প্রণয়ন করা হয় যা ২০০৯ সালে সংশোধন করা হয়। এতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে, যা ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হচ্ছে (১) খাদ্য, নিরাপদ আবাসন, এবং দরিদ্রতম ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ইত্যাদির মত মৌলিক সেবাসমূহের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা (২) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (৩) বিদ্যমান অবকাঠামো যেমনঃ নদী ও উপকুলীয় বাঁধ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং শহর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ (৪) গবেষণা এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা (৫) কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং নিম্ন কার্বন মাত্রা বজায় রাখা, এবং (৬) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

বিসিসিএসএপি এর কাঠামোর আওতায় ২০১৬ সালের মে মাসে **জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দেশীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপিসিসি)** প্রণীত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনাটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে যে কয়েক মাসের মধ্যেই এটা পরিবেশ পর্ষদের নিকট উপস্থাপন করা হবে। সিআইপিসিসি বাংলাদেশের পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশীয় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি কৌশলগত কাঠামো প্রদান করেছে। এটি একটি পাঁচ বৎসর মেয়াদি পরিকল্পনা যেখানে পরিবেশ বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন (ইএফসিসি) সেক্টরসমূহের অধীনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক যেসকল কর্মকৌশল এবং লক্ষ্যমাত্রা ইউএনএফসিসিসি-এ দাখিল করা হয়েছে তাও এই সিআইপিসিসি-তে উল্লেখ করা হয়েছে। সিআইপিসিসি-এর সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের টেকসই উন্নয়নে ইএফসিসি-এর অবদান বৃদ্ধি করা, দারিদ্র হ্রাসে সহায়তা করা, পরিবেশগত ও মানব স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন, এবং জলবায়ুর পরিবর্তনগত প্রভাব কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ধিত ব্যবহার, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ুর পরিবর্তন হ্রাসকরণ ও অভিযোজন এবং দক্ষ পরিবেশগত নেতৃত্বের মাধ্যমে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হতে পারে।

জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত বাংলাদেশের অবদান (Nationally Determined Contribution of Bangladesh): দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম UNFCC-তে জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদানের প্রতিশ্রুতি পেশ করে। শর্তহীনভাবে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ, পরিবহন, শিল্প এসব উচ্চমাত্রার কার্বন নিঃসরণকারী খাতে প্রচলিত মাত্রার নিঃসরণ থেকে ৫ শতাংশ কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে আর্থিক, কারিগরি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পর্যাপ্ত সহায়তা পেলে বাংলাদেশ ৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রাকে ১৫ শতাংশে উন্নীত করতে পারে। এর মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ন্যূনতম হিস্যা থাকা স্বত্তেও (যেখানে বৈশ্বিক পর্যায়ে মোট কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের হিস্যা মাত্র ০.৩৫ শতাংশ) বাংলাদেশ নিম্ন কার্বন মাত্রাসম্পন্ন ভবিষৎ গঠনে এর অংগীকার প্রকাশ করছে। অধিকন্তু, নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে বাংলাদেশ জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদানের ক্ষেত্রে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তা সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত উদ্যোগকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরছে।

১.৪ জলবায়ু অর্থায়নের ধারণা

জলবায়ু অর্থায়নের ধারণা বস্তুত বেশ জটিল। বিভিন্ন চিন্তাকোষ (thinktanks), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং পাবলিক সেক্টর এজেন্সিসহ অনেক প্রতিষ্ঠান জলবায়ু অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত

বহুবিধ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। কাজেই এসব প্রতিষ্ঠান কীভাবে কাজ করে, যোগাযোগ রক্ষা করে এবং তাদের অবদান রাখে তা ক্ষেত্রবিশেষে অনুধাবন করা সহজসাধ্য নয়।[৫] যাহোক, জলবায়ু অর্থায়ন বলতে সাধারণত গ্রীন হাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নি:সরণ কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য অর্থের প্রবাহকে বুঝায়। নিম্ন কার্বন নি:সরণ নীতি অনুসরণ করে জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতের বিনিয়োগ জরুরি। এসকল বিনিয়োগ প্রকৃত অর্থে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি হ্রাসকরণ, বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধন এবং সামাজিক ও পরিবেশগত দুর্যোগ হ্রাসকরণ ইত্যাদি বিষয় মোকাবেলা করবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জলবায়ু অর্থায়ন বলতে মূলত অভিযোজন এবং স্বল্প পরিসরে প্রশমনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের জন্য অর্থ প্রবাহকে নির্দেশ করে।[৬] তবে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে অভিযোজন এবং প্রশমন উভয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার তার সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। দেখা গেছে যে জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প/কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ এবং সৌরশক্তির প্রকল্প, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বনায়ন কর্মসূচি, কয়লা জ্বালানি নির্ভর ইট-ভাটার পরিবর্তে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি প্রশমনের ক্ষেত্রে প্রতি বছর সরকার অর্থ বিনিয়োগ করছে।

১.৫ বাংলাদেশের জলবায়ু সরকারি অর্থায়নের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ এক সমীক্ষার ভিত্তিতে অক্টোবর ২০১২ মাসে জলবায়ু অর্থায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনরীক্ষণ (CPEIR) শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যেসকল প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে জলবায়ু স্পর্শকাতর বিষয়ে কাজকর্ম পরিচালনা করছে তাদের নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক বিষয়াদি CPEIR -এ পর্যালোচনা করা হয়। এই সমীক্ষায় মূলতঃ সরকারের আর্থিক নীতি এবং কার্যাবলীর উপর জোর দেয়া হলেও একই সাথে বিভিন্ন সোসাইটি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকার উপরও এই সমীক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিশিষ্ট-১ -এ প্রদর্শিত CPEIR এর মূল ফাইন্ডিংস এর সারসংক্ষেপ হতে পাঠকবৃন্দ ২০১১-২০১২ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারি অর্থায়নের অবস্থা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পেতে পারেন।

---

[৫] *http://www.wri.org/insights-topics/climate-finance-faqs*
http://www.wri.org/blog/2013/04/why-climate-finance-so-hard-define

[৬] Finance Division (2014). *Climate Fiscal Framework*. Finance Vision. Dhaka.

CPEIR-এ জলবায়ু অর্থায়ন সম্পর্কে প্রদত্ত সংজ্ঞায় ঝুঁকি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করা ইত্যাদির জন্য যে কোন ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমীক্ষায় ব্যবহৃত পদ্ধতিতে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে - জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস কোডের বিপরীতে ব্যয়, নির্দিষ্ট কোডসমূহের বিপরীতে Weight প্রদান এবং প্রদত্ত Weight এর ভিত্তিতে নির্ণীত ব্যয়ের বিশ্লেষণ।

১.৬ ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (CFF) : যৌক্তিকতা এবং বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা

ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (CFF)-এর ধারণাটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে প্রাপ্ত তহবিলসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার সমাধানে কার্যকরভাবে ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এটি প্রণীত হয়। এরূপ একটি কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে দেশগুলো জলবায়ু কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের চাহিদা (ব্যয়) ও যোগান (রাজস্ব/অর্থায়ন) চিহ্নিত করতে পারবে। এছাড়া এর মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং এর ব্যবহার যাচাইকরণে একটি স্বচ্ছ এবং টেকসই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। [৭]

CPEIR এর সুপারিশসমূহের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ২০১৪ সালে সরকার CFF প্রণয়ন এবং গ্রহণ করে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নীতি প্রণয়নের মূল চালিকা শক্তি ছিল বাজেট অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং মূল্য নির্ধারণ (Pricing), নীতিসহ আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণকল্পে বিধি বিধান প্রণয়ন। এর অন্যতম ফলাফল হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিষয়াদি পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে একটি কাঠামোর রূপরেখা তৈরী করে সমন্বিত জলবায়ু আর্থিক নীতি (Climate Fiscal Policy - CFP) প্রণয়ন। CFP ২০০৮ সালের BCCSAP তে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং পরে ২০০৯ এর BCCSAP তে সংশোধিত হয়। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উৎসারিত CFF এ জলবায়ু আর্থিক নীতি প্রণয়নের সূত্র ও উপকরণসমূহ, জলবায়ু তহবিলের চাহিদা ও যোগান চিহ্নিতকরণে সহায়তা এবং দীর্ঘমেয়াদে CFP কে স্বচ্ছ ও টেকসইকরণের বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবসমূহকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ মেয়াদে সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলনের সময় জলবায়ুসংশ্লিষ্ট ব্যয়সমূহ চিহ্নিতকরণের একটি কাঠামো প্রয়োজন (Cubasch et al., ২০০১) এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য CFF এমন একটি দেশীয় পদ্ধতি প্রণয়ন করতে চায় যা হালনাগাদ করা যাবে এবং যার উদ্দেশ্য হচ্ছে - (১) জলবায়ু কার্যক্রমের

[৭] Climate fiscal framework: Bangladesh leads on climate actions
Bowen Wang - See more at: http://archive.dhakatribune.com/environment/2015/may/09/climate-fiscal-framework-bangladesh-leads-climate-actions#sthash.ny9bqB2t.dpuf

অগ্রাধিকার ও ব্যয় নির্ধারণ (২) জলবায়ু অর্থায়নের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎসসমূহে প্রবেশাধিকার অর্জন (৩) জলবায়ু অর্থের যোগান (৪) জলবায়ু ব্যয় ট্র্যাকিং (৫) জলবায়ু অর্থায়ন ও ব্যয়কে জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন।

বক্স-১ : CFF - এর সুপারিশ মালা

- ব্যয় প্রাক্কলনের/প্রক্ষেপণের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য CFF শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে সক্ষমতা বাড়াতে উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদান করা উচিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়িতব্য "Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience" শীর্ষক প্রকল্পের অন্যতম ভিত্তি হওয়া উচিত এটি।
- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক দৃশ্যপট পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এর সাথে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। সুতরাং BCCSAP হালনাগাদ করা প্রয়োজন। BCCSAP বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় প্রাক্কলনও প্রয়োজন। চলমান CFF এবং বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের দায়িত্ব হবে এই হালনাগাদকরনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যোগান দেওয়া।
- CFF সুপারিশমালার আশু বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে একটি Climate Fiscal Cell প্রতিষ্ঠা করা।
- BCCSAP হালনাগাদকরণের সময়ে CPEIR এবং CFF এর সাথে যোগসূত্র রেখে বাংলাদেশ সরকারের উচিত National Adaptation Plan (NAP) এবং সম্ভব হলে Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA) প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া।
- BCCTF এর সরকারি অর্থায়ন হ্রাস পাচ্ছে এবং BCCRF এর জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে প্রত্যাশিত অর্থায়ন এখনও পাওয়া যায়নি। এ পরিস্থিতিতে BCCTF এর জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন।
- IBFCR প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়ন কাঠামো (Climate Fiscal Framework) নিয়মিত হালনাগাদ করা উচিত যাতে বাংলাদেশের কাঠামো অন্যান্য দেশের জন্য একটি অনুকরণীয় মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.৭ জলবায়ু অর্থায়নকে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে একীভূতকরণ

অভ্যন্তরীণ ও বহি:উৎস হতে যে সম্পদ সংগৃহীত হয় তা দিয়েই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করছে। বাংলাদেশে ৩৭টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং এ সকল কার্যক্রম জলবায়ু অর্থায়নের অংশ। কাজেই এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নকে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমন্বিতকরনের কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি সম্পদ বরাদ্দ ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু, সরকারের রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক কর্মসুচি বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটেও এটির গুরুত্ব সর্বাধিক।

CFF-এ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের জন্য সম্পদ আহরণের সম্ভাব্য উৎস অনুসন্ধান (tracking) এবং সৃষ্ট তহবিল হতে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচিতে সম্পদ সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। এতে বিভিন্ন জলবায়ু সংবেদনশীল প্রকল্প ও কর্মসূচির ব্যয় একটি একীভূত বাজেট কোড এর আওতায় সনাক্ত করা সম্ভব হবে। ব্যয়ের এলাকা, পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি গতি-বিধি অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে এটি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

জলবায়ু বাজেট প্রণয়নের প্রথম ধাপ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবসমূহ দূর করার লক্ষ্যসমূহ এতে আর্থিক ভাষায় (financial terms) বিবৃত হবে। মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোতে (MBF) পরিবর্তন আনতে হবে। এজন্য MBF প্রস্তুতকরণের নির্দেশাবলী সম্বলিত বাজেট কল সার্কুলার-১ এ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। MBF-এ জলবায়ু অর্থায়নকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য BCCSAP-এ চিহ্নিত ০৬টি থিমেটেক এরিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বাজেট কল সার্কুলার এ সংযোজন প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে দারিদ্র নিরসন ও জেন্ডার ইস্যুর জন্য যে ছক (format) অনুসরণ করা হচ্ছে তা অনুসরণীয় হবে।

১.৮ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য

এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামগ্রিক সরকারি ব্যয়ে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ব্যয়ের হিস্যাকে তুলে ধরা এবং এ বিষয়ে অংশীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবকে মোকাবেলার জন্য সরকারের অঙ্গীকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারেন। এই প্রতিবেদনে যেসব বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে তা তাঁদেরকে BCCSAP-তে অন্তর্ভুক্ত যে ছয়টি থিমেটিক এলাকা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে জলবায়ু ব্যয়ের বিভাজন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সাহায্য করবে। বর্তমান প্রতিবেদনে সীমিত পর্যায়ে ছয়টি মন্ত্রণালয়ের চিত্র বলে ধরা হলেও তা আগামী অর্থবছরে আরও ব্যাপক পরিসরে যে প্রতিবেদন তৈরি করা হবে তার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

১.৯ অনুসৃত পদ্ধতি, আওতা এবং সীমাবদ্ধতা

অনুসৃত পদ্ধতি

এই পরিচ্ছেদে প্রতিবেদন প্রণয়নের পর্যায়ে যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হ'ল:

(১) প্রতিবেদনের জন্য পরিচালিত সমীক্ষার সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন দলিল পত্রাদি পর্যালোচনা (desk review)। সুনির্দিষ্টভাবে যেসব দলিলপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে তা হ'ল ছয়টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো, ডিপিপি/টিপিপি এবং অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় পরিচালিত কর্মসূচি, বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড দ্বারা অর্থায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের দলিল, বিগত অর্থবছরসমূহসহ চলতি ও আগামী অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (সিএফএফ) ২০১৪, ক্লাইমেট পাবলিক এক্সপেন্ডিচার ও ইন্সটিটিউশনাল রিভিউ (সিপিইআইআর) ২০১২, অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত শিশু বাজট ও জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন।

(২) প্রধান তথ্য প্রদানকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ। এ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ অধীনস্থ এজেন্সিসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রণালীবদ্ধ উপায়ে বিন্যস্ত করা হয় (পরিশিষ্ট ২)।

(৩) মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা। এ ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড, বন বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এসব বিভাগে সংরক্ষিত জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা করা হয়।

(৪) অর্থ বিভাগে গত ২৫ শে এপ্রিল ২০১৭ তারিখে আয়োজিত কর্মশালায় উপস্থিত অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ। এ কর্মশালায় নির্ধারিত ছয়টি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বিভাগ/এজেন্সির বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে যুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অর্থ বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট বাজেট ডেস্ক অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল মন্ত্রণালয়সমূহের বাজেট কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তানের বিষয়কে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রণীত অপারেশনাল গাইডলাইন ব্যবহার করে কীভাবে জলবায়ু সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করা যায় সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করা এবং তাঁদের মতামত গ্রহণ করা।

(৫) গত ৩০ শে এপ্রিল ২০১৭ ও ১৮ মে ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত IBFCR প্রকল্পের Technical Advisory Group (TAG) -এর সভা থেকে অপারেশনাল গাইডলাইন্সসহ এই প্রতিবেদনের কাঠামোর ওপর মতামত গ্রহণ।

জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণের পদ্ধতি :

(৬) বর্তমান প্রেক্ষাপটে CFF এর পরিশিষ্ট-২ এ প্রত্যেক ক্যাটাগরির জলবায়ু কার্যক্রমের জন্য যে weight দেয়া হয়েছে তা পর্যালোচনা। এই পর্যালোচনার ফলাফল পরিশিষ্ট-২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত পরিশিষ্টে কেবল নির্ধারিত ছয়টি মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। CFF পুন:পর্যালোচনার সময় জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতা নিরূপনের মানদন্ডগুলো পুর্ণাঙ্গভাবে পরীক্ষা করা হবে।

(৭) নির্বাচিত মন্ত্রণালয়সমূহের প্রায় ৬০০ উন্নয়ন প্রকল্প এবং অনুন্নয়ন বাজেটর আওতায় গৃহীত কর্মসূচির বিপরীতে CC Relevance Review Criteria অনুসরণ করে Weight প্রদান হয় এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দে ঐ একটি Weight ব্যবহার করে বাজেটে জলবায়ু হিস্যা নির্ধারণ করা হয়।

(৮) উন্নয়ন প্রকল্প এবং অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় গৃহীত কর্মসূচির জন্য জলবায়ু ব্যয়ের শতকরা হার নির্ণয় করে তা সচিবালয় এবং সংশ্লিষ্ট অপারেশনাল ইউনিটসমূহের ব্যয়ের বিপরীতে প্রয়োগ করে ঐসব ইউনিটের জলবায়ু ব্যয়ের হিস্যা স্থির করা হয়। এভাবে নির্ণীত হার অনুযায়ী জলবায়ু ব্যয়ের অঙ্ক মন্ত্রণালয়ের জলবায়ুর প্রকল্প ও কর্মসূচির ব্যয়ের সাথে যোগ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মোট জলবায়ু ব্যয় নিরূপণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি মন্ত্রণালয়ে বাজেট ১০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে উন্নয়ন বাজেট ৬০ কোটি টাকা এবং অনুন্নয়ন ৪০ কোটি টাকা (২০ কোটি টাকা কর্মসূচি এবং ২০ কোটি টাকা পরিচালন ব্যয়)। যদি এই মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের ৩০ শতাংশ (১৮ কোটি টাকা) এবং কর্মসূচি বাজেটের ১৫ শতাংশ (৩ কোটি টাকা) জলবায়ু সংবেদনশীল হয় তাহলে প্রকল্প ও কর্মসূচির বিপরীতে জলাবায়ূর ব্যয় হল ২১ কোটি টাকা অর্থাৎ ৮০ কোটি টাকার (৬০ কোটি উন্নয়ন এবং ২০ কোটি টাকা অনুন্নয়ন কর্মসূচি) ২৬.২৫ শতাংশ। এভাবে মন্ত্রণালয়ের পরিচালন ব্যয় বাবদ অবশিষ্ট ২০ কোটি টাকার ২৬.২৫ শতাংশ হবে ৫.২৫ কোটি টাকা। আগে নির্ণীত ২১ কোটি টাকার সাথে তা যোগ করলে দাঁড়াবে ২৬.২৫ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট বাজেটের ২৬.২৫ শতাংশ। সার্বিকভাবে এই মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ২৬.২৫ শতাংশ ব্যয় জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত।

আওতা

এই প্রতিবেদনে বৃহৎ ব্যয় নির্বাহ করে এমন ৫টি মন্ত্রণালয়কে যেমন, কৃষি মন্ত্রালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রাণালয়-এর স্থানীয় সরকার বিভাগকে এবং লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মোট চার বছরের জলবায়ু সংক্রান্ত বাজেটের উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

প্রতিবেদন প্রণয়নের পর্যায়ে যেসব সীমাবদ্ধতার কারণে এর বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতায় সামান্য ঘাটতি থেকে যেতে পারে তা হ'ল: প্রথমত, প্রতিবেদনাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংশ্লিষ্ট সকল ডিপিপি/টিপিপিসহ অনুন্নয়ন বাজেটের আওতাধীন কর্মসূচিগুলো না পাওয়ায় প্রকল্পের শিরোনাম, ব্যয় ও উদ্দেশ্য সম্বলিত সারাংশের ভিত্তিতে এগুলোর জলবায়ু সংশ্লিষ্টতা নিরূপণ করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার নির্ণয় করতে নিয়ে দেখা গেছে যে সিএফএফ-এর পরিশিষ্ট-২ -এ জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার জন্য চিহ্নিত নির্ণায়কগুলো বর্তমান সময়ের প্রেক্ষপটে পুন:পর্যালোচনার প্রয়োজন। তৃতীয়ত, মন্ত্রণালয়গুলোর সকল পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ে সীমিত ধারণার কারণে তথ্য সংগ্রহ করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পরিশেষে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি দেরিতে পাওয়ার কারণে প্রতিবেদনটি অনেক দ্রুততার সাথে চূড়ান্ত করতে হয়েছে।

২. জলবায়ু ব্যয় নির্বাহ করে এরূপ কয়েকটি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিশ্লেষণ

২.১ সার্বিক বিশ্লেষণ

এ পরিচ্ছেদে সর্বাধিক ব্যয় নির্বাহ করে এমন পাঁচটি মন্ত্রণালয় এবং একমাত্র জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রমের লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জলবায়ু ব্যয় নির্ণয়ে সিএফএফ ২০১৪-এর পরিশিষ্ট-২ এ প্রদত্ত ভারিত মান (weighted value) ব্যবহার করা হয়েছে। তবে, এই প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ভারিত মান নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রণয়নের মধ্যে সময়ের পার্থক্যের কারণে এবং জলবায়ু কার্যক্রমের নিবিড়তা বোঝানোর প্রয়োজনে ভারিত মান নির্ণয়ে কিছু সমন্বয় করতে হয়েছে। এরূপ সমন্বয় সম্বলিত সংশোধিত একটি সারণি এই প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট-২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

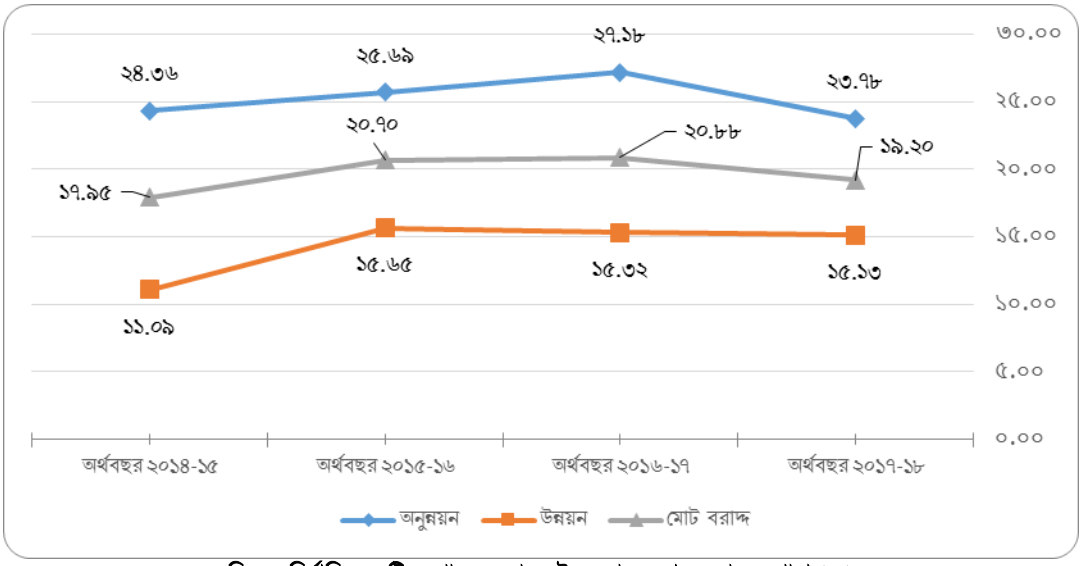

চিত্র ১: নির্বাচিত ছয়টি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা (%)
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-১ এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন উভয় বাজেটে নির্বাচিত মন্ত্রণালয়সমূহের জলবায়ু সম্পৃক্ত ব্যয় বরাদ্দ প্রদর্শিত হয়েছে। জলবায়ু সম্পৃক্ত মোট বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ১.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দে একই ধারা বজায় আছে।

সারণি ১: নির্বাচিত ছয়টি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ

বাজেট বিবরণী	বাৎসরিক বাজেট (হাজার টাকায়)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
অনুন্নয়ন বাজেট	৩৫৮,৭৯৭,৬৯৭	৩০৯,২০৯,৯৬৯	৩০০,৪৫৬,৭৬৮	২৭০,৮২৭,৮০৬
% মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৮৫,৩৩৪,৬৭৬	৮৪,০৩৬,৯৮৬	৭৭,১৯৩,৮০৭	৬৫,৯৮২,৮৫৫
%অনুন্নয়ন বাজেট	২৩.৭৮	২৭.১৮	২৫.৬৯	২৪.৩৬
উন্নয়ন বাজেট	৪০৩,২১৯,১০০	৩৫০,৫২৯,৩৩২	২৯৭,১১৯,১২৪	২৫৩,০৪৭,১২২
% মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৬১,০০১,৪৩০	৫৩,৭০১,৮৮১	৪৬,৫১৩,৫০৫	২৮,০৬৬,৪১২
%উন্নয়ন বাজেট	১৫.১৩	১৫.৩২	১৫.৬৫	১১.০৯
মোট বাজেট	৭৬২,০১৬,৭৯৭	৬৫৯,৭৩৯,৩০১	৫৯৭,৫৭৫,৮৯২	৫২৩,৮৭৪,৯২৮
% মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৪৬,৩৩৬,১০৬	১৩৭,৭৩৮,৮৬৭	১২৩,৭০৭,৩১২	৯৪,০৪৯,২৬৭
% মোট বাজেট	১৯.২০	২০.৮৮	২০.৭০	১৭.৯৫
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ, জিডিপি'র শতকরা হারে	০.৬৬	০.৭০	০.৭১	০.৬২

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-১ হতে দেখা যায় যে, নির্বাচিত ছয়টি মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ মোট টাকার অঙ্কে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯,৪০৪ কোটি টাকা থেকে শুরু হয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৪,৬৩৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ১১৭.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে অনুন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৯.৩৩ শতাংশ। এছাড়া, ২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নির্বাচিত ছয়টি মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ গড়ে জিডিপি'র প্রায় ০.৭০ শতাংশ।

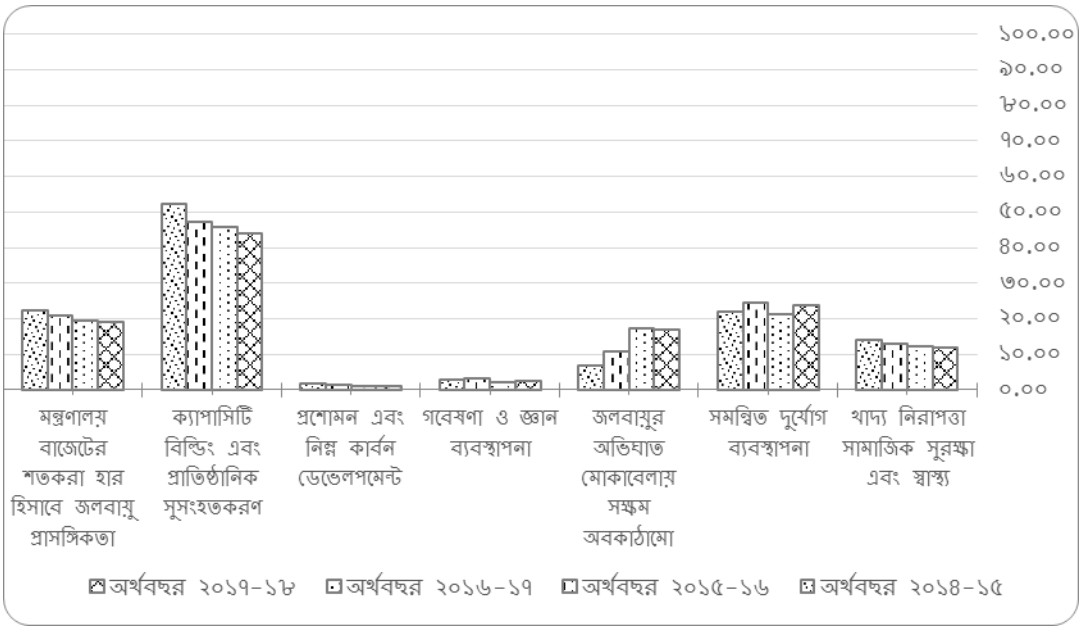

চিত্র ২: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী ছয়টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ (%)
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সম্মিলিত মোট বরাদ্দের অংশ হিসাবে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দের অবস্থা চিত্র-২ এ দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, 'সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণে'। এরপরে রয়েছে 'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' ও 'জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম' সংক্রান্ত থিমেটিক এরিয়াতে।

সারণি-২: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে নির্বাচিত ৬টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

BCCSAP থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (হাজার টাকায়)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য	**১৭৩৫৩৯২৩.৫০**	**১৬৬৭৮২৬৫.০০**	**১৬১৪৬৯৪৪.২০**	**১৩৩০৪৪২০.৮৫**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১১.৮৬	১২.১১	১৩.০৪	১৪.১৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২.২৮	২.১৯	২.১২	১.৭৫
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	**৩৪৬৭১৯৬৬.১০**	**২৯৪৩৪২২৭.৩০**	**৩০৩১৮৩৮৭.২০**	**২০৬৮৭২৫৭.০০**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২৩.৬৯	২১.৩৭	২৪.৪৯	২২.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৪.৫৫	৩.৮৬	৩.৯৮	২.৭১
জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলা সক্ষম অবকাঠামো	**২৪৭৪৩৯৪০.০০**	**২৩৯৪৭১৭১.০০**	**১৩২৪৮৬৪০.৯০**	**৬৫৫৯৬২৪.৯০**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৬.৯১	১৭.৩৯	১০.৭০	৬.৯৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৩.২৫	৩.১৪	১.৭৪	০.৮৬
গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	**৩৬৫৮৬৭৬.১০**	**২৮০৪৪৫৪.৩০**	**৪১৬৫৯২৫.৫৫**	**২৬৩১৪০৯.৬০**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২.৫০	২.০৪	৩.৩৭	২.৮০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৪৮	০.৩৭	০.৫৫	০.৩৫
প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট	**১৬৯৯২২০.০০**	**১৬১৩২০৫.০০**	**১৬৫৩৭৩০.০০**	**১৬৩৯৬০১.৭৫**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১.১৬	১.১৭	১.৩৪	১.৭৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.২২	০.২১	০.২২	০.২২
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	**৬৪২০৮৩৮০.২০**	**৬৩২৬১৫৪৩.৯০**	**৫৮২৪৬৩২২.৪৫**	**৪৯২২৬৯৫৩.২৫**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪৩.৮৮	৪৫.৯৩	৪৭.০৬	৫২.৩৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৮.৪৩	৮.৩০	৭.৬৪	৬.৪৬
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ততা (টাকা)	**১৪৬৩৩৬১০৫.৯০**	**১৩৭৭৩৮৮৬৬.৫০**	**১২৩৭৭৯৯৫০.৩০**	**৯৪০৪৯২৬৭.৩৫**
মন্ত্রণালয় বাজেটের % হিসাবে জলবায়ু সম্পৃক্ততা	১৯.২০	২০.৮৮	২০.৭১	১৭.৯৫

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-২ এ ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ছয়টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। ছয়টি থিমেটিক গ্রুপের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ এ সময়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেয়েছে, এবং তারপর বরাদ্দ পেয়েছে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং

জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম অবকাঠামো নির্মাণ এই দুই এলাকা। এতে দেখা যাচ্ছে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ এই থিমের বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেটের ৫২.৩৪ শতাংশ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৭.০৬ শতাংশ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৫.৯৩ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৩.৮৮ শতাংশ।

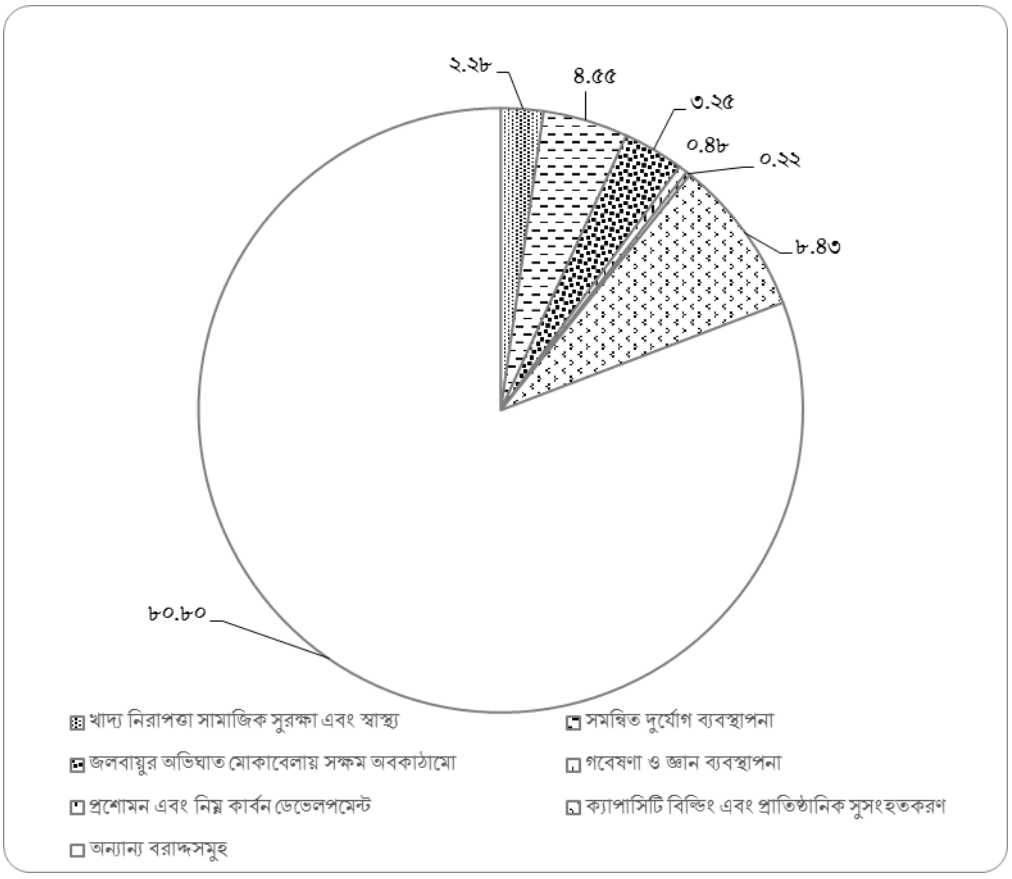

চিত্র-৩: নির্বাচিত ৬টি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিবরণ (%)
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-৩ এ বিসিসিএসএপি থিম অনুযায়ী ছয়টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বিভাজন দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, মন্ত্রণালয়সমূহের মোট বরাদ্দের ১৯.২০ শতাংশ জলবায়ু সম্পৃক্ত। এই বরাদ্দকে আবার ছয়টি থিমেটিক এলাকা অনুযায়ী বিভাজিত করা হয়েছে। এর মধ্যে 'সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ' থিমেটিক এরিয়া পেয়েছে ৮.৪৩ শতাংশ-যা সর্বোচ্চ। সবগুলো মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রেই 'গবেষণা এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট' বরাদ্দ যথাক্রমে ০.৪৮ শতাংশ ও ০.২২ শতাংশ।

সারণি-৩ এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নির্বাচিত মন্ত্রণালয়সমূহের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) দেখানো হয়েছে। ছয়টি মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত বাজেটের মধ্যে গড়ে ১৯.৩৭ শতাংশ জলবায়ু সম্পৃক্ততা রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ যথাক্রমে ২৩.৭৮ শতাংশ এবং ১৫.১৩ শতাংশ।

সারণি ২: নির্বাচিত ৬টি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু প্রাসঙ্গিক বরাদ্দের বিবরণ

মন্ত্রণালয় / বিভাগ	নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের বিশ্লেষণ (হাজার টাকায়)								
	২০১৭-১৮			২০১৬-১৭			২০১৫-১৬		
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা	১৩২৭১৯৪০৯৯.০০	৮৭৫১৮৮০০.০০	২২০২৩২৮১৯.০০	১১৫৩৫৬৩৬০.০০	৬২৬২৫০০০.০০	১৭৭৯৮১৩৬০.০০	১১৬০০২৭০৬.০০	৫২৪৭৩৬০০.০০	১৬৮৪৭৬৩০৬.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৬০.২৬	৩৯.৭৪	১০০.০০	৬৪.৮১	৩৫.১৯	১০০.০০	৬৮.৮৫	৩১.১৫	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	৬৬১৩৭৬৮.৪৫	৩১২৬২৯৫.০০	৯৭৪০০৬৩.৪৫	৭২২৬৪১১.০০	৩৩৭৫৩০০.০০	১০৬০১৭১১.০০	১১৮৫০১৪১.৫৫	২৪৪৬৫৩১.৫০	১৪২৯৬৬৭৩.০৫
% সিসি বরাদ্দ	৪.৯৮	৩.৫৭	৪.৪২	৬.২৬	৫.৩৯	৫.৯৬	১০.২২	৪.৬৬	৮.৪৯
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩১৪৯৫৬০০.০০	২১৫২৪৫৫০০.০০	২৪৬৭৪১১০০.০০	২৮৪৬৯২৮০.০০	১৯৪০৬৫০০০.০০	২২২৫৩৪২৮০.০০	২৪৮৫৪৩৫৭.০০	৬৭৩৫৭২০০.০০	১৯২২১১৫৫৭.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	১২.৭৬	৮৭.২৪	১০০.০০	১২.৭৯	৮৭.২১	১০০.০০	১২.৯৩	৮৭.০৭	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	১৬৯১০১৭.৫৫	১৬১৫৬৩১৫.০০	১৭৮৪৭৩৩২.৫৫	১৫০৮৯৪৭.৯৫	১২৬৭৭০৯৫.০০	১৪১৮৬০৪২.৯৫	১৪০৬২২৯.৬০	১৫৪৬৩৪৭৫.০০	১৬৮৬৯৭০৪.৬০
% সিসি বরাদ্দ	৫.৩৭	৭.৫১	৭.২৩	৫.৩০	৬.৫৩	৬.৩৭	৫.৬৬	৯.২৪	৮.৭৮
কৃষি	১১৮০৪২৮০০.০০	১৭৯৯৮৮০০.০০	১৩৬০৪১৬০০.০০	৮৬০৭০৬৭৩.০০	১৭৭১৮৪০০.০০	১০৩৭৮৯০৭৩.০০	৯৩৩১১৫১৯.০০	১৮১১৪২০০.০০	১১১৪২৫৭১৯.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৮৬.৭৭	১৩.২৩	১০০.০০	৮২.৯৩	১৭.০৭	১০০.০০	৮৩.৭৪	১৬.২৬	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	৪৬৯৩২৮০৬.৫৫	৮২৭৪১৮৫.০০	৫৫২০৬৯৯১.৫৫	৪৭০৩০২৫৬.৮০	৭৫৬৬৮২৫.০০	৫৪৫৯৭০৮১.৮০	৩৭৩২৯৯৯০.৮৫	৮১৭৭৫৮০.০০	৪৫৫০৭৫৭০.৮৫
% সিসি বরাদ্দ	৩৯.৭৬	৪৫.৯৭	৪০.৫৮	৫৪.৬৪	৪২.৭১	৫২.৬০	৪০.০১	৪৫.১৪	৪০.৮৪
পরিবেশ ও বন	৫৩৫৯৭০০.০০	৫৮৪৫৯০০.০০	১১২০৫৬০০.০০	১৪৯৪৫১৮৬.০০	৩৫৬২৯০০.০০	১৮৫০৮০৮৬.০০	৫৬২৩১১৫.০০	৪২১৪৬০০.০০	৯৮৩৭৭১৫.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৪৭.৮৩	৫২.১৭	১০০.০০	৮০.৭৫	১৯.২৫	১০০.০০	৫৭.১৬	৪২.৮৪	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	২০৯১৩৫৩.২৫	২১৪৩৬২৫.০০	৪২৩৪৯৭৮.২৫	২২৯০০৭৬.৫০	১৫৯৯৯১৫.০০	৩৮৮৯৯৯১.৫০	২১৪৬৪৬০.২৫	১৯২৭৭৫৫.০০	৪০৭৪২১৫.২৫
% সিসি বরাদ্দ	৩৯.০২	৩৬.৬৭	৩৭.৭৯	১৫.৩২	৪৪.৯০	২১.০২	৩৮.১৭	৪৫.৭৪	৪১.৪১
পানি সম্পদ	১২৫১৭৩০০.০০	৪৬৭৪৭১০০.০০	৫৯২৬৪৪০০.০০	৯৫৬৩৪৯৩.০০	৩৮৯২৩০০.০০	৪৭৪৫৫৭৯৩.০০	৯৩০২৫২৯.০০	২৮৬১৩৩০০.০০	৩৭৯১৫৮২৯.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	২১.১২	৭৮.৮৮	১০০.০০	২০.১৫	৭৯.৮৫	১০০.০০	২৪.৫৩	৭৫.৪৭	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	২৫০৮৯৯৬.০০	১৮৮১৫৭২৫.০০	২১৩২৪৭২১.০০	১৯১৩০৩২.৭৫	১৩৯৬৫১০০.০০	১৫৮৭৮১৩২.৭৫	১৮৬৪৪০৮.৩০	৯৮০৮৯৮৫.০০	১১৬৭৩৩৯৩.৩০
% সিসি বরাদ্দ	২০.০৪	৪০.২৫	৩৫.৯৮	২০.০০	৩৬.৮৫	৩৩.৪৬	২০.০৪	৩৪.২৮	৩০.৭৯

মন্ত্রণালয় / বিভাগ	নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের বিশ্লেষণ (হাজার টাকায়)								
	২০১৭-১৮			২০১৬-১৭			২০১৫-১৬		
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ	৫৮৬৬৮২৭৮.০০	২৯৮৬৩০০০.০০	৮৮৫৩১২৭৮.০০	৫৪৮০৪৯৭৭.০০	৩৪৬৬৫৭৩২.০০	৮৯৪৭০৭০৯.০০	৫১৩৬২৫৪২.০০	২৬৩৪৬২২৪.০০	৭৭৭০৮৭৬৬.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৬৬.২৭	৩৩.৭৩	১০০.০০	৬১.২৫	৩৮.৭৫	১০০.০০	৬৬.১০	৩৩.৯০	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	২৫৪৯৬৭৩৪.১০	১২৪৮৫২৮৫.০০	৩৭৯৮২০১৯.১০	২৪০৬৮২৬০.৫০	১৪৫১৭৬৪৬.০০	৩৮৫৮৫৯০৬.৫০	২২৫৯৬৫৭৬.৪৫	৮৬৮৯১৭৮.৪০	৩১২৮৫৭৫৪.৮৫
% সিসি বরাদ্দ	৪৩.৪৬	৪১.৮১	৪২.৯০	৪৩.৯২	৪১.৮৮	৪৩.১৩	৪৩.৯৯	৩২.৯৮	৪০.২৬
মোট মন্ত্রণালয় বাজেট (টাকা)	৩৫৮৭৯৭৬৯৭.০০	৪০৩২১৯১০০.০০	৭৬২০১৬৭৯৭.০০	৩০৯২০৯৯৬৯.০০	৩৫০৫২৯৩৩২.০০	৬৫৯৭৩৯৩০১.০০	১০০৪৫৬৭৬৮.০০	২৯৭১১৯১২৪.০০	৫৯৭৫৭৫৮৯২.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৪৭.০৯	৫২.৯১	১০০.০০	৪৬.৮৭	৫৩.১৩	১০০.০০	৫০.২৮	৪৯.৭২	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	৮৫৩৩৪৬৭৫.৯০	৬১০০১৪৩০.০০	১৪৬৩৩৬১০৫.৯০	৮৪০৩৬৯৮৫.৫০	৫৩৭০১৮৮১.০০	১৩৭৭৩৮৮৬৬.৫০	৭৭১৯৩৮০৭.০০	৪৬৫১৩৫০৪.৯০	১২৩৭০৭৩১১.৯০
% সিসি বরাদ্দ	২৩.৭৮	১৫.১৩	১৯.২০	২৭.১৮	১৫.৩২	২০.৮৮	২৫.৬৯	১৫.৬৫	২০.৭০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ২: নির্বাচিত ৬টি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু প্রাসঙ্গিক বরাদ্দের বিবরণ

মন্ত্রণালয় / বিভাগ	নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের বিশ্লেষণ (হাজার টাকায়)					
	২০১৪-১৫			২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮		
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা	৮০৮৭২১৫৫.০০	৪৩৩৩২৮০০.০০	১২৪২০৪৯৫৫.০০	৪৪৪৯৪৫২৪০.০০	২৪৫৯৫০২০০.০০	৬৯০৮৯৫৪৪০.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৬৫.১১	৩৪.৮৯	১০০.০০	৬৪.৪০	৩৫.৬০	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	৭৩৯৭৯০৭.৪০	১৯১০৪২৫.৭০	৯৩০৮৩৩৩.১০	৩৩০৮৮২২৮.৪০	১০৮৫৮৫৫২.২০	৪৩৯৪৬৭৮০.৬০
% সিসি বরাদ্দ	৯.১৫	৪.৪১	৭.৪৯	৭.৪৪	৪.৪১	৬.৩৬
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২০৯৯৮২৬০.০০	১৪৮৬০৬৭০০.০০	১৬৯৬০৪৯৬০.০০	১০৫৮১৭৪৯৭.০০	৭২৫২৭৪৪০০.০০	৮৩১০৯১৮৯৭.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	১২.৩৮	৮৭.৬২	১০০.০০	১২.৭৩	৮৭.২৭	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	১১১৩৮৫১.১০	৯৫০৪৫২০.৪৫	১০৬১৮৩৭১.৫৫	৫৭২০০৪৬.২০	৫৩৮০১৪০৫.৪৫	৫৯৫২১৪৫১.৬৫
% সিসি বরাদ্দ	৫.৩০	৬.৪০	৬.২৬	৫.৪১	৭.৪২	৭.১৬
কৃষি	১০৮৫১২১২০.০০	১৪৩১৬৪০০.০০	১২২৮২৮৫২০.০০	৪০৫৯৩৭১১২.০০	৬৮১৪৭৮০০.০০	৪৭৪০৮৪৯১২.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৮৮.৩৪	১১.৬৬	১০০.০০	৮৫.৬৩	১৪.৩৭	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	৩৫৪০২২৮১.৫০	৫৬৯৫৪৫৯.০০	৪১০৯৭৭৪০.৫০	১৬৬৬৯৫৩৩৫.৭০	২৯৭১৪০৪৯.০০	১৯৬৪০৯৩৮৪.৭০
% সিসি বরাদ্দ	৩২.৬৩	৩৯.৭৮	৩৩.৪৬	৪১.০৬	৪৩.৬০	৪১.৪৩
পরিবেশ ও বন	৫১৬৩০৮২.০০	৪১৯৭৬০০.০০	৯৩৬০৬৮২.০০	৩১০৯১০৮৩.০০	১৭৮২১০০০.০০	৪৮৯১২০৮৩.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৫৫.১৬	৪৪.৮৪	১০০.০০	৬৩.৫৭	৩৬.৪৩	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	২৭৫৬৩৩৭.৭০	১৩৮৫৮৮৮.৫০	৪১৪২২২৬.২০	৯২৮৪২২৭.৭০	৭০৫৭১৮৩.৫০	১৬৩৪২৪১১.২০
% সিসি বরাদ্দ	৫৩.৩৯	৩৩.০২	৪৪.২৫	২৯.৮৬	৩৯.৬০	৩৩.৪১
পানি সম্পদ	৭৮৮০০০০.০০	২১৪১৭৮০০.০০	২৯২৯৭৮০০.০০	৩৯২৬৩৩২২.০০	১৩৪৬৭০৫০০.০০	১৭৩৯৩৩৮২২.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	২৬.৯০	৭৩.১০	১০০.০০	২২.৫৭	৭৭.৪৩	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	১৫৬২২১৭.২০	৭০৭১৩১৬.১৫	৮৬৩৪২৩৩.৩৫	৭৮৪৯৩৫৪.২৫	৪৯৬৬১১২৬.১৫	৫৭৫১০৪৮০.৪০
% সিসি বরাদ্দ	১৯.৮৩	৩৩.০২	২৯.৪৭	১৯.৯৯	৩৬.৮৮	৩৩.০৬

মন্ত্রণালয় / বিভাগ	নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের বিশ্লেষণ (হাজার টাকায়)					
	২০১৪-১৫			২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮		
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ	৪৭৪০২১৮৯.০০	২১১৭৫৮২২.০০	৬৮৫৭৮০১১.০০	২১২২৩৭৯৮৬.০০	১১২০৫০৭৭৮.০০	৩২৪২৮৮৭৬৪.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৬৯.১২	৩০.৮৮	১০০.০০	৬৫.৪৫	৩৪.৫৫	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	১৭৭৪৯৫৬০.৪৫	২৪৯৮৮০২.২০	২০২৪৮৩৬২.৬৫	৮৯৯১১১৩১.৫০	৩৮১৯০৯১১.৬০	১২৮১০২০৪৩.১০
% সিসি বরাদ্দ	৩৭.৪৪	১১.৮০	২৯.৫৩	৪২.৩৬	৩৪.০৮	৩৯.৫০
মোট মন্ত্রণালয় বাজেট (টাকা)	২৭০৮২৭৮০৬.০০	২৫৩০৪৭১২২.০০	৫২৩৮৭৪৯২৮.০০	১২৩৯২৯২২৪০.০০	১৩০৩৯১৪৬৭৮.০০	২৫৪৩২০৬৯১৮.০০
% মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৫১.৭০	৪৮.৩০	১০০.০০	৪৮.৭৩	৫১.২৭	১০০.০০
সিসি প্রাসঙ্গিক বরাদ্দকরণ	৬৫৯৮২৮৫৫.৩৫	২৮০৬৬৪১২.০০	৯৪০৪৯২৬৭.৩৫	৩১২৫৪৮৩২৩.৭৫	১৮৯২৮৩২২৭.৯০	৫০১৮৩১৫৫১.৬৫
% সিসি বরাদ্দ	২৪.৩৬	১১.০৯	১৭.৯৫	২৫.২২	১৪.৫২	১৯.৭৩

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.২ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদের সুষম ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার জন্য পানির চাহিদা পূরণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এই মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত মিশন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো (এমবিএফ) তে উল্লিখিত এই মন্ত্রণালয়ের আটটি প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে তিনটি কাজ সরাসরি জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো হচ্ছে :

- সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গন রোধ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং লবণাক্ততা ও মরুকরণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনাসমূহ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ সংক্রান্ত সকল কাজ;
- নদীর অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনাসমূহ সম্পর্কে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা ও হাইড্রোলজিক্যাল জরিপ ও উপাত্ত সংগ্রহ।

উপর্যুক্ত তিনটি প্রধান কাজের আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহ সরাসরি জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলার জন্য এবং অন্যান্য কার্যক্রম জলবায়ুর সাথে কিছুটা সম্পৃক্ত। যদিও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোতে কৌশল ও কার্যক্রমে এ সম্পর্কে সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এজেন্ডাকে ধারণ করা হয়েছে।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যেসব প্রকল্প 'জোরালোভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত' সেগুলো হল: পোল্ডার পুনর্বাসন, সংরক্ষণ ও শক্তিশালীকরণ, পোল্ডার মেরামত এবং উপকুলীয় বেড়িবাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন জলবায়ু অভিযোজনের উপর সরাসরি প্রভাব রাখে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত 'তাৎপর্যপূর্ণভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত' প্রকল্পগুলো হ'ল বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং হাওর এলাকায় জীবিকা, জরুরি ঘূর্ণিঝড় পুনর্বাসন, নদী ভাঙ্গন রোধ, নদীতীর সংরক্ষণ, নদী ড্রেজিং, আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিমজ্জিত বেড়িবাঁধ পুনরুদ্ধার এবং পুনর্গঠন। এছাড়া আরও এমন কিছু প্রকল্প রয়েছে যেগুলো 'কিছুটা' এবং 'প্রচ্ছন্নভাবে' জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত যা জলবায়ু অভিযোজনে অবদান রাখে।

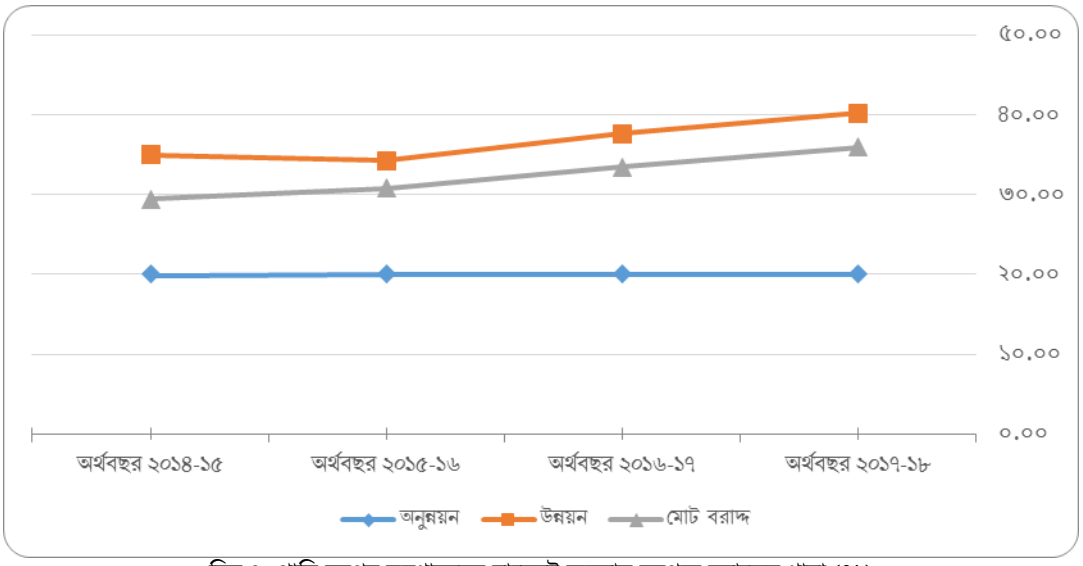

চিত্র ৪: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা (%)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-৪ এ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দের ধারা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে এ মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দ ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বরাদ্দ শতকরা হারে বেড়েছে। এছাড়া, জলবায়ু উন্নয়ন বাজেটের হিস্যা অনুন্নয়ন জলবায়ু বাজেটের হিস্যার চাইতে বেশী। পুরো সময় জুড়ে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় জলবায়ু সম্পুক্ত বাজেট একই ধারায় রয়ে গেছে।

সারণি-৪: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ

বাজেটে *জলবায়ু সম্পৃক্ততার* বিবরণ	মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
অনুন্নয়ন বাজেট	**১২৫১৭৩০০**	**৯৫৬৩৪৯৩**	**৯৩০২৫২৯**	**৭৮৮০০০০**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২৫০৮৯৯৬	১৯১৩০৩৩	১৮৬৪৪০৮	১৫৬২৯১৭
অনুন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	২০.০৪	২০.০৫	২০.০৪	২০.০০
উন্নয়ন বাজেট	**৪৬৭৪৭১০০**	**৩৭৮৯২৩০০**	**২৮৬১৩৩০০**	**২১৪১৭৮০০**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৮৮১৫৭২৫	১৩৯৬৫১০০	৯৮০৮৯৮৫	৭০৭১৩১৬
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	৪০.২৫	৩৭.৬৬	৩৪.২৮	৩৫.০০
মোট বাজেট	**৫৯২৬৪৪০০**	**৪৭৪৫৫৭৯৩**	**৩৭৯১৫৮২৯**	**২৯২৯৭৮০০**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দকরণ	২১৩২৪৭২১	১৫৮৭৮১৩৩	১১৬৭৩৩৯৩	৮৬৩৪২৩৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	**৩৫.৯৮**	**৩৩.৪৬**	**৩০.৭৯**	**২৯.৪৭**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-৪ এ দেখা যায় যে, জলবায়ু সম্পৃক্ত মোট বাজেট পুরো সময়ে শতকরা হার এবং মোট টাকার অঙ্কে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রেও শতকরা হারে পুরো সময়ে ছিল বৃদ্ধি। অনুন্নয়ন বাজেটে শতকরা হারে এটি ছিল একই পর্যায়ে। কিন্তু টাকার অঙ্কে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি-৫: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

BCCSAP থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য	**২৬০৬৩৬০**	**২৩৫৫৬৫০**	**২০৬৪০৮০**	**১২৯৭৯৯৩**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১২.২২	১৪.৮৪	১৭.৬৮	১৫.০৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৪.৪০	৪.৯৬	৫.৪৪	৪.৪৩
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	**১১৪৭৩০৭০**	**৮৩৮৪৫৪৫**	**৬১৯৪৯৫০**	**৪৫২৪৫১৩**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৫৩.৮০	৫২.৮১	৫৩.০৭	৫২.৪০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১৯.৩৬	১৭.৬৭	১৬.৩৪	১৫.৪৪

BCCSAP থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম অবকাঠামো	**৩৬১১৭৭০**	**২৬৮৩৪৪০**	**১২২২১১০**	**১০৩৯৮০৪**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৬.৯৪	১৬.৯০	১০.৪৭	১২.০৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৬.০৯	৫.৬৫	৩.২২	৩.৫৫
গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	**৪০৬৫৭৫**	**১৪৯৪০৫**	**১০৩০২৫**	**৬৬২০৫**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১.৯১	০.৯৪	০.৮৮	০.৭৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৬৯	০.৩১	০.২৭	০.২৩
প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট	**০**	**০**	**০**	**০**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	**৩২২৬৯৪৬**	**২৩০৫০৯৩**	**২০৮৯২২৮**	**১৭০৫৭১৯**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৫.১৩	১৪.৫২	১৭.৯০	১৯.৭৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৫.৪৪	৪.৮৬	৫.৫১	৫.৮২
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ততা (টাকা)	**২১৩২৪৭২১**	**১৫৮৭৮১৩৩**	**১১৬৭৩৩৯৩**	**৮৬৩৪২৩৩**
মন্ত্রণালয় বাজেটের % হিসাবে জলবায়ু সম্পৃক্ততা	৩৫.৯৮	৩৩.৪৬	৩০.৭৯	২৯.৪৭

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-৫ ও চিত্র -৫ এ BCCSAP -এর থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের তথ্য সম্বলিত সারণিতে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের ধারা তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে BCCSAP থিমেটিক এরিয়াগুলোর মধ্যে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিপরীতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ধরা হয়েছে - যা মোট বাজেটের ১৯.৩৬ শতাংশ এবং মোট থিমেটিক এরিয়ার জন্য বরাদ্দের অর্ধেকের বেশি। মোট টাকার অঙ্কে এই থিমেটিক এরিয়ার বিপরীতে বাজেট ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম অবকাঠামোর ক্ষেত্রে ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দ মোট টাকার অঙ্কে বৃদ্ধি পেয়েছে। সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ খাতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে বরাদ্দের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

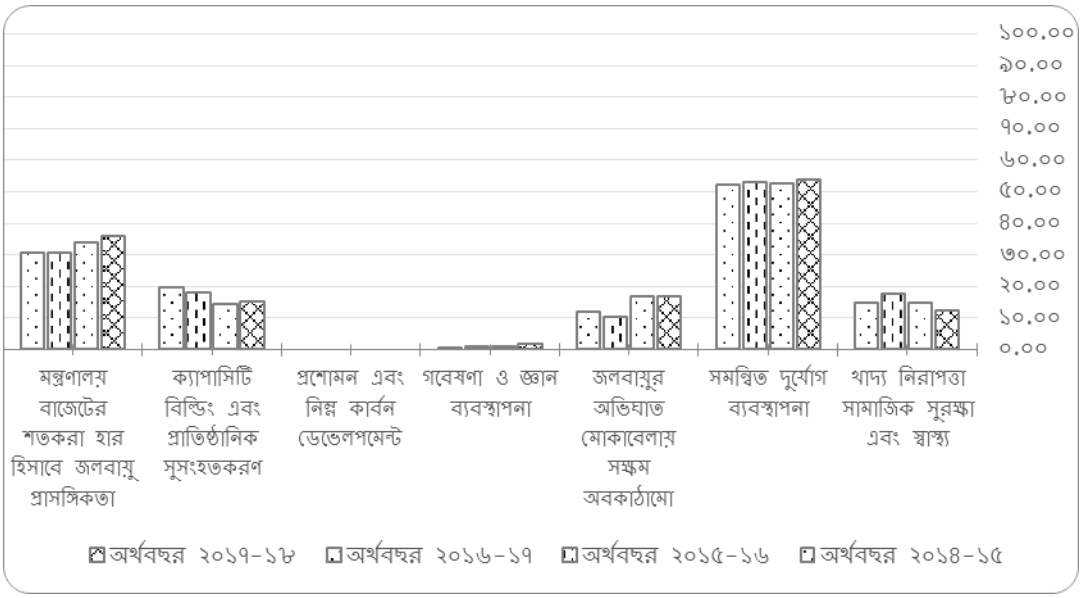

চিত্র ৫: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-৬ এ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের অবস্থা দেখানো হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে মোট বাজেট বরাদ্দ ৫,৯২৬ কোটি টাকা-যার ৩৫.৯৮ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলার জন্য গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচির বিপরীতে। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৯.৩৬ শতাংশ এবং এরপর জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম অবকাঠামো খাতে ৬.০৯ শতাংশ, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ খাতে ৫.৪৪ শতাংশ, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ৪.৪০ শতাংশ এবং গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা খাতে ০.৬৯ শতাংশ। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম অবকাঠামো খাতে একত্রে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ২৫.৪৫ শতাংশ ধরা হয়েছে।

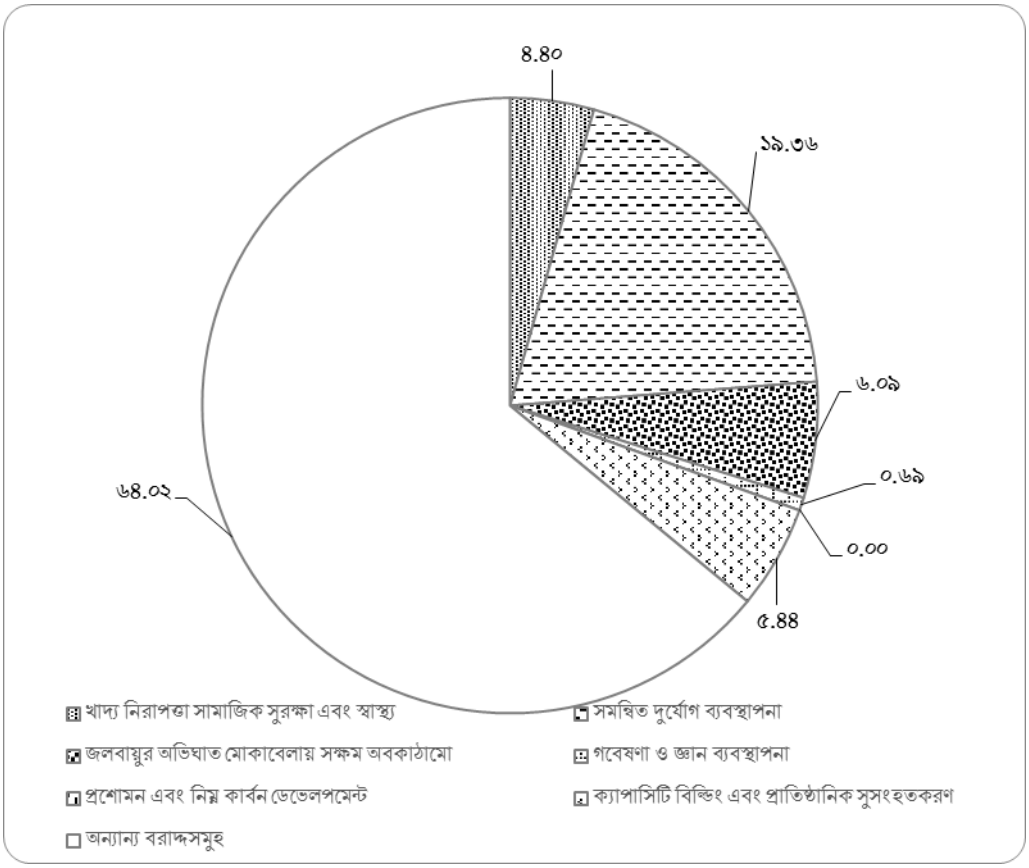

চিত্র ৬: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের বিবরণ (%)
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৩ কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মিশন হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, শস্য খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নসহ ফসলের বহুমুখিকরণ এবং অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ফসল বেশি উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। এ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট কাঠামোয় (MBF) উল্লিখিত ৮টি প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে ৫টিই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। এগুলো হলো :

- কৃষি গবেষণা এবং শিক্ষা কর্মসূচি;
- কৃষি সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ;
- গুনগত মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন, মান প্রমিতকরণ, প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ;
- কৃষি সহায়তা এবং পুনর্বাসন;
- ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচি।

মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোতে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় অনেক বিনিয়োগ প্রকল্প / কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর (MBF) কার্যাবলীতে উল্লিখিত প্রকল্প ও কর্মসূচীর মধ্যে কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার উল্লেখ রয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেট কাঠামোতেও বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে। মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সংগতি রেখে কৃষি বাজেট প্রণয়নে মন্ত্রণালয়ের MBF এ উদ্দেশ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাজেট কার্যক্রমের ফলাফল নির্ধারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুটিকে বিবেচনা করা হয়েছে। কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসাবে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং লবণাক্ততা, খরা, জলমগ্নতা এবং অন্যান্য বিরূপ পরিস্থিতিসহিষ্ণু ধান ও অন্যান্য ফসলের জাত উদ্ভাবন বিষয়াদি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের ও বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষি কর্মীদের ও কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা মোকাবেলাকে কেন্দ্র করেই জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিসমূহ আবর্তিত হয়। লবণাক্ততা, খরা এবং জলমগ্নতা সহিষ্ণু ফসল উৎপাদন এবং প্রযুক্তির উন্নয়নসহ অন্যান্য জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটের ৪০.৫৮ শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ প্রদান কৃষি খাতে জলবায়ু বাজেটের গুরুত্বের পরিচয় বহন করে।

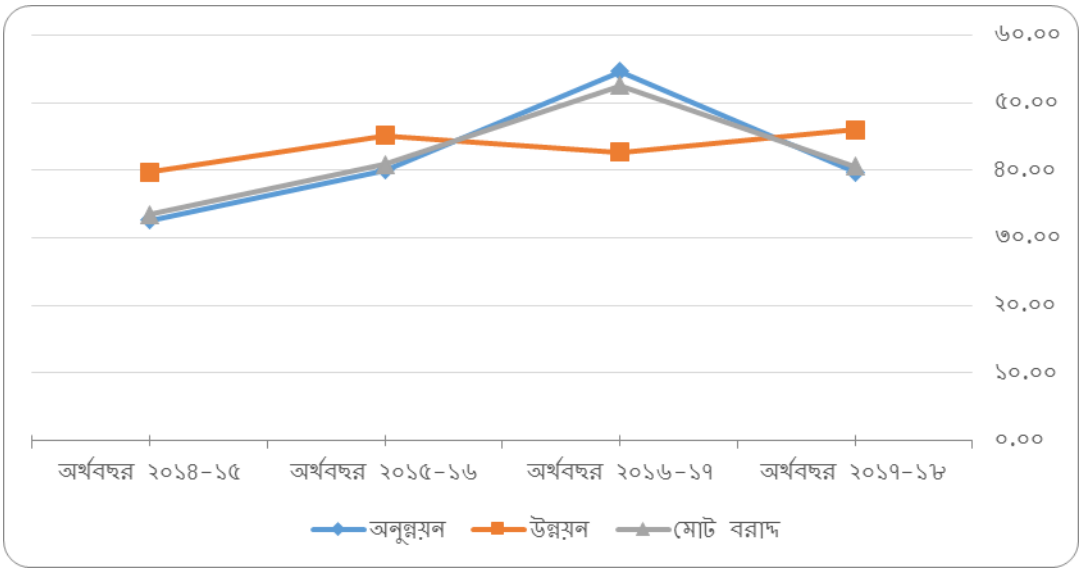

চিত্র ৭: কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা (%)
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-৭ এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দের ধারা প্রদর্শন করা হয়েছে। মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন বাজেটের আওতায় এই সময়ে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ২০১৬-১৭ অর্থবছর ছাড়া মোটামুটি উর্ধ্বমুখী ছিল।

সারণি-৬: কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ

বাজেটে *জলবায়ু সম্পৃক্ততার* বিবরণ	**মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট (হাজার টাকা)**			
	২০১৭-১৮	**২০১৬-১৭**	**২০১৫-১৬**	**২০১৪-১৫**
অনুন্নয়ন বাজেট	**১১৮০৪২৮০০**	**৮৬০৭০৬৭৩**	**৯৩৩১১৫১৯**	**১০৮৫১২১২০**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৪৬৯৩২৮০৭	৪৭০৩০২৫৭	৩৭৩২৯৯৯১	৩৫৪০২২৮২
অনুন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	৩৯.৭৬	৪০.০০	৪০.০১	৪০.০০

বাজেটে *জলবায়ু সম্পৃক্ততার* বিবরণ	মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
উন্নয়ন বাজেট	**১৭৯৯৮৮০০**	**১৭৭১৮৪০০**	**১৮১১৪২০০**	**১৪৩১৬৪০০**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৮২৭৪১৮৫	৭৫৬৬৮২৫	৮১৭৭৫৮০	৫৬৯৫৪৫৯
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	৪৫.৯৭	৪৪.১৪	৪৫.১৪	৪৫.২৬
মোট বাজেট	**১৩৬০৪১৬০০**	**১০৩৭৮৯০৭৩**	**১১১৪২৫৭১৯**	**১২২৮২৮৫২০**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দকরণ	৫৫২০৬৯৯২	৫৪৫৯৭০৮২	৪৫৫০৭৫৭১	৪১০৯৭৭৪১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	**৪০.৫৮**	**৫২.৬০**	**৪০.৮৪**	**৩৩.৪৬**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-৬ এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু বাজেট বরাদ্দের ধারা দেখনো হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে ২০১৪-১৫ হতে টাকার অঙ্কে (absolute term) বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪১০৯ কোটি টাকা; ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই বরাদ্দ দাঁড়ায় ৫,৫০২ কোটি টাকায়। মধ্যবর্তী দুবছরে এই বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই বৃদ্ধি ছিল ৫২.০৬ শতাংশ।

সারণি-৭: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

BCCSAP থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য	**৫১৪৮০২৪**	**৪৮৪২৬০০**	**৫৫৫১৮০৪**	**৪০১০৭০৭**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৯.৩২	৮.৮৭	১২.১৮	৯.৭৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৩.৭৮	৪.৬৭	৪.৯৮	৩.২৭
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	**৩৪৮৬০**	**২২৮৪০**	**২২০৪০**	**০**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.০৬	০.০৪	০.০৫	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০৩	০.০২	০.০২	০.০০
জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম অবকাঠামো	**২৭৫৬৫০**	**৩৭৯৮২৫**	**৬০০২৩০**	**৪১৯২১৬**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.৫০	০.৭০	১.৩২	১.০২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.২০	০.৩৭	০.৫৪	০.৩৪

BCCSAP থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	**২০৬৪৫৯১**	**১২১০৯৫৫**	**১২০৫৫৬০**	**৭৭০০৮৮**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৩.৭৪	২.২২	২.৬৪	১.৮৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.৫২	১.১৭	১.০৮	০.৬৩
প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট	**০**	**০**	**০**	**০**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	**৪৭৬৮৩৮৬৭**	**৪৮১৪০৮৬২**	**৩৮২০০৫৭৫**	**৩৫৮৯৭৭২৯**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৮৬.৩৭	৮৮.১৭	৮৩.৮১	৮৭.৩৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৩৫.০৫	৪৬.৩৮	৩৪.২৮	২৯.২৩
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ততা (টাকা)	**৫৫২০৬৯৯২**	**৫৪৫৯৭০৮২**	**৪৫৫৮০২০৯**	**৪১০৯৭৭৪১**
মন্ত্রণালয় বাজেটের % হিসাবে জলবায়ু সম্পৃক্ততা	৪০.৫৮	৫২.৬০	৪০.৯১	৩৩.৪৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-৭ এ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। মোট টাকার অঙ্ক এবং শতকরা হিসাব উভয় মাপেই ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত থিমেটিক এরিয়া 'সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ' সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে থিম এ জলবায়ু সম্পৃক্ত ব্যয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করছে যা মোটামুটি জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ৮৬.৩৭ শতাংশ। গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা থিমের জন্য বরাদ্দ পুরো সময় জুড়ে বৃদ্ধি পায়। এ হার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ০.৬৩ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১.৫২ শতাংশে। চিত্র-৮ এ বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে।

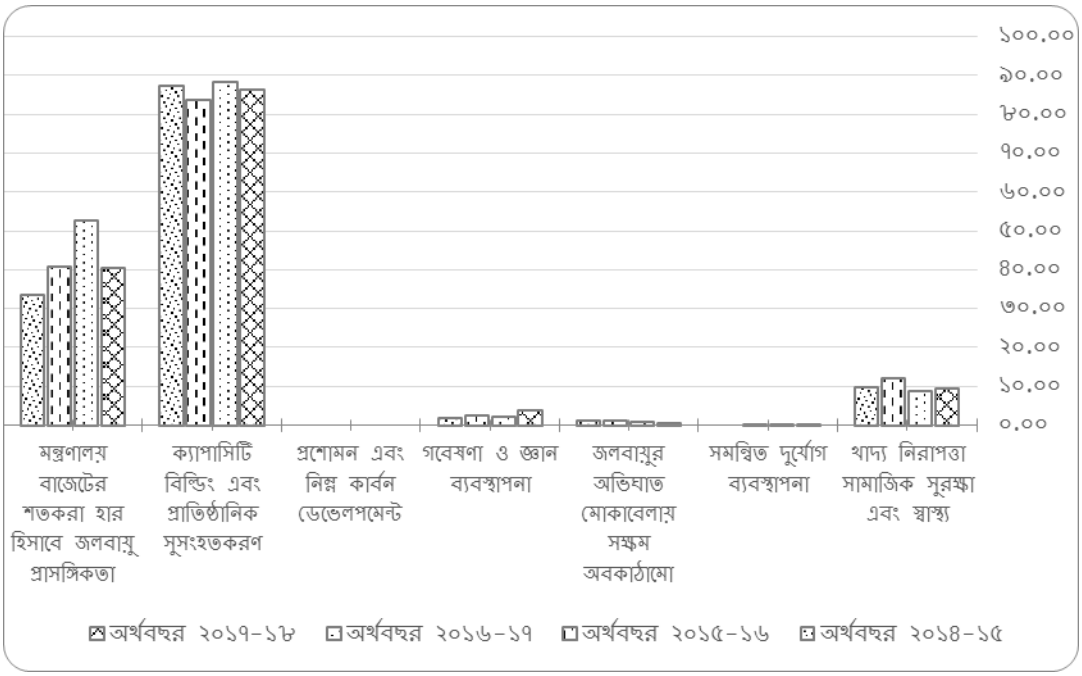

চিত্র ৮: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-৯ এ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের হিসাব দেখানো হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট ধরা হয়েছে ১৩,৬০৪ কোটি টাকা। এর ৪০.৫৮ শতাংশ বিভিন্ন থিমেটিক এরিয়াতে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ (৩৫.০৫ শতাংশ) সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। খাদ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য খাতের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৩.৭৮ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের একটি অংশ (১.৫২ শতাংশ) গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে।

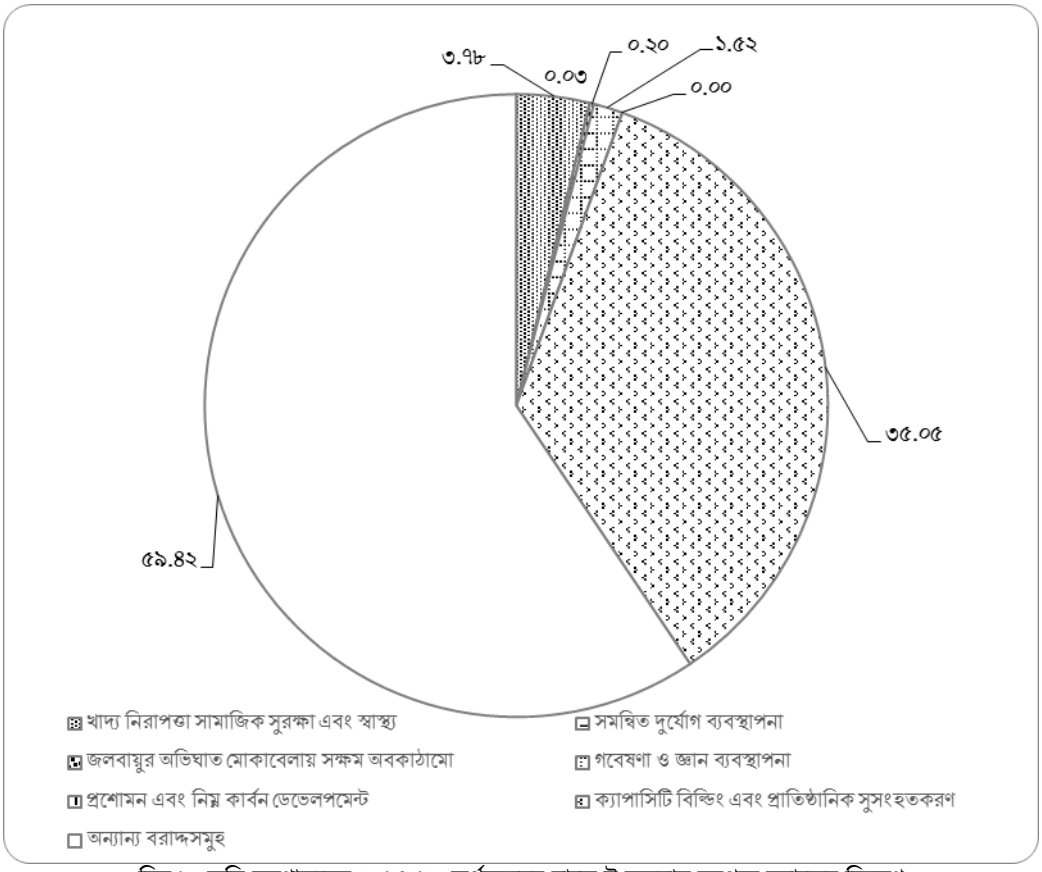

চিত্র ৯: কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের বিবরণ
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগকালীন সময়ে সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র এবং বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং ব্যাপক দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে দক্ষ ও সক্ষম জরুরি দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর কৌশল প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ, এবং সমন্বয়, তদারকি এবং মূল্যায়ন। মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (এমবিএফ)-র কৌশলগত

উদ্দেশ্যে সুস্পষ্টভাবে এসব কার্যাবলীর প্রতিফলন আছে। যে দুটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের মানদন্ড সরাসরি সম্পর্কযুক্ত তা নিম্নরুপ:

- ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং আগাম সতর্কীকরণের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ।

দুটি চলমান প্রকল্প গ্রহণ যেমন- উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এবং সারা দেশ জুড়ে বন্যাপ্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প যা জোরালোভাবে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্পের শ্রেণিভুক্ত। একইভাবে, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি (সিপিপি) যার বিপরীতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮০.২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তাও এই শ্রেণিভুক্ত। পক্ষান্তরে, চরম দরিদ্র জনগাষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি 'তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক' শ্রেণিভুক্ত। আরবান রেজিলিয়েন্স এবং উদ্ধার উপকরণ ক্রয় শীর্ষক প্রকল্প 'সামান্য প্রাসঙ্গিক' শ্রেণিতে পড়ে। এসব প্রকল্প এবং কর্মসূচিকে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

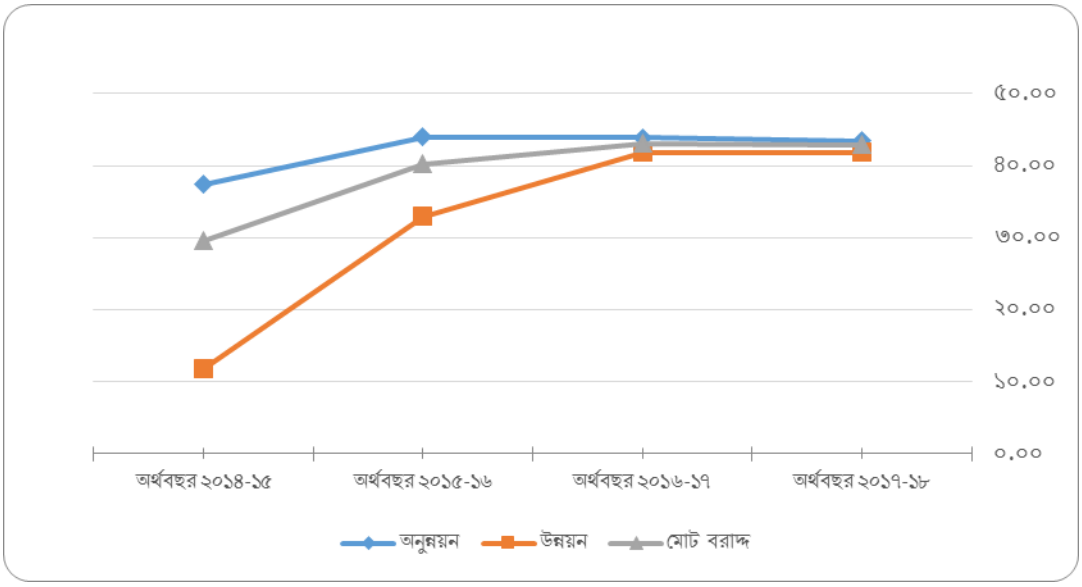

চিত্র ১০: দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা (%)
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-১০ এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা দেখানো হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে বাজেটে ধারা অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মোট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দের ধারায় উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়।

সারণি-৮: দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ

বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার বিবরণ	**মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট (হাজার টাকা)**			
	২০১৭-১৮	**২০১৬-১৭**	**২০১৫-১৬**	**২০১৪-১৫**
অনুন্নয়ন বাজেট	**৫৮৬৬৮২৭৮**	**৫৪৮০৪৯৭৭**	**৫১৩৬২৫৪২**	**৪৭৪০২১৮৯**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২৫৪৯৬৭৩৪	২৪০৬৮২৬১	২২৫৯৬৫৭৬	১৭৭৪৯৫৬০
অনুন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	৪৩.৪৬	৪৪.৫১	৪৩.৯৯	৪৭.৫৭
উন্নয়ন বাজেট	**২৯৮৬৩০০০**	**৩৪৬৬৫৭৩২**	**২৬৩৪৬২২৪**	**২১১৭৫৮২২**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১২৪৮৫২৮৫	১৪৫১৭৬৪৬	৮৬৮৯১৭৮	২৪৯৮৮০২
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	৪১.৮১	৪১.৮৮	৩২.৯৮	২৬.৭৫
মোট বাজেট	**৮৮৫৩১২৭৮**	**৮৯৪৭০৭০৯**	**৭৭৭০৮৭৬৬**	**৬৮৫৭৮০১১**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দকরণ	৩৭৯৮২০১৯	৩৮৫৮৫৯০৭	৩১২৮৫৭৫৫	২০২৪৮৩৬৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	**৪২.৯০**	**৪৩.১৩**	**৪০.২৬**	**২৯.৫৩**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-৮ এ দেখা যাচ্ছে যে, এ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের বিপরীতে জলবায়ু সম্পৃক্ত ব্যয় ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ২,০২৪ কোটি টাকা যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩,৭৮৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

সারণি-৯ বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

BCCSAP থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য	**৬৬০০০০০**	**৬৬০০০০০**	**৬০০০০০০**	**৫৯৬২২৯৬**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৭.৩৮	১৭.১০	১৯.১৮	২৯.৪৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৭.৪৫	৭.৩৮	৭.৭২	৮.৬৯
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	**১৯৪৯০৬৫১**	**১৬৭৯৩৩৬৭**	**১৮৫১১২৬৭**	**১২৬২২০৮৮**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৫১.৩২	৪৩.৫২	৫৯.১৭	৬২.৩৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২২.০২	১৮.৭৭	২৩.৮২	১৮.৪১
জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলা সক্ষম অবকাঠামো	**১০৮৫৩০০০**	**১৪০৯৪৯৪৬**	**৫৯৩৭৪৮৮**	**১২৮৯৪৯৩**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২৮.৫৭	৩৬.৫৩	১৮.৯৮	৬.৩৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১২.২৬	১৫.৭৫	৭.৬৪	১.৮৮
গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	**১৭০২৯০**	**১৮৩৫৪১**	**১৪৯৩৩১**	**৮৬৫১৭**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.৪৫	০.৪৮	০.৪৮	০.৪৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.১৯	০.২১	০.১৯	০.১৩
প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট	**০**	**০**	**০**	**০**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	**৮৬৮০৭৯**	**৯১৪০৫২**	**৬৮৭৬৬৯**	**২৮৭৯৬৯**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২.২৯	২.৩৭	২.২০	১.৪২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৯৮	১.০২	০.৮৮	০.৪২
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ততা (টাকা)	**৩৭৯৮২০১৯**	**৩৮৫৮৫৯০৭**	**৩১২৮৫৭৫৫**	**২০২৪৮৩৬৩**
মন্ত্রণালয় বাজেটের % হিসাবে জলবায়ু সম্পৃক্ততা	৪২.৯০	৪৩.১৩	৪০.২৬	২৯.৫৩

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-৯ এ বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বাজেটে 'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' খাতে হিস্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই খাতে প্রাক্কলিত বরাদ্দ ১,৯৪৯ কোটি টাকা, যা মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ২২.০২ শতাংশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত

বাজেটের ৫১.৩২ শতাংশ। শতকরা হারে মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট অপেক্ষা ৩.২৫ শতাংশ বেশি এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বাজেট অপেক্ষা ৭.৮ শতাংশ বেশি। জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলা সক্ষম অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১.৮৮ শতাংশ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫.৭৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

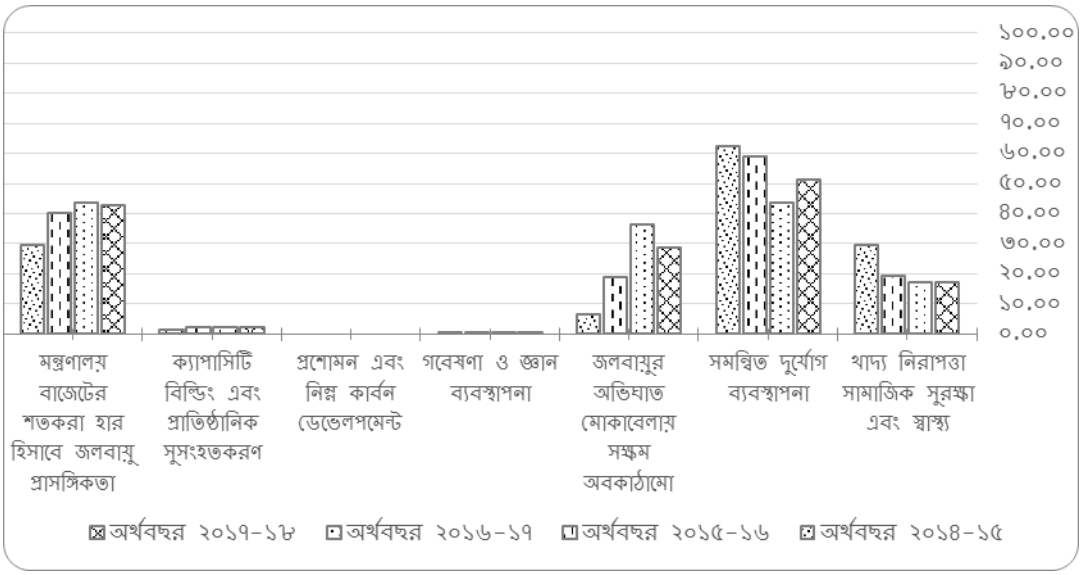

চিত্র ১১: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-১১ এ BCCSAP-র ছয়টি থিমেটিক এলাকার মধ্যে মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিভাজনের ধরণ দেখানো হয়েছে। যাহোক, ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম অবকাঠামো খাতে জলবায়ু বাজেটের অধিকাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

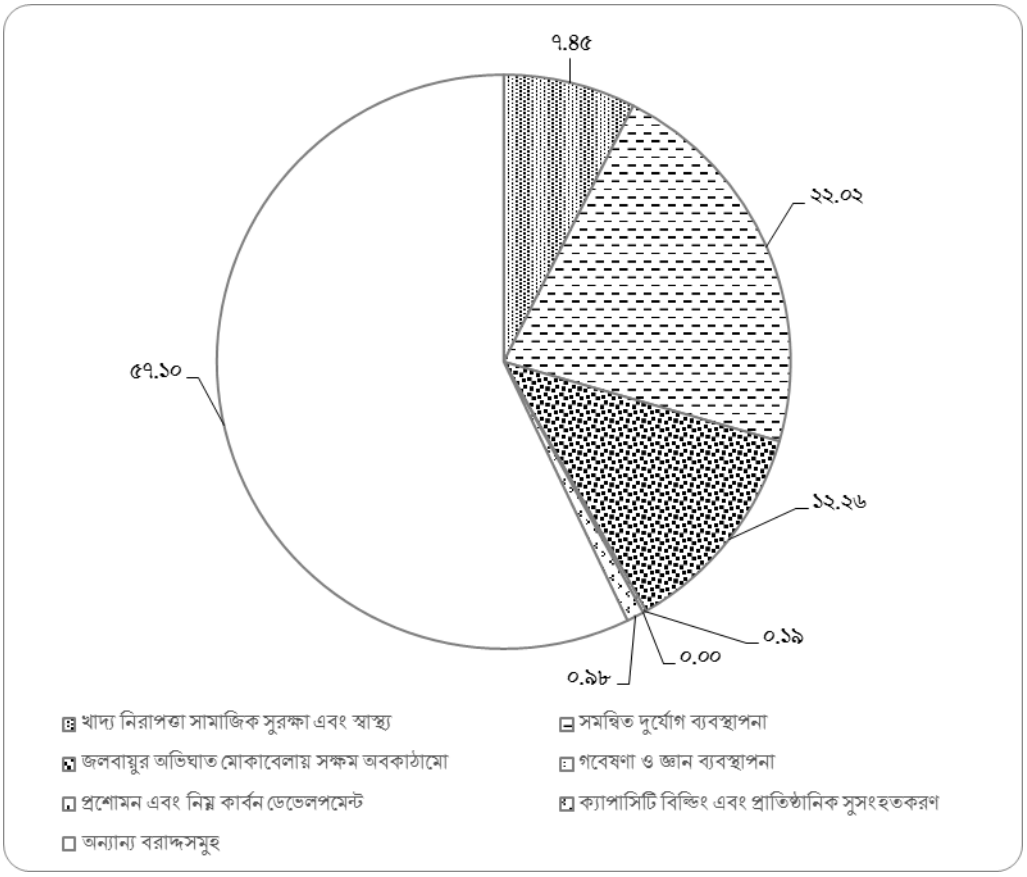

চিত্র ১২: দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের হার
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-১২ এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের হিসাব দেখানো হয়েছে। বিসিসিএসএপি থিমের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ২২.০২ শতাংশ সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে - যা এই মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম-থিমেটিক এরিয়ার জন্য বরাদ্দ ১১.২৬। খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭.৪৫ শতাংশ।

২.৫ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হিসেবে নীতি ও বিধি বিধান প্রণয়নে এ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ভূমিকার মধ্যেই এর গুরুত্ব নিহিত রয়েছে। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য ও টেকসই পরিবেশের নিশ্চয়তা প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত মিশন। এর প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে দুটি কাজ যেমন: পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়ন এর গুণগতমান এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রটোকল বাস্তবায়ন সরকারের লিড মন্ত্রণালয় হিসাবে এর ভূমিকাকে প্রতিফলিত করে। এই মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য যেমন: জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমন, বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপ্তি পরিমাপের মানদন্ডের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট কাঠামোতে উল্লিখিত মধ্য মেয়দি কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নিম্নোক্ত অগ্রাধিকার কর্মসূচিসমূহ হাতে নিয়েছে। এগুলো হলো:

- জলবায়ু পরিবর্তন থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা;
- বন সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা;
- দূষণ নিয়ন্ত্রণ;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্পই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। এসব প্রকল্পর মধ্যে Afforestation in Five Coastal Districts of Bangladesh, Char Development and Settlement Project-4, Integrating Community Based Adaptation into Afforestation and Reforestation in Bangladesh and Climate Resilient Ecosystem and Livelihood (CREL) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে জোরালোভাবে প্রাসঙ্গিক। অন্যান্য প্রকল্পগুলো ছোট হলেও এগুলো প্রায় জোরালোভাবে প্রাসঙ্গিক।

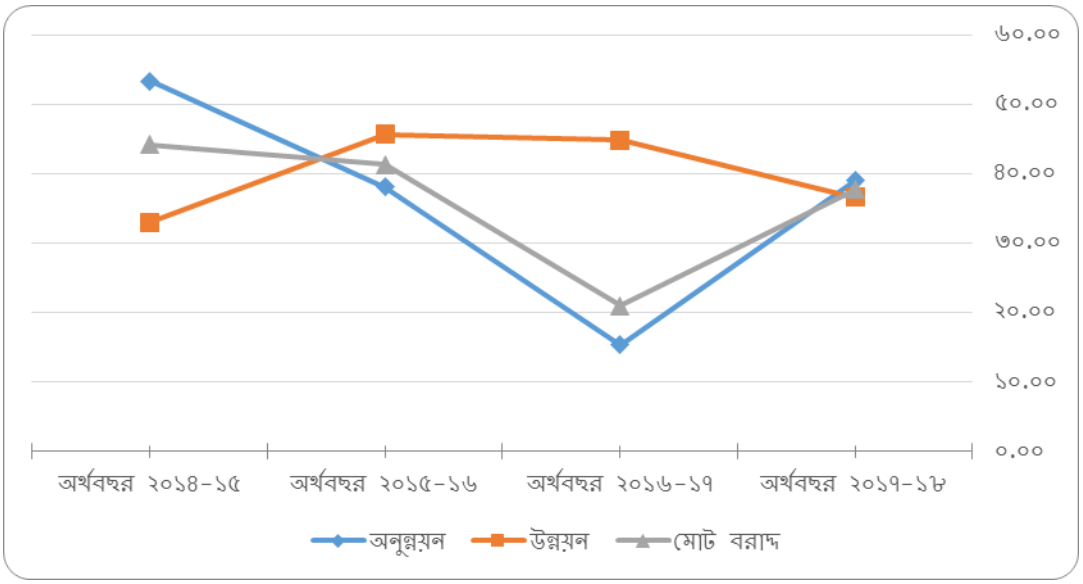

চিত্র ১৩: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা (%)
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-১৩ হতে দেখা যায় যে, মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৬.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই ধারা অনুন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বজায় থেকেছে। উন্নয়ন বাজেটের আওতায় জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে একই পর্যায়ে রয়েছে।

সারণি-১০: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ

বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার বিবরণ	**মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট (হাজার টাকা)**			
	২০১৭-১৮	**২০১৬-১৭**	**২০১৫-১৬**	**২০১৪-১৫**
অনুন্নয়ন বাজেট	**৫৩৫৯৭০০**	**১৪৯৪৫১৮৬**	**৫৬২৩১১৫**	**৫১৬৩০৮২**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২০৯১৩৫৩	২২৯০০৭৭	২১৪৬৪৬০	২৭৫৬৩৩৮
অনুন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	৩৯.০২	১৫.৩২	৩৮.১৭	৫৪.৮৭

বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার বিবরণ	মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
উন্নয়ন বাজেট	**৫৮৪৫৯০০**	**৩৫৬২৯০০**	**৪২১৪৬০০**	**৪১৯৭৬০০**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২১৪৩৬২৫	১৫৯৯৯১৫	১৯২৭৭৫৫	১৩৮৫৮৮৯
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	৩৬.৬৭	৪৪.৯০	৪৫.৭৪	৪২.০৫
মোট বাজেট	**১১২০৫৬০০**	**১৮৫০৮০৮৬**	**৯৮৩৭৭১৫**	**৯৩৬০৬৮২**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দকরণ	৪২৩৪৯৭৮	৩৮৮৯৯৯২	৪০৭৪২১৫	৪১৪২২২৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	**৩৭.৭৯**	**২১.০২**	**৪১.৪১**	**৪৪.২৫**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-১০ এ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের হার দেখানো হয়েছে। এ সরাণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত মোট বাজেট বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে চার বছর ধরে সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল ছিল। টাকার অঙ্কে এই বরাদ্দ পর্যালোচনাধীন সময়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সামান্য হ্রাস পাওয়া ছাড়া একই পর্যায়ে ছিল।

সারণি ১১: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

BCCSAP থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য	**২২৯২৪০**	**২৫৪৪৮০**	**২৪৬০২০**	**৪০৯৬৬১**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৫.৪১	৬.৫৪	৬.০৪	৯.৮৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২.০৫	১.৩৭	২.৫০	৪.৩৮
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	**৩৪৪৬০৫**	**৪৭২৮০০**	**৫০০৯৯৫**	**৬০৭৩১৯**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৮.১৪	১২.১৫	১২.৩০	১৪.৬৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৩.০৮	২.৫৫	৫.০৯	৬.৪৯
জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলা সক্ষম অবকাঠামো	**১৯৯৩৮০**	**১৭১৩৭০**	**১৯২০৯০**	**২৮৯৯৭২**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪.৭১	৪.৪১	৪.৭১	৭.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.৭৮	০.৯৩	১.৯৫	৩.১০

BCCSAP থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	**৬৫১৫৮১**	**৩৭৬৩২৯**	**৪৮২৭১০**	**৪৫৭৯৩১**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৫.৩৯	৯.৬৭	১১.৮৫	১১.০৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৫.৮১	২.০৩	৪.৯১	৪.৮৯
প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট	**৬৪০০৫০**	**৫৮১৪০৫**	**৬০৫৮৭০**	**৫৮৯০৫৭**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৫.১১	১৪.৯৫	১৪.৮৭	১৪.২২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৫.৭১	৩.১৪	৬.১৬	৬.২৯
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	**২১৭০১২৩**	**২০৩৩৬০৮**	**২০৪৬৫৩১**	**১৭৮৮২৮৮**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৫১.২৪	৫২.২৮	৫০.২৩	৪৩.১৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১৯.৩৭	১০.৯৯	২০.৮০	১৯.১০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ততা (টাকা)	**৪২৩৪৯৭৮**	**৩৮৮৯৯৯২**	**৪০৭৪২১৫**	**৪১৪২২২৬**
মন্ত্রণালয় বাজেটের % হিসাবে জলবায়ু সম্পৃক্ততা	৩৭.৭৯	২১.০২	৪১.৪১	৪৪.২৫

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-১১ ও চিত্র-১৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ এই খাতে সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয়ের সমগ্র বাজেটের ১৯.৩৭ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে (২০১৬-১৭ অর্থবছর ব্যতীত) এ হার বজায় থাক যেমন: ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৯.১০ শতাংশ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২০.৮ শতাংশ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০.৯৯ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বাজেটে গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা খাতের হিস্যা ছিল ৫.৮১ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই হিস্যা ছিল মন্তণালয়ের মোট বরাদ্দের ২.০৩ শতাংশ। এ মন্ত্রণালয় প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভেলপমেন্টের জন্যও ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। প্রশমন ও লো -কার্বন ডেভেলপমেন্ট খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট বাজেটে হিস্যা ছিল বাজেটের ৫.৭১ শতাংশ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ১৫.১১ শতাংশ। যেমন ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই হার ছিল ১৪.২২ শতাংশ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪.৮৭ শতাংশে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তো আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪.৯৫ শতাংশে। চিত্র-১৪ এ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন খাতের বরাদ্দের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

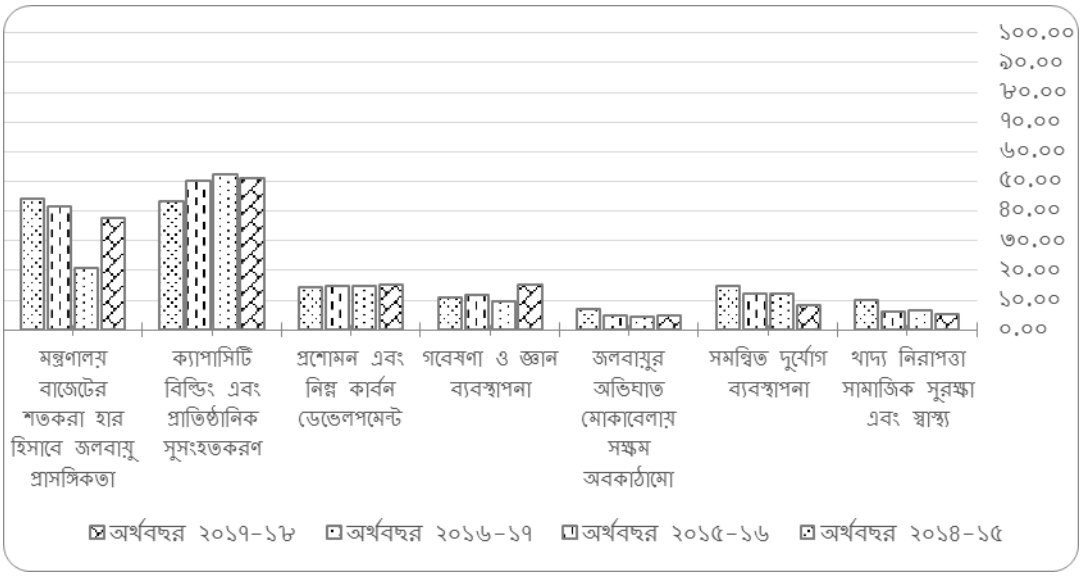

চিত্র ১৪: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-১৫ এ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত বাজেট বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে প্রাসঙ্গিক বরাদ্দের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছে (১৯.৩৭ শতাংশ)। গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা খাত বরাদ্দ পেয়েছে ৫.৮১ শতাংশ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটর ৫.৭১ শতাংশ জলবায়ু ঝুঁকি প্রশমন কার্যের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

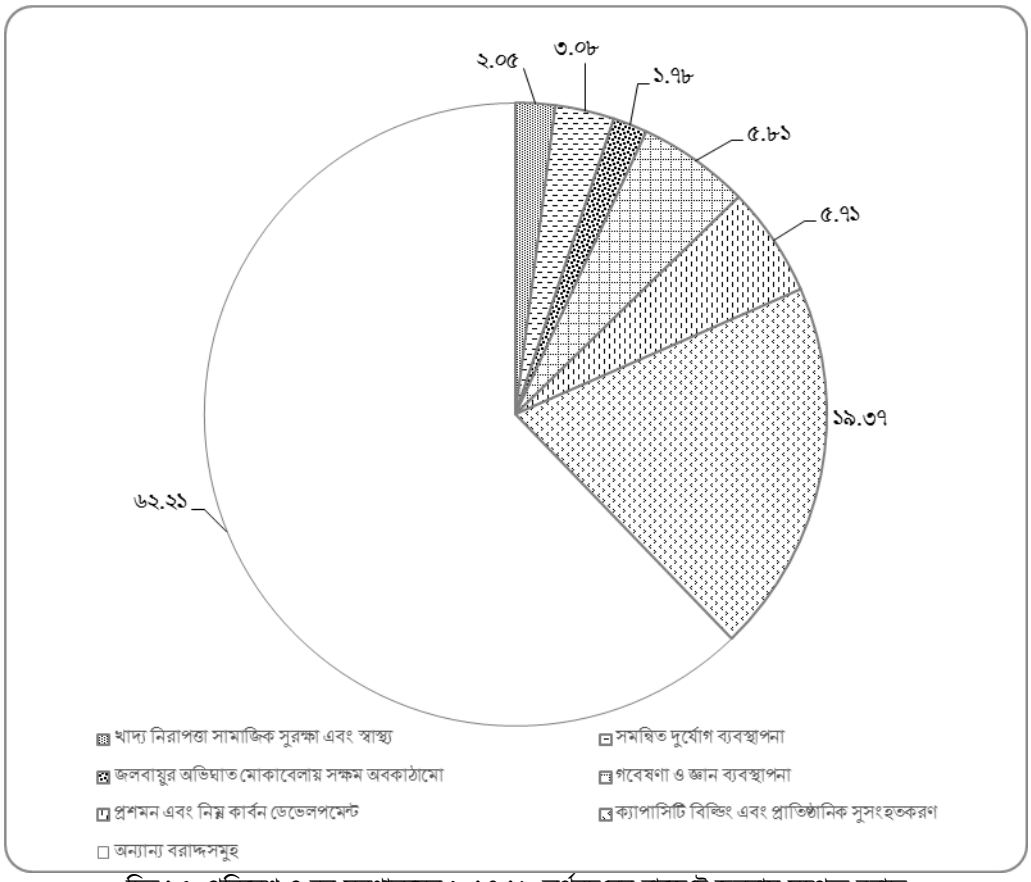

চিত্র ১৫: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৬ স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, গ্রাম ও নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে স্থানীয় সরকার বিভাগের মিশন বিবৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আটটি মূল কর্মকান্ডের মধ্যে দুটি যথা সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র পানিসম্পদ কাঠামো

নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন সরাসরি জলবায়ু সম্পৃক্ত। এ বিভাগের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন:

- পানি নিষ্কাশন ও সেচের জন্য খাল খনন ও পুন:খনন;
- বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য রেগুলটরস, ক্রস ড্যাম এবং ড্যাম নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে নিম্নোক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে:

- Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration (ECARD) ;
- Cyclone Shelter Connection Road with Bridges and Calvert;
- Char Development and Settlement Project-4

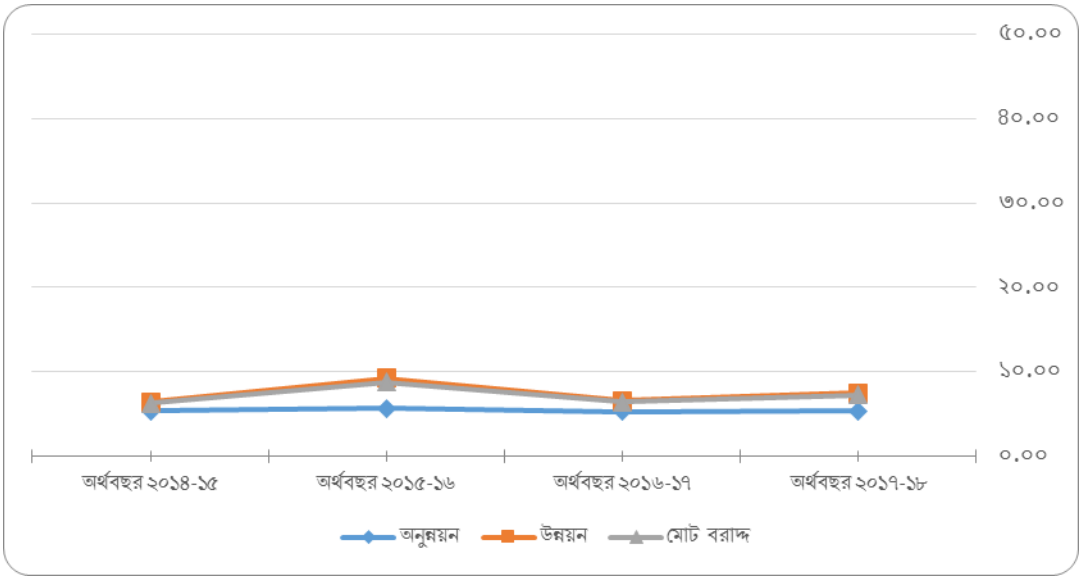

চিত্র ১৬: স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-১৬ এ স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা দেখানো হয়েছে। জলবায়ু সম্পৃক্ত মোট বরাদ্দ এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বরাদ্দের ধারায় সমগ্র সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ক্ষেত্রেও এ সময় জুড়ে একই ধারা বজায় ছিল।

সারণি ১২: স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার বিবরণ	**মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট (হাজার টাকা)**			
	২০১৭-১৮	**২০১৬-১৭**	**২০১৫-১৬**	**২০১৪-১৫**
অনুন্নয়ন বাজেট	**৩১৪৯৫৬০০**	**২৮৪৬৯২৮০**	**২৪৮৫৪৩৫৭**	**২০৯৯৮২৬০**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৬৯১০১৮	১৫০৮৯৪৮	১৪০৬২৩০	১১১৩৮৫১
অনুন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	৫.৩৭	৫.৪৪	৫.৬৬	৫.৫৭
উন্নয়ন বাজেট	**২১৫২৪৫৫০০**	**১৯৪০৬৫০০০**	**১৬৭৩৫৭২০০**	**১৪৮৬০৬৭০০**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৬১৫৬৩১৫	১২৬৭৭০৯৫	১৫৪৬৩৪৭৫	৯৫০৪৫২০
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	৭.৫১	৬.৭৫	৯.২৪	৭.৫৫
মোট বাজেট	**২৪৬৭৪১১০০**	**২২২৫৩৪২৮০**	**১৯২২১১৫৫৭**	**১৬৯৬০৪৯৬০**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দকরণ	১৭৮৪৭৩৩৩	১৪১৮৬০৪৩	১৬৮৬৯৭০৫	১০৬১৮৩৭২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	**৭.২৩**	**৬.৩৭**	**৮.৭৮**	**৬.২৬**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-১২ স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা প্রদর্শন করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৬.৬৭ শতাংশ ছাড়া এ সময়জুড়ে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ৭ শতাংশের কিছু উপরে ছিল।

সারণি ১৩: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ

BCCSAP থিমসমূহ	**জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (হাজার টাকা)**			
	২০১৭-১৮	**২০১৬-১৭**	**২০১৫-১৬**	**২০১৪-১৫**
খাদ্য নিরাপত্তা সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য	**১২৩২৯৫০**	**১০০৫২৩৫**	**৮৪০০৬০**	**৪৩৫৯৮৯**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৬.৯১	৭.০৯	৪.৯৮	৪.১১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৫০	০.৪৫	০.৪৪	০.২৬

BCCSAP থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	**৩৩২৮৭৮০**	**৩৭৬০৬৭৫**	**৫০৮৯১৩৫**	**২৯৩৩৩৩৮**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৮.৬৫	২৬.৫১	৩০.১৭	২৭.৬৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.৩৫	১.৬৯	২.৬৫	১.৭৩
জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলা সক্ষম অবকাঠামো	**৯৫৪২৭৯০**	**৫৬৮২৫৯০**	**৪৯৯৬৭২৩**	**২৮০০০৪১**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৫৩.৪৭	৪০.০৬	২৯.৬২	২৬.৩৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৩.৮৭	২.৫৫	২.৬০	১.৬৫
গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	**১৮৮৪০০**	**১৮৪২২৫**	**১৫২৫৩০০**	**১২৫০৬৭০**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১.০৬	১.৩০	৯.০৪	১১.৭৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০৮	০.০৮	০.৭৯	০.৭৪
প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট	**১০৫৯১৭০**	**১০৩১৮০০**	**১০৪৭৮৬০**	**১০৫০৫৪৫**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৫.৯৩	৭.২৭	৬.২১	৯.৮৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৪৩	০.৪৬	০.৫৫	০.৬২
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	**২৪৯৫২৪৩**	**২৫২১৫১৮**	**৩৩৭০৬২৭**	**২১৪৭৭৮৯**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৩.৯৮	১৭.৭৭	১৯.৯৮	২০.২৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.০১	১.১৩	১.৭৫	১.২৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ততা (টাকা)	**১৭৮৪৭৩৩৩**	**১৪১৮৬০৪৩**	**১৬৮৬৯৭০৫**	**১০৬১৮৩৭২**
মন্ত্রণালয় বাজেটের % হিসাবে জলবায়ু সম্পৃক্ততা	৭.২৩	৬.৩৭	৮.৭৮	৬.২৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-১৩ এ BCCSAP থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী অর্থবছর ২০১৪-১৫ হতে চার বছরের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা প্রদর্শন করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম অবকাঠামোর বিপরীতে বরাদ্দ ছিল স্থানীয় সরকার বিভাগের মোট বাজেটের ১.৬৫ শতাংশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা কার্যক্রমের বিপরীতে মোট বরাদ্দের ২৬.৩৭ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে এই হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে মোট বাজেটের ৩.৮৭ শতাংশে এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ৫৩.৪৭ শতাংশে। এর পরের অগ্রাধিকারে রয়েছে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। এটি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু বাজেটের ২৭.৬৩ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৮.৬৫ শতাংশ বরাদ্দ পেয়েছে। এরপর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ খাতের হিস্যা ছিল ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু বাজেটের ২০.২৩ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮

অর্থবছরে ১৩.৯৮ শতাংশ। চিত্র-১৭ এ বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেট বরাদ্দের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

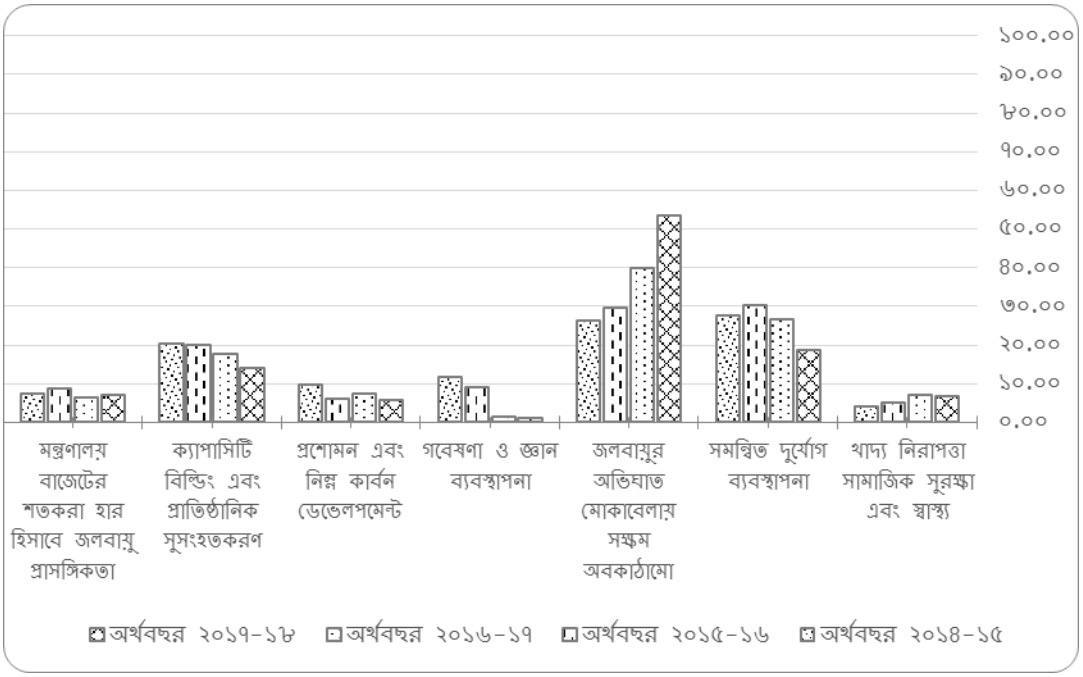

চিত্র ১৭: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-১৮ এ দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটের ৭.২৩ শতাংশ। এর মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ৩.৮৭ শতাংশ দেয়া হয়েছে জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম অবকাঠামোর জন্য- যা জলবায়ু সম্পর্কিত বাজেটের ৫৩.৪৭ শতাংশ।

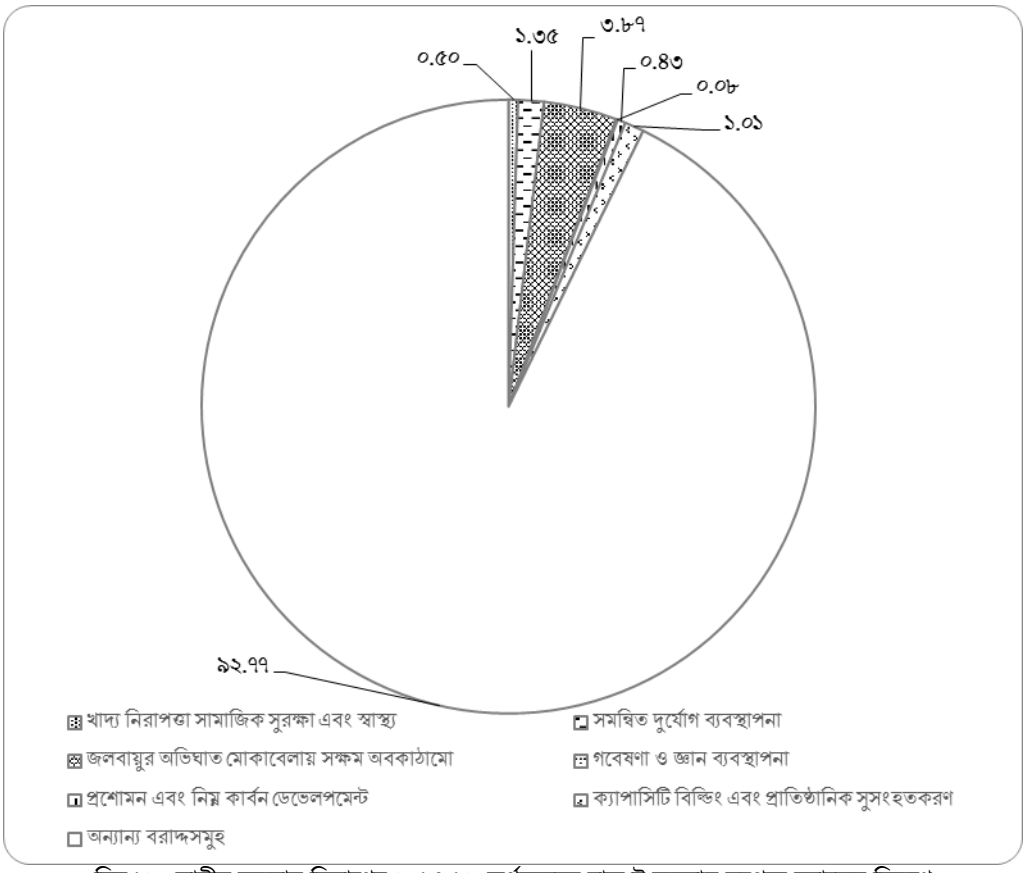

চিত্র ১৮: স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের বিবরণ
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৭ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত মিশন হচ্ছে গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে সকলের জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। যদিও এই মন্ত্রণালয় সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার কার্যক্রমের সাথে জড়িত নয়, তথাপি এই মন্ত্রণালয়ের এমন কয়েকটি কার্যক্রম রয়েছে যেগুলো জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- দারিদ্রপ্রবণ এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসহ সারাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করছে।

একইভাবে 'বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প উপকুলীয় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের আশ্রয় নিশ্চিত করছে।

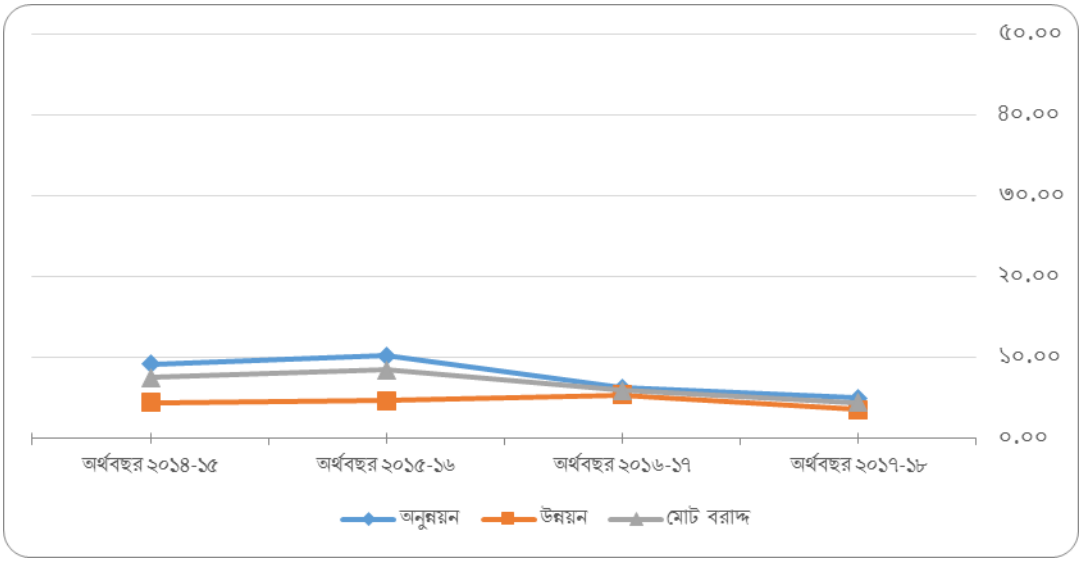

চিত্র ১৯: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা (%)
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-১৯ এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা তুলে ধরা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত অনুন্নয়ন বাজেট মোটামুটি স্থির রয়ে গেছে। সারণি-১৪ এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দের ধারা প্রদর্শিত হয়েছে।

সারণি-১৪: প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ

বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার বিবরণ	**বার্ষিক বাজেট (হাজার টাকা)**			
	২০১৭-১৮	**২০১৬-১৭**	**২০১৫-১৬**	**২০১৪-১৫**
অনুন্নয়ন বাজেট	**১৩২৭১৪০১৯**	**১১৫৩৫৬৩৬০**	**১১৬০০২৭০৬**	**৮০৮৭২১৫৫**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৬৬১৩৭৬৮	৭২২৬৪১১	১১৮৫০১৪২	৭৩৯৭৯০৭
অনুন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	৪.৯৮	৫.০০	১০.২২	৯.৩৬

বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার বিবরণ	বার্ষিক বাজেট (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
উন্নয়ন বাজেট	**৮৭৫১৮৮০০**	**৬২৬২৫০০০**	**৫২৪৭৩৬০০**	**৪৩৩৩২৮০০**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৩১২৬২৯৫	৩৩৭৫৩০০	২৪৪৬৫৩২	১৯১০৪২৬
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	৩.৫৭	৫.৩৯	৪.৬৬	২১.৩১
মোট বাজেট	**২২০২৩২৮১৯**	**১৭৭৯৮১৩৬০**	**১৬৮৪৭৬৩০৬**	**১২৪২০৪৯৫৫**
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দকরণ	৯৭৪০০৬৩	১০৬০১৭১১	১৪২৯৬৬৭৩	৯৩০৮৩৩৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	**৪.৪২**	**৫.৯৬**	**৮.৪৯**	**৭.৪৯**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-১৪ থেকে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা হারে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দের সমান। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও বরাদ্দে শতকরায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন নেই।

সারণি ১৫: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

BCCSAP থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য	**১৫৩৭৩৫০**	**১৬২০৩০০**	**১৪৪৪৯৮০**	**১১৮৭৭৭৫**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৫.৭৮	১৫.২৮	১০.১১	১২.৭৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৭০	০.৯১	০.৮৬	০.৯৬
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	**০**	**০**	**০**	**০**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলা সক্ষম অবকাঠামো	**২৬১৩৫০**	**৯৩৫০০০**	**৩০০০০০**	**৭২১১০০**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২.৬৮	৮.৮২	২.১০	৭.৭৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.১২	০.৫৩	০.১৮	০.৫৮
গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	**১৭৭২৪০**	**৭০০০০০**	**৭০০০০০**	**০**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১.৮২	৬.৬০	৪.৯০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০৮	০.৩৯	০.৪২	০.০০

BCCSAP থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (হাজার টাকা)			
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট	**০**	**০**	**০**	**০**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	**৭৭৬৪১২৩**	**৭৩৪৬৪১১**	**১১৮৫১৬৯৩**	**৭৩৯৯৪৫৯**
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৭৯.৭১	৬৯.২৯	৮২.৯০	৭৯.৪৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৩.৫৩	৪.১৩	৭.০৩	৫.৯৬
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ততা (টাকা)	**৯৭৪০০৬৩**	**১০৬০১৭১১**	**১৪২৯৬৬৭৩**	**৯৩০৮৩৩৩**
মন্ত্রণালয় বাজেটের % হিসাবে জলবায়ু সম্পৃক্ততা	৪.৪২	৫.৯৬	৮.৪৯	৭.৪৯

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-১৫ এবং চিত্র-২০ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে 'সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ' থিমের জন্য, যা গড়ে মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৬.৩৬ শতাংশ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ৭৭.৮৫ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ; যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে মোট বাজেটের ১৫.৭৮ শতাংশে।

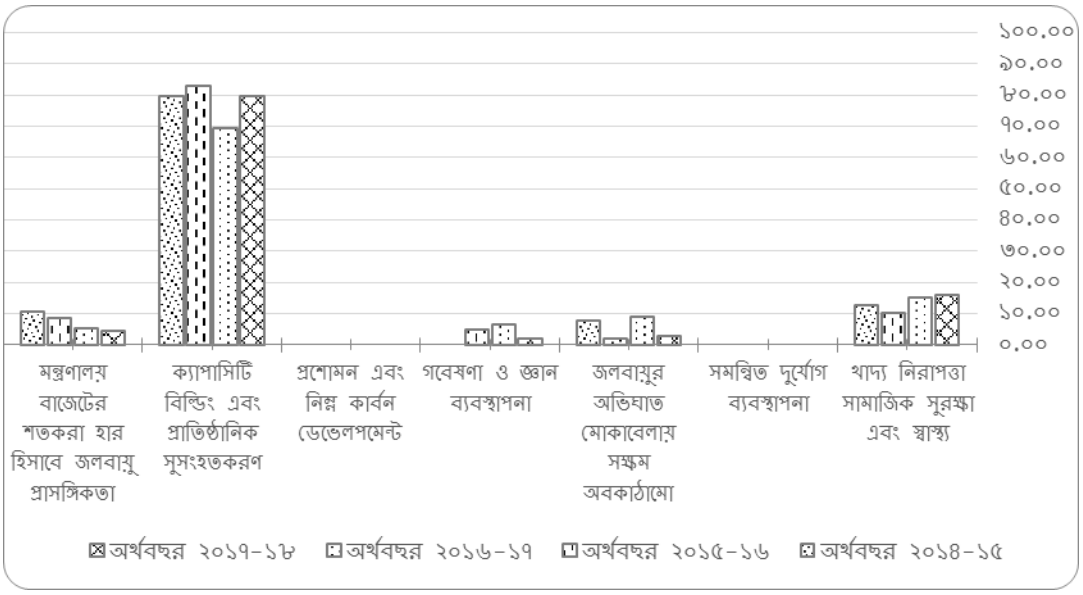

চিত্র-২০: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-২১ এ বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বিভাজন দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বিষয়সমূহকে মন্ত্রণালয়ের মূল বাজেটের ৪.৪২ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে 'সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ' থিমেটিক এলাকাকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মন্ত্রণালয় বজেটের ৩.৫৩ শতাংশ।

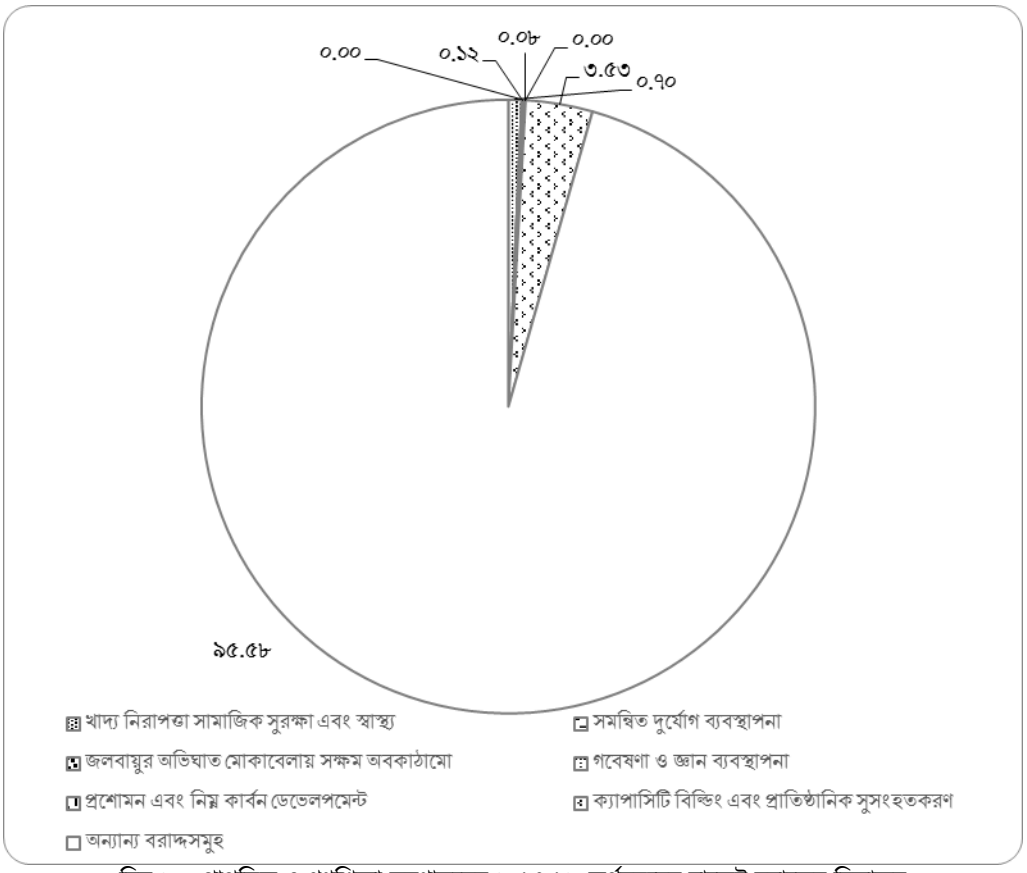

চিত্র ২০: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিভাজন
উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৮ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (BCCT)

আন্তর্জাতিক উৎস থেকে জলবায়ু অভিযোজনের অর্থায়ন অনিশ্চিয়তা এবং অপর্যাপ্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নিজস্ব উৎস থেকে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ফান্ডকে আইনি ভিত্তি প্রদান করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০ প্রবর্তন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেন। অদৃষ্টপূর্ব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি মোকাবেলা এবং পরিবেশকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য গৃহীত এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নে দৃঢ় নেতৃত্বদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৫

সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক “Champions of the Earth” শীর্ষক সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য এবং Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব উৎস থেকে BCCTF প্রতিষ্ঠা করা হয়। BCCTF এর আওতায় সকল প্রকল্প BCCSAP-২০০৯ নির্দেশিত থিমেটিক এরিয়ার উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট-এর অধীনে ন্যস্ত ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবস্থাপনায় ক্রমান্বয়ে সক্ষমতা অর্জন করেছে। ২০১৬ -১৭ অর্থবছর পর্যন্ত এই ফান্ডে সরকারি ও বেসরকারি খাতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩১০০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই ফান্ডের আওতায় ৪৮৭ টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। যার মধ্যে ৪২৪টি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের এবং অবশিষ্ট ৬৩টি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বধানে বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সারণি ১৬- বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড থেকে এ খাতে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহে বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট আনুমানিক বরাদ্দ	জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত অর্থ ছাড়	অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তবায়িত প্রকল্প	মোট বরাদ্দ (%)
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১১৩৬	৬০৯	১৩৫	২৬	৪৩
২	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়	৬৬৮	২৭৭	১৮৪	২৩	২৫
৩	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৩২৮	২২৩	৪২	১৪	১৩
৪	কৃষি মন্ত্রণালয়	১১৭	৯৫	১৬	৭	৫
৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১২০	১০৬	৭	৬	৫
৬	অন্যান্য মন্ত্রণালয়	২৭০	১৪৩	৪০	১৭	৯
মোট		২৬৩৯	১৪৫৩	৪২৪	৯৩	১০০

সূত্র : বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট

সারণি-১৬ থেকে দেখা যায় যে, অনুমোদিত ১৩৫টি প্রকল্প নিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ ১১৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় যা ১৮৪টি অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে ৬৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। BCCSAP থিম অনুযায়ী অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দের ধারা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, অবকাঠামো খাতে ৬৯ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে, যা অন্যান্য সেক্টরের বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ। গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা খাতে হাল নাগাদ তথ্য অনুযায়ী ট্রাস্ট ১০৮.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে যা মোট প্রকল্প বিনিয়োগের ৪

শতাংশ। এই প্রকল্পগুলো বিভিন্ন গবেষণা সংগঠন এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণা উদ্যোগ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করেছে।

ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ যাবত ১৬.৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি উপকুলীয় সামুদ্রিক ডাইক এবং ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ৭২১৮টি ঘূর্ণিঝড় সহনশীল বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া নদী ভাঙ্গন এলাকায় জনগণকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রায় ৩৫২.১২ কিলোমিটার বাঁধ এবং ১৫৭ কি:মি: প্রটেক্টিভ ওয়ার্কস সম্পন্ন করা হয়েছে। কৃষি ব্যবস্থাপনা ও সেচের জন্য ৮৭২ কি:মি: খাল খনন/পুন:খনন করা হয়েছে এবং ৬৫টি পানি নিয়ন্ত্রণকারী অবকাঠামো যেমন: রেগুলেটর, স্লুইস গেইট ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া শহর এলাকায় জলাবদ্ধতা হ্রাস করার জন্য ২৬৩ কি:মি: ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ করা হয়েছে। সুপেয় পানির সরবরাহের জন্য ২৮৫৯টি গভীর নলকুপ, ৩০টি পন্ড স্যান্ড ফিল্টার, ৫০টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১০৬১টি পানির উৎস এবং ৫৫টি বৃষ্টির পানির ধারক নির্মাণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থানার অংশ হিসাবে ৪টি উপজেলায় কৃষি আবহাওয়ার আগাম পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ৪৫০০ মেট্রিক টন স্ট্রেস টলারেন্ট বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং কার্বন নিস:রণের হার হ্রাস করার জন্য উপকূলীয় এলাকায় ১৪৪.২ মিলিয়ন গাছ লাগানো হয়েছে এবং ৫১২১ হেক্টর জমি বনায়নের আওতায় আনা হয়েছে। জ্বালানি কাঠ ব্যবহার নূন্যতম পর্যায়ে আনার জন্য ১২ হাজার ৮১৩টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন এবং ৫ লক্ষ ২৮ হাজার উন্নতমানের রান্নার চুলা বিতরণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ গ্রীডের এলাকার বাইরে অবস্থিত এলাকাসমূহের জন্য ১৭ হাজার ১৪৫টি সোলার হোম সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

এসব সফলতার স্বীকৃতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের “Revegetation of Madhupur Forest through Rehabilitation of Forest Dependent Local and Ethnic Communities” শীর্ষক একটি প্রকল্প ‘ডেইলি স্টার ক্লাইমেট চ্যাম্পিয়ান ২০১২’ অর্জন করেছে। বায়োগ্যাস এবং উন্নত চুলা সম্প্রসারণ শীর্ষক অপর একটি প্রকল্প ‘পরিবেশ পুরস্কার ২০১৩’ অর্জন করেছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু শস্য উদ্ভাবনের জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পটি ‘পরিবেশ পুরস্কার ২০১৫’ লাভ করেছে। গত ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত COP-২১ এ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের পথিকৃতের ভূমিকা ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে এবং বাংলাদশ ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর করে গ্রীন হাউস গ্যাস নি:সরণ হ্রাসের জন্য জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান এর প্রতিশ্রুতি। [৮]

[৮] বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট

৩. উপসংহার ও পরবর্তী পদক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং তার বাইরের অনেক দেশ থেকে বেশ এগিয়ে আছে। গত দু'দশকে সহায়ক নীতি ও আইনি পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় এর অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছে। এসব অঙ্গীকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন জাতীয় নীতি দলিলে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার যেসব বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হ'ল নিজস্ব উৎস থেকে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন যার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া এবং এ থেকে সৃষ্ট ক্ষতির পরিরমাণ হ্রাস করা।

এই প্রকাশনাটি হচ্ছে জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রম রয়েছে এবং সরকারি ব্যয়ের দিক থেকে শীর্ষে অবস্থান করছে এমন ছয়টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিশ্লেষণেকে উপস্থাপনার প্রথম প্রয়াস। প্রতিবেদনটি তৈরির আগে বেশ কয়েকবার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে আলোচনায় মিলিত হয়ে জলবায়ু সংক্রান্ত ব্যয়ের ওপর উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে এবং সংগৃহীত উপাত্তের সারবত্তা ঐসব মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্টদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কর্মশালার নিশ্চিত করা হয়েছে।

এখন থেকে মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামোতে মন্ত্রণালসমূহের মোট ব্যয়ে নিহিত জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ব্যয় আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে। এবছর একটি অপারেশনাল সাইডলাইন্স-এ বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে মন্ত্রণালয়সমূহ যেসব তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করেছে তা সঙ্কলন করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এসব তথ্য ও উপাত্ত নিয়মিত বাজেট কল সার্কুলারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে।

এবার এই প্রতিবেদন প্রণয়নের অভিজ্ঞতা থেকে অর্থ বিভাগ যেসব বিষয় শিক্ষণীয় হিসেবে গ্রহণ করবে তা নি:সন্দেহে পরবর্তী প্রয়াসে অনেক দিক থেকে এক্ষেত্রে এর কার্যক্রম পরিকল্পনায় সহায়তা দেবে। সর্বাত্মক চেষ্টার পরও প্রতিবেদনে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেল, আশা করা যায় তা পদ্ধতিগত উন্নয়ন (Methodological Improvement) এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রম জোরদার করার সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘকাল ধরে উন্নয়ন প্রকল্পের ছকে (Development Project Proforma) পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিকে প্রতিফলিত করার নীতি অনুসরণ করে আসছে। ইতোমধ্যে পরিবেশ সুরক্ষাসহ আমাদের বিনিয়োগ কর্মসূচিতে জলবায়ু কার্যক্রম এবং এর অভিঘাত মোকাবেলার জন্য যে ব্যয় হয় তা চিহ্নিত করার প্রয়োজনকে

সামনে রেখে উন্নয়ন প্রকল্পের ছকে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে যে প্রক্রিয়ার সূচনা হ'ল তা ধরে রাখার জন্য সরকার বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এর পাশাপাশি জলবায়ু সংবেদনশীল এমন একটি মজবুত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো সৃষ্টি করা হবে যা দেশের ফিডিউশিয়ারি ব্যবস্থার (fiduciary arrangements) বিশ্বাসযোগ্যতা ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা অর্জনের জন্য সরকারি সম্পদের ব্যবহার সার্থক সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেবে এবং জলবায়ুর অভিঘাত সহিষ্ণু দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির উচ্চতর সোপানে পৌঁছার অগ্রযাত্রায় সহায়ক হবে।

পরিশিষ্ট ১: Climate Public Expenditure & Institutional Review-এর মূল ফাইন্ডিংসমূহ

বাজেট এবং ব্যয়:

- সরকারের সম্মিলিত বার্ষিক উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন ব্যয় মোট বাজেটের মাত্র ৬% থেকে ৭% যা বর্তমান বিনিময় হারে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান।
- ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ অর্থবছরে জলবায়ু সংবেদনশীল বাজেটের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২২%।
- এই সময়ে জলবায়ু সংবেদনশীল বাজেটে দেশীয় অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৭৭% যেখানে বৈদেশিক অর্থায়নের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৩%।
- এই সময়ে বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে অর্থায়নের পরিমাণ ৫৮% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৮২% হয়েছে।
- জলবায়ু সংবেদনশীল ব্যয়ে বিশেষ বৈদেশিক সহায়তা অর্থাৎ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেসিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) এবং পিপিসিআর- এর অবদান তুলনামূলকভাবে কম (মোটজলবায়ু সংবেদনশীল ব্যয়ের প্রায় ২% থেকে ৩%)। যে তিনটি অর্থবছর এই সমীক্ষায় পর্যালোচনা করা হয় তাতে দেখা গেছে যে দাতাদের অর্থায়ন ১১% বৃদ্ধির ফলে সার্বিক জলবায়ু খাতের ব্যয় ১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের নির্ণীত চাহিদার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে কোন ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়নি।
- জলবায়ু সম্পর্কিত কর্মসূচির বাজেটের প্রায় ৬০% আসে উন্নয়ন বাজেট হতে যেখানে সরকারের মোট বাজেটের ২৫% ব্যয় হয় এ খাতে।

প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি:

- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, এনজিও, বেসরকারি খাত (হাউজহোল্ডসহ) এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে গঠিত ব্যাপক অংশীজনের আগ্রহ রয়েছে।
- সমীক্ষায় জলবায়ু সংবেদনশীল ব্যয় করছে এমন অনেক এনজিও-কে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাউজহোল্ড, বেসরকারি খাত, মিডিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে।
- বাংলাদেশে কমপক্ষে ৩৭টি মন্ত্রণালয়ের প্রতিটিতে অন্ততঃ একটি জলবায়ু সংবেদনশীল কর্মসূচি রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বাইরে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহেও এ ধরণের কর্মসূচি রয়েছে। কমপক্ষে ১০ টি দাতা সংস্থা দ্বি-পাক্ষিক এবং বহু-পাক্ষিকভাবে জলবায়ু অর্থায়ন করছে।
- নমুনা জরিপের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু সংবেদনশীল কর্মসূচি রয়েছে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ)-তে জলবায়ু বিষয়ে কোন প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (কেপিআই) এবং লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করা হয়নি।
- জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ক্লাইমেট ফিসকাল ফ্রেমওয়ার্ককে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে যে এটি থাকবে এবং এর উন্নয়ন ঘটবে।

- সরকার অর্থ বিভাগের অধীনে মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ)-কে সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে আরও শক্তিশালী ও গভীর করছে। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

কৌশল ও নীতি:

- জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কৌশলগত কাঠামো হচ্ছে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) যা ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং ২০০৯ সালে হালনাগাদ করা হয়। এই কর্মপরিকল্পনায় ০৬টি থিম থাকলেও তার বিস্তারিত কোন কস্টিং করা হয়নি। কেবল প্রথম ০২ বছরের প্রাথমিক অবকাঠমোর জন্য ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় ধরা হয়েছিল, যেখানে ০৫ বছরের জন্য ব্যয় এর অঙ্ক নির্ধারণ করা হয় ৫বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- যতটুকু কস্টিং করা হয়েছে তাতে জলবায়ুর পরিবর্তনের অভিঘাতে সাড়া প্রদানের সামান্য বর্ণনা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন থিমের প্রয়োজন অনুযায়ী কিভাবে অর্থায়ন হবে সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।
- সমীক্ষায় ৫টি অর্থায়ন পদ্ধতি, ৬টি আন্তজার্তিক জলবায়ুর পরিবর্তন নীতি উদ্যোগ, জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন নীতি উদ্যোগ, ১০টি সেক্টরাল নীতি দলিল, জলবায়ু-নিরপেক্ষ নীতি দলিল এবং অন্তত ৩টি ননসার্পোটিভ নীতি দলিল (non-supportive policy document) চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া এমন কিছু সহায়ক নীতি আছে যাতে সরাসরি জলবায়ু বিষয়ে উল্লেখ করা হয় না তবে এগুলো জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলাসহ সামাজিক সুরক্ষা এবং জীবিকায়ন কর্মসূচিতে আবদান রাখে।
- বাংলাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য নীতি সংকট (policy dilemma) হল জ্বালানির সক্ষমতা বাড়ানো এবং জলবায়ু অভিযোজনের উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। এর প্রতিফলন ২০১১-১২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে আছে যেমন : এ অর্থবছরে জলবায়ুর সংবেদনশীল কার্যক্রমের জন্য বাজেট বরাদ্দ কমে যায় কিন্তু তার বিপরীতে পরিবহন ও জ্বালানি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পায়। জাতীয় জ্বালানি নীতির পথনকশা থেকে দেখা যায় যে এতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি এবং এই নীতিটি কয়লা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে ঝুঁকে আছে।
- লক্ষণীয় একটি তাৎপর্য বিষয় হল যেসব নীতি জলবায়ু সংবেদনশীল ব্যয়ে ভূমিকা রাখে তার সাথে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক জলবায়ু কৌশলের ভারোম্য আনয়ন। সেক্টর পলিসির যে বৈচিত্র্য বাংলাদেশের জলবায়ু সংবেদনশীল ব্যয়ের ধারাকে চালিত করে তার সাথে নীতিতে ভারসম্য আনার বিষয়টি চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন।
- সরকারের নীতি এবং সম্পদ বন্টনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে তা হচ্ছে অর্থ বিভাগের আওতায় পরিচালিত মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো এবং পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় পরিচালিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। সমীক্ষায় যে ৩৭টি মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সংবেদনশীল ব্যয় নির্বাহ করে থাকে তার সবকটিরই বাজেট কাঠমো পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ থেকে লক্ষ্য করা গেছে যে ২০১১-১২ সালে শতকরা ৪৫ শতাংশ জলবায়ু সংবেদনশীল ব্যয় বাজেট কাঠামোতে উল্লেখ করা হয়নি। এদের মধ্যে অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ই তাদের প্রধান প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকে জলবায়ুর প্রসঙ্গ নিয়ে আসে না, এতে করে জলবায়ু সংবেদনশীল ব্যয়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ কর্মকৃতির ব্যবস্থাপনা (performance management)-এর আওতার বাইরে থেকে যায় এবং অপারেশনাল পর্যায়ে তা জলবায়ুর নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

পরিশিষ্ট ২: নির্বাচিত মন্ত্রণায়ের জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ সংক্রান্ত মানদন্ড

কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা[৯]	প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার (Weight)	যৌক্তিকতা
জোরালোভাবে প্রাসঙ্গিক (জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার (Weight) ৭৫% - ১০০%)	▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা ▪ যেসব প্রকল্প সরাসরি এবং সম্পূর্ণভাবে BCCSAP এর এক বা একাধিক থিমেটিক এরিয়ার উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত	১০০%	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড এর Strategic Proramme for Climate Resilince (SPCR) - এর হইতে সকল সকল প্রকল্পকে এই শ্রেণীতে ফেলে মূল্যায়ণ করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য প্রকল্প বা কর্মসূচি যা BCCSAP এর থিমেটিক এরিয়ার উন্নয়নের কজ করে।
	▪ আগাম দুর্যোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ-বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, ঝড়ের আঘাত, আকস্মিক বন্যা, অতিবৃষ্টি; ▪ সৌর বায়ু অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস	৯০%	জলবায়ু ঝুঁকির জন্য আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং তা কাজে লাগানো। যেমন- সাইক্লোন, ঝড়, বন্যা ও আগাম বন্যা, শৈত প্রবাহ, খরা ইত্যাদি।
	▪ বনায়ন কর্মসূচি - উপকুলীয় / ম্যানগ্রোভ বন এবং সারা দেশব্যাপী বনজ সম্পদ; ▪ উপকুলীয় পোল্ডার নির্মাণ, সংরক্ষণ এবং পুনর্বাসন;	৮০%	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং কার্বন শোষণ করে এমন বনরাজি। উপকূলীয় অঞ্চল সুরক্ষার জন্য বিনিয়োগ। এখানে পোল্ডারের বিষয়টি বিবেচ্য।
	▪ জলবায়ুর পরিবর্তন এবং মরুকরণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক এবং আন্ত:দেশীয় ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন; ▪ বন্যা প্রতিরোধের লক্ষ্যে নির্মিত বাঁধ নির্মাণ, সংরক্ষণ এবং পুনর্বাসন, এফসিডিআই প্রকল্প সমূহ;	৭৫%	ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন, চুক্তি, সমীক্ষা এবং গবেষণা কার্য্য এখানে ধরা হয়েছে। দূর্যোগ প্রস্তুতি যেমন- স্থানীয় পর্যায়ে পূর্ব সতর্কীকরণ সম্প্রচার এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরকে এখানে বিবেচনা করা যেতে পারে। সকল FCDI প্রকল্প

[৯] নির্বাচিত ৬টি মন্ত্রণালয় / বিভাগ (কৃষি, পরিবেশ ও বন, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা, পানিসম্পদ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ) - এর বিভিন্ন প্রকল্প / কর্মসূচিতে জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণের মানদন্ড

কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা[৯]	প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার (Weight)	যৌক্তিকতা
	▪ ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি (সিপিপি) এবং বন্যা স্বেচ্ছাসেবী দল; ▪ কৃষি, পানি ইত্যাদির মত সেক্টর যা ব্যাপকভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় সেইসব সেক্টরের অভিযোজন এবং প্রশমন এর লক্ষ্যে প্রযুক্তি স্থানান্তর;		সমুহ এবং এর সাথে দূর্যোগ ক্ষতি পুণরুদ্ধার কার্যাবলীকে বিবেচনা করতে হবে।
তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক (জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার (Weight) ৫০% - ৭৪%)	▪ জলবায়ুর পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ এবং পয়ঃ সুবিধার উন্নতি সাধন; ▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জীবিকা হারানো এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামোর পুনর্বাসন; ▪ জলবায়ুর পরিবর্তনগত বিরুপ প্রভাব কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা সম্পন্ন শস্য জাতের উন্নয়ন এবং বিস্তার; ▪ জলবায়ু-বান্ধব কর্মকান্ডে চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি;	৭০%	
	▪ উপকুলীয় অঞ্চলে এবং নদী বিধৌত দ্বীপের উন্নয়ন, ভূমির স্থিতি এবং সুরক্ষা; ▪ বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল খনন ও পুনঃখনন এবং নদীর ড্রেজিং; ▪ শস্য (শস্য, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ) উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি; ▪ শস্য উৎপাদনের জন্য সেচ ব্যবস্থা এবং অবকাঠামো সুবিধার উন্নয়ন; ▪ জলবায়ুর প্রতিকুল প্রভাবভুক্ত এলাকায়- হাওর, বরেন্দ্র ইত্যাদি এলাকায় শস্যের	৬০%	কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়সমূহ; যথা - সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি পদ্ধতির উন্নয়ন পানি নিষ্কাষন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা[৯]	প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার (Weight)	যৌক্তিকতা
	বহুমূখিতা এবং নিবিড়তার উন্নয়ন;		
	▪ সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা; ▪ জলবায়ুর পরিবর্তন এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন; ▪ জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ে জাতীয় এবং সেক্টরাল পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ; ▪ জলবায়ু সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; ▪ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ যেমন- এসএলআর, ইআইএ ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা; ▪ বন্যা এবং ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ (বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র); ▪ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতায়ন; ▪ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি-কাজের বিনিময়ে খাদ্য (এফএফডব্লিউ), ভিজিডি, ভিজিএফ; ▪ দুর্যোগপূর্ণ জরুরি অবস্থায় পানীয় জলের সরবরাহ;	৫০%	সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষত পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, ঝুঁকি হ্রাসকরণ, সাড়া প্রদান এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম এখানে বিবেচ্য।
সামান্য প্রাসঙ্গিক (জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার (Weight) ২৫% - ৪৯%)	▪ জীববৈচিত্র্য (উদ্ভিদ, মাছ এবং বন্যপ্রাণী) এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণ; ▪ টেকসই জলাভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা; ▪ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা; ▪ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী;	৪৫%	সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেশ সেবাসমূহ, টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ আহরন, জীব বৈচিত্র এবং বন্য প্রাণীর সুরক্ষার ব্যবস্থার উপর চাপ কমানো এখানে বিবেচনা করা যেতে পারে।

কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা[৯]	প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার (Weight)	যৌক্তিকতা
	▪ টেকসই জলবিভাজিকা (ওয়াটারসেড) ব্যবস্থাপনা; ▪ সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রসার; ▪ জলবায়ু এবং দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্ত এলাকাসমূহের দারিদ্র্য দূরীকরণ;		
	▪ পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক এবং আন্তদেশীয় ফ্রেমওয়ার্ক সহযোগিতা; ▪ কৃষির জন্য সমন্বিত পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা; ▪ বীজ এবং প্রদর্শনী প্লটের উন্নয়ন এবং বহুমুখিতা; ▪ জলবায়ু ভঙ্গুর এলাকায় ক্ষুদ্র আকারের জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামোর (আবাসন, সেতু, কালভার্ট, নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি) উন্নয়ন;	৪০%	ছোট আকারের জলবায়ুর অভিঘাত সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি গবেষণা এবং আন্ত:দেশীয় জলবায়ু উদ্যোগ এখানে বিবেচনা করা হয়।
	▪ বায়ু, পানি, এবং ভূমিদূষণ প্রতিহতকরণ এবং অন্যান্য পারবেশগত সমস্যার সমাধান; ▪ ক্ষতিকর বর্জ্য নিষ্কাশন ও ব্যবস্থাপনা; ▪ জলবায়ুর অভিঘাত সহিষ্ণু শহর / নগর নির্মাণ; ▪ শহরের পানি এবং নিষ্কাশণ ব্যবস্থার উন্নয়ন; ▪ কৃষি সহায়তা সেবাসমূহ- বর্গাদারদের সচেতনতা ইত্যাদি; ▪ দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কাজ-জরুরি অবস্থার পরিকল্পনা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্কুল ফিডিং	৩০%	দূষণ হ্রাস, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় শহর পয়:নিষ্কাষণ ব্যাপারে উন্নয়ন প্রকল্প এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়।

কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা[৯]	প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার (Weight)	যৌক্তিকতা
	কর্মসূচি		
	▪ পরিবেশ ও প্রতিবেশের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন সেক্টরে যেমন- কৃষি, পানি, সংরক্ষণ, অবকাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানব সম্পদের উন্নয়ন; ▪ পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে জাতীয় এবং সেক্টরাল পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন; ▪ ইকো-পার্ক এবং গেইম রিজার্ভ প্রতিষ্ঠা; ▪ পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং জীব নিরাপত্তা বিষয়ে গবেষণা, পর্যালোচনা এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা;	২৫%	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিকল্পনা এবং কৌশলের উন্নয়ন, পরিবেশ বিষয়ক সমীক্ষা এবং গবেষণা এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়।
প্রচ্ছন্নভাবে প্রাসঙ্গিক (জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার (Weight) ৫% - ২৪%)	▪ ইকো-ট্যুরিজমের প্রাসার ও উন্নয়ন; ▪ সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য; ▪ স্টোরেজ সুবিধার উন্নয়ন - শস্য, বীজ, সার; ▪ শস্য/পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ভ্যালু চেইন; ▪ দুর্যোগ ত্রাণ পরিচালনা;	২০%	
	▪ শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; ▪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উন্নয়ন; ▪ নদী তীর ও উপকুলীয় ভূমির ক্ষয় রোধকরণ;	১০%	
	▪ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা-পাঠাগার, ডকুমেন্টেশন, ডিজিটাল আর্কাইভ; ▪ সহিষ্ণু গ্রাম্য এবং ক্ষুদ্র শহরের অবকাঠামো	৫%	

কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা[৯]	প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার (Weight)	যৌক্তিকতা
	উন্নয়ন; ▪ অনুমোদিত এবং অননুমোদিত প্রকল্পে অর্থ স্থানান্তর/ থোক বরাদ্দ (block allocation); ▪ শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচী;		
প্রাসঙ্গিক নয় (জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার (Weight) ৫% এর কম)	▪ জলবায়ুর অভিঘাত স্পৃষ্ট এবং দূর্যোগগ্রস্ত এলাকায় অন্য সকল কর্মকান্ড যেগুলোর জলবায়ু অভিযোজন, প্রশমন এবং দারিদ্র দূরীকরণে কোন সংশ্লিষ্টতা নেই; ▪ যেসব কর্মকান্ড প্রতিবেশ, জলবায়ু এবং সম্ভাব্য পরিবর্তনশীল পরিবেশের জন্য ধ্বংসাত্মক; ▪ অবকাঠামো উন্নয়ন যা প্রাকৃতিক নিষ্কাশনকে বাধাগ্রস্ত করে, জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে, বন্যা সৃষ্টি করে এবং কৃষি জমির হানি করে;	০%	

পরিশিষ্ট ৩: জলবায়ু সংবেদনশীল বাজেট কাঠামো

৪৭ - পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

মধ্যমেয়াদি ব্যয়

(হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ	
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০
অনুন্নয়ন	১২৫১,৭৩,০০	১৩৭৬,৮৭,৯৭	১৫১৪,৫৬,৮৯
উন্নয়ন	৪৬৭৪,৭১,০০	৫০৭৭,৫৮,২০	৫৫৮৬,৮৪,২২
মোট	**৫৯২৬,৪৪,০০**	**৬৪৫৪,৪৬,১৭**	**৭১০১,৪১,১১**
রাজস্ব	১৬৩৪,৯০,৫০	১৬৪৬,৮৭,৯৭	১৭৭৪,৪১,৬৭
মূলধন	৪২৯১,৫৩,৫০	৪৮০৭,৫৮,২০	৫৩২৬,৯৯,৪৪
মোট	**৫৯২৬,৪৪,০০**	**৬৪৫৪,৪৬,১৭**	**৭১০১,৪১,১১**

১.০ মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি

১.১ মিশন স্টেটমেন্ট

পানি সম্পদের সুষম ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার জন্য পানির চাহিদা পূরণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

১.২ প্রধান কার্যাবলি

১.২.১ সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গন রোধে নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং লবণাক্ততা ও মরুকরণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিকর প্রভাবের অভিঘাত সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি

১.২.২ বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, ঘন ঘন বন্যার কারণ এবং এর ফলে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি নিরুপণ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ ; জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষতির পরিমাণ

১.২.৩ নদীর অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনাসমূহ সম্পর্কে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা এবং হাইড্রো-মিটিওরোলজিক্যাল জরিপ ও উপাত্ত সংগ্রহ;

১.২.৪ বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং যৌথ নদী কমিশনের আন্তঃসীমান্ত নদী সম্পর্কিত কাজ শক্তিশালীকরণ

১.২.৫ খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খাল খনন / পুন:খনন এবং খননকৃত খালের রক্ষণাবেক্ষণ; শুষ্ক মৌসুমে সেচ উন্নতি এবং জলবদ্ধতা নিষ্কাশনের প্রয়োজনে পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোসমুহ রক্ষণাবেক্ষণ

১.২.৬ ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণ সহ হাওর ও জলাভূমির সার্বিক উন্নয়ন;

১.২.৭ পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ;

১.২.৮ নদীসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভাঙ্গন রোধের লক্ষ্যে নদী ড্রেজিং কার্যক্রম।

২.০ মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা
১	২	৩
১. সুষম, সমন্বিত ও টেকসই ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ু অভিঘাত সহিষ্ণু পানিসম্পদ নিশ্চিত করা	• সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন • নদী ড্রেজিং • সেচ স্ট্রাকচার নির্মাণ ও মেরামত • ব্যারেজ ও রাবার ড্যাম নির্মাণ • পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ গঠন, রেজিস্ট্রেশন, প্রশিক্ষণ এবং সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্ব হস্তান্তর	• বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
	• সমীক্ষা কার্যক্রম	• বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড • বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর • পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
	• জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP) হালনাগাদকরণ • ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রম পরিচালনা • পানি সম্পদের উপর জাতীয় তথ্য ভান্ডার হালনাগাদকরণ • উপকূলীয় অঞ্চলের কার্যক্রম মনিটরিং করা	• পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
	• পানি সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সংকলন	• পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা • যৌথ নদী কমিশন
	• গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষা	• নদী গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট
	• বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন	• সচিবালয়
২. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী তীর ভাংগন রোধকরণ	• বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত • নিষ্কাশন খাল খনন ও পুনঃখনন • বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ এবং মেরামত • গুরত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং সীমান্ত নদীসমূহের ভাংগন রোধকল্পে তীর সংরক্ষণ	• বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৩. হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পানি	• হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন	• বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা
১	২	৩
ব্যবস্থাপনা	• সমুদ্র ও নদী থেকে ভূমি উদ্ধারকল্পে উপকূলীয় এলাকায় আড়িবাঁধ নির্মাণ এবং ভূমি উদ্ধার • বসতি উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্ধারকৃত ভূমি বণ্টন • উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা থেকে জলাভূমি ও সুন্দরবন সংরক্ষণ	• বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৪. নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা	• বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ	• বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
	• ভৌত ও গাণিতিক মডেল স্টাডি	• নদী গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট
	• দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনা সভার আয়োজন • আন্তঃসীমান্ত নদী সংশ্লিষ্ট বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি • যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ	• যৌথ নদী কমিশন

৩.০ দারিদ্র্য নিরসন, নারী উন্নয়ন ও জলবায়ু প্রতিবেদন

৩.১ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহের উপর দারিদ্র্য নিরসন, নারী উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত সহিষ্ণুতার প্রভাব

৩.১.১ পানি সম্পদের সুষম, সমন্বিত ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: ১৮৬ কি.মি. সেচ খাল খননের ফলে অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে প্রান্তিক ও দরিদ্র চাষীরা সেচ সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। এতে তাঁদের আয় বৃদ্ধি পাবে। সেচ, খাল খনন ও পুনঃ খনন কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ২৯২টি সেচ স্ট্রাকচার নির্মাণ, ৮৩৮টি সেচ স্ট্রাকচার মেরামত/পুনর্বাসন এবং ৪৫৬ কি.মি. নদী ড্রেজিং এর ইতিবাচক প্রভাব অন্যদের পাশাপাশি প্রান্তিক চাষীদের উপর পড়বে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আশা করা যায়, আগামী ৩টি অর্থবছরে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৫ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ, খাল খনন ও পুনঃ খনন কার্যক্রমে গ্রামীণ নারীগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রায় ১.৭০ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে তাঁদের আয় বৃদ্ধিসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রভাবে নারীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতা: দেশে ১০.৮৭ লক্ষ হেক্টর সেচযোগ্য জমি আছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত খাল খননের কর্মসূচির আওতায় খননকৃত খালের পুনঃ খনন, পানি নিয়ন্ত্রনের অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালনাসহ ৮.৪৪ লক্ষ হেকটরকে সেচ সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে বন্যা ও নিকাশী এলাকাগুলার আওতায় ৮.৭৯ লাখ হেকটর থেকে ৮.৫৬ লাখ হেকটর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেচ যোগ্য এলাকাটি ৮.৬৮ লক্ষ হেকটর পর্যন্ত বাড়ানো উচিত যা দেশের মোট সেচযোগ্য জমির ৪২.৯৫ % এটি জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে (বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল য় কর্ম পরিকল্পনা (বি সি সি এস এ পি) থিম ১ এর সহায়ক)।

৩.১.২ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী তীর ভাংগন রোধকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: দেশব্যাপী ২৫০কি.মি. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, ১৬২৩ কি.মি. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত ও পুনর্বাসন, ১৭৪৮ কি.মি. নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন এবং ৮২১টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (স্লুইস/রেগুলেটর) নির্মাণ ও মেরামত এর মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ফসল ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস/রক্ষা পাবে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নদী ভাঙ্গন থেকে দেশের ভূখন্ড ও মূল্যবান স্থাপনা রক্ষার লক্ষ্যে ২৭২ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাঁদের কর্মসংস্থান হবে এবং সহায়-সম্পত্তি রক্ষা পাবে, যা দারিদ্র নিরসনে ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্বাসন এবং নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (স্লুইস/রেগুলেটর) নির্মাণ/মেরামত, নদী তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে নারীগণেরও সম্পত্তি রক্ষা পাবে, যা তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে। এ সব কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারীদেরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতা: দেশের প্রায় ১১০ লাখ জমি পৌন:পূনিক বন্যা ও নিষ্কাশন বাঁধার সম্মুখীন। ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৬১.৫৫ লাখ হেকটর জমির জন্য বন্যা ও পানি নিষ্কাশন বাঁধার ঝুঁকি কমিয়ে আনা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেচযোগ্য এলাকা ৬১.৬ লাখ হেকটর থেকে (অর্থবছর ২০১৬-১৭) ৬২.৯৩ লাখ হেকটরে বৃদ্ধি করা হবে। বন্যার আগাম সতর্কীকরণ বার্তা ব্যাবস্থা ৩ দিন থেকে ১০ দিনে উন্নীত করার লক্ষে মন্ত্রণালয় বিনিয়োগ করছে। মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলক ভাবে হাওর অঞ্চলে আকস্মিক বন্যার প্রারম্ভিক সতর্কতা চালু করেছে।

৩.১.৩ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনা

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বর্ণি বাওর উন্নয়ন প্রকল্পের ৩২ লক্ষ ঘনমিটার মাটি খননের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ, সেচের মাধ্যমে ধান চাষ বৃদ্ধি হয়েছে যা দারিদ্র নিরসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ৯লক্ষ মেট্রিক টন বোরো ধান উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার নিঝুম দ্বীপ ক্রস ড্যাম প্রকল্প এর আওতায় সমূদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ এবং লবণাক্ততা থেকে জলাভূমি ও সুন্দরবন সংরক্ষণ এবং তা বাস্তবায়নের ফলে এ কার্যক্রম চলাকালে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। সমূদ্র হতে উদ্ধারকৃত ভূমি ভূমিহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হবে। সি.ডি.এস.পি-৪ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সহযোগী বাস্তবায়ন সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ২০,০০০টি পরিবারকে পরিবার পিছু প্রায় ১.৫০ একর জমিতে পুনর্বাসন করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে। এ ছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নির্মীয়মান সাইক্লোন সেন্টার ব্যবহার করে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে সক্ষম হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে লবণাক্ততা থেকে ভূমি রক্ষা পাবে। এর ফলে ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গ্রুপে এবং সংশ্লিষ্ট সাধারণ সম্পদে অন্যান্যের সাথে গ্রামীণ প্রান্তিক চাষীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হবে। পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে এ প্রকল্পের আওতায় গঠিত ব্যবস্থাপনা গ্রুপের সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করা হবে

এবং বাস্তবায়নের এক বছর পর এ প্রকল্পটি উক্ত গ্রুপসমূহের কাছেই হস্তান্তর করা হবে। তিস্তা সেচ প্রকল্পের সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্ব W.M.O এর সাথে গ্রামীণ প্রান্তিক চাষীদেরকেও প্রদান করা হবে এবং পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ফলে তাঁদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহের মাটির কাজ বাস্তকবায়নে Landless Contracting Society (LCS) নীতি অনুসরণ করার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা হবে। পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুসারে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনে ৩৩% নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকার বিধান রয়েছে। এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি তাঁদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের ২৫% মাটির কাজ নারীদের দ্বারা সংগঠিত LCS এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে বিধায় তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। ২০১৫-১৬ সাল হতে বিভিন্ন সেচ প্রকল্পে উদ্ধারকৃত খাস জমির ৪৫% - ৫০% সহযোগী বাস্তবায়ন সংস্থার মাধ্যমে মালিকানা বন্টন করা হচ্ছে। উদ্ধারকৃত ভূমি দুস্থ নারীদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের মাধ্যমে তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। চর ও জলাভূমি এলাকায় নির্মীয়মাণ ঘরবাড়ি দুস্থ নারীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে। তীর সংরক্ষণ কাজেও নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা হবে। এতে নারী উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাছাড়া হাওর অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে লিংগ বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে। হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নের ফলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর উন্নয়নে ইতিবাচক সাফল্য আসবে।

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতা: পানি বিতরণ ও নিষ্কাশন ব্যাবস্থা উন্নয়ন, নির্বাচিত পোল্ডারের অবকাঠামগত কাজ পুনর্বাসন ও পানি ইনলেট আউটলেট পুনর্বাসনের মাধ্যমে এটি পোল্ডারের বন্যা সুরক্ষা উন্নত করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও দুর্বলতা হ্রাস করার জন্য সরকারি সংস্থা ও কমিউনিটি গ্রুপের (WMG/WMA) মধ্যে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে। অংশগ্রহণকারী পানি সম্পদ ব্যাবস্থাপনা নীতির উপর ভিত্তি করে সিভিল ওয়ার পরিকল্পনা, নকশা ও বাস্তবায়ন করা হয়। WMG/WMA নির্মাণ কাজের গুনগত মান পরিক্ষায় জড়িত।

৩.১.৪ নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা

দারিদ্র নিরসনের উপর প্রভাব: নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা গেলে দরিদ্র চাষীরা সেচ সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। এতে তাঁদের আয় বৃদ্ধি পাবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব: নারী উন্নয়নের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব পড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতা: সংযুক্ত নদীগুলোর পুনঃখনন, সেচ সুবিধা এবং মাছ চাষ প্রকল্প বর্তমান এম বি এফ এ অগ্রাধিকার গুলোর একটি। বুড়িগঙ্গা নদী পুনর্বাসন এমন একটি প্রকল্প যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। পাশাপাশি, কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, ডি এন ডি পানি নিষ্কাশন প্রকল্প, ডাকাতিয়া বিল অববাহিকা পুনর্বাসন প্রকল্প, তিতাস নদী প্রকল্পের পুনরায় খাল খনন, গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা এবং সুরেশ্বর খাল পুনরায় খনন প্রকল্প নানা বেসিন ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কয়েকটি। এই প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হলে এসব এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য

ভাবে হ্রাস পাবে। উপরন্তু, সেচ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে এবং জলের বর্ধিত ধরনের ফলশ্রুতিতে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির কারণে ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

৩.২ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ	
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০
দারিদ্র্য নিরসন	৪৫২৪,৪২,৯৩	৫৪২১,৫১,৭০	৬১৬০,২৭,৪৭
নারী উন্নয়ন	২৭২৯,৩৯,২০	৩৮০৪,৪৪,৪৩	৪৪৩১,১৫,২৪
জলবায়ু অভিঘাত সহিষ্ণুতা	৫৯২৬,৪৪,০০	৬৪৫৪,৪৬,১৭	৭১০১,৪১,১১

৪.১ অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes)

অগ্রাধিকারব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নদী ও খাল খনন/পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ: কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পানির প্রধান উৎসই হলো নদী ও খালসমূহ। অন্যদিকে, দেশের নদী ও খালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার পথে। এ প্রেক্ষিতে এগুলো খনন ও পুনঃখনন অপরিহার্য। এ বিবেচনায় সেচ সুবিধা বৃদ্ধি তথা কৃষি উন্নয়নের জন্য খাল/নদী খনন/পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• পানি সম্পদের সুষম, সমন্বিত ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ
২. উপকূলীয় এলাকার বিদ্যমান বাঁধ/অবকাঠামো মেরামত, সংস্কার, পুনঃ নির্মাণ ও উন্নয়ন, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কর্মসূচি: ঝড়, বন্যা, প্লাবন, জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে মানব জীবন, বন, মৎস্য, পশু ইত্যাদি অমূল্য সম্পদ রক্ষার্থে উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান বাঁধ, অবকাঠামো মেরামত, সংস্কার, পুনঃ নির্মাণ ও উন্নয়ন, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কার্যক্রমকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার সম্পন্ন কর্মসূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।	• বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী তীর ভাংগন রোধকরণ

অগ্রাধিকারব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য
৩. অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, জনগণের জান-মাল রক্ষা ও কৃষি জমির ফসল রক্ষাকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ: দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর যেমন- চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি স্থাপনা (মূল্যবান কল-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) নদী ভাঙ্গানের কারণে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা তথা দেশ প্রভূত আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা শহর ও স্থাপনা রক্ষা, জনগণের জান-মাল এবং কৃষি জমি বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বাভাবিক কারণেই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর বর্তায়। এ দায়িত্ব বিবেচনায় রেখে বিশেষতঃ বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে জীবন ও অর্থনীতির গতিধারা স্বাভাবিক রাখার প্রয়াসেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিকে তৃতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।	• হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনা
৪. পানি সম্পদ সংক্রান্ত পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম: বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি পানি সম্পদ বিষয়ক উন্নয়ন কার্যাবলি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তি প্রয়োজন। পানি সম্পদের বিভিন্ন দিকের উপর প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করার লক্ষ্যে এ কার্যক্রমটিকে চতুর্থ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• সমীক্ষা কার্যক্রম
৫. আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তি: আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির স্বার্থে এ অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর গতিপথ, বন্যা ও শুষ্কতা ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক-বহুপাক্ষিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং গবেষণা পরিচালনা একটি জরুরি বিষয় বিধায় এটিকে পঞ্চম অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ করা হয়েছে।	• নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা

৪.২ মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ (২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০)

৪.২.১ দপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিটওয়ারী ব্যয়

(হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	বাজেট ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ	
	২০১৬-১৭			২০১৮-১৯	২০১৯-২০
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৪৫৬২,১৭,০৮	৪৬৮৯,৫০,০৪	৫৭৩২,৩০,৩৯	৬২৮৫,৫৬,২১	৬৯১৬,৪৫,২২
যৌথ নদী কমিশন	৬,৭৮,৬৭	৪,৪১,৭২	৭,৪৫,৯৮	৮,২০,৫৬	৯,০২,৬০
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১০,৭৩,৩১	১১,৭৩,৩১	২০,৯০,৩৯	৫৯,৭৬,৯০	৬৪,৬২,৮৩

বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	বাজেট ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ	
	২০১৬-১৭			২০১৮-১৯	২০১৯-২০
নদী গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট	১২,৪৩,০০	১৪,৪৫,০০	৩৭,৬৭,৩০	৪৪,১৯,৯৫	৫০,১৩,২৫
সচিবালয়	৬৮,৫২,৬৩	৮,৬০,৭৫	৯৮,৭৩,৯০	২৪,২১,৭০	২৬,৪১,২৭
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমুহ	৬,০০	৬,০০	৬,৬০	৭,২৬	৭,৯৯
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	৫২,৪৬,৩১	২৬,৮১,১১	২৯,২৯,৪৪	৩২,৪৩,৫৯	৩৪,৬৭,৯৫
সর্বমোট :	**৪৭১৩,১৭,০০**	**৪৭৫৫,৫৭,৯৩**	**৫৯২৬,৪৪,০০**	**৬৪৫৪,৪৬,১৭**	**৭১০১,৪১,১১**

৪.২.২ অর্থনৈতিক গ্রুপ কোড অনুযায়ী ব্যয়

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক গ্রুপ কোড	বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	বাজেট ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ	
		২০১৬-১৭			২০১৮-১৯	২০১৯-২০
	রাজস্ব ব্যয়					
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	৩,৫২,২৭	৩,৩০,০০	৪,৭৬,৫৮	১০,৪৫,৭৭	১২,১৮,১৯
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারিদের বেতন	৯৯,৩৭	৭৯,০০	১,২৯,৯০	৬,২৬,৮০	৬,৫৩,২৮
৪৭০০	ভাতাদি	২,৭৫,২১	৬,৫৫,৫৪	৪,৩৭,০৯	৩,৮৬,৩৬	৪,১৯,৫৮
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৪৪১,৬০,৮৩	৩২৬,৫২,৬৬	৩৭০,১১,৯১	২৭০,৬৫,৯১	২৬২,৯৪,৫৮
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	২৫,১৬,৮৫	২৩,৪৭,১৬	১৭,৮২,৩৬	৫,৪০,৪৫	৩,০৮,৩৭
৫৯০০	সাহায্য মঞ্জুরি	৯৩৩,৭৮,০৬	৯৫৫,৯০,০৭	১২৩৬,৪৬,০৬	১৩৫০,১৫,৪২	১৪৮৫,৩৯,৬৮
৬১০০	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	৬,০০	৬,০০	৬,৬০	৭,২৬	৭,৯৯
৬৩০০	অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	৯,৬৪,৯১	০	০	০	০
	মোট : - রাজস্ব ব্যয়	**১৪১৭,৫৩,৫০**	**১৩১৬,৬০,৪৩**	**১৬৩৪,৯০,৫০**	**১৬৪৬,৮৭,৯৭**	**১৭৭৪,৪১,৬৭**
	মূলধন ব্যয়					
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	২৫৩,৭৭,৫০	৭৩,৯১,৩৩	৩১১,০৩,৫৮	১৯৩,০২,২৫	১৪০,২৫,২২
৬৯০০	ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি সংগ্রহ	১৩২,৫০,০০	১৫৯,৬৬,৫৫	৩৯৬,৮৬,৫৩	২০৩,৭৫,০০	১০৫,৭০,০০
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	২৯০৮,২৬,০০	৩২০৫,২৯,৬২	৩৫৭৬,৯০,৩৯	৪৪০৮,৭০,৯৫	৫০৭৯,৯৪,২২
৭৪০০	সরকারি কর্মচারিদের জন্য ঋণ ও অগ্রিম	১০,০০	১০,০০	১০,০০	১০,০০	১০,০০
৭৯০০	উন্নয়ন আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট	০	০	৩,৪৮,০০	২,০০,০০	১,০০,০০
৭৯৮০	মূলধন থোক ও বিবিধ মূলধন ব্যয়	১,০০,০০	০	৩,১৫,০০	০	০
	মোট : - মূলধন ব্যয়	**৩২৯৫,৬৩,৫০**	**৩৪৩৮,৯৭,৫০**	**৪২৯১,৫৩,৫০**	**৪৮০৭,৫৮,২০**	**৫৩২৬,৯৯,৪৪**
	সর্বমোট :	**৪৭১৩,১৭,০০**	**৪৭৫৫,৫৭,৯৩**	**৫৯২৬,৪৪,০০**	**৬৪৫৪,৪৬,১৭**	**৭১০১,৪১,১১**

৫.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicators)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. সেচ এলাকার কভারেজ (সেচযোগ্য এলাকা ১০.৪৭ লক্ষ হেক্টর)	১	শতাংশ	৮০.৭০	৮০.৭০	৮০.৯৪	৮০.৮৫	৮১.৮০	৮২.২৫	৮২.৯৫
২. বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশন এলাকার কভারেজ (বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকা ১১০ লক্ষ হেক্টর)	২	শতাংশ	৫৫.৯৫	৫৫.৯৫	৫৬.৮১	৫৬.০০	৫৭.২১	৫৮.০০	৫৮.৯০
৩. গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা	২	শতাংশ		২০		২০	৩৫	৩৬	৩৫
ক. হাওর এলাকা আগাম বন্যামুক্ত করার কভারেজ (১২.০০ লক্ষ হেক্টর)	৩	শতাংশ	১০.২০	১০.২০	১০.৪৫	১০.৩৫	১১.০০	১১.২৫	১১.৫০
খ. অন্যান্য এলাকা বন্যামুক্ত করার কভারেজ (১০৬ লক্ষ হেক্টর)	২	শতাংশ	৪৫.৭৫	৪৫.৬৫	৪৬.৩৬	৪৫.৯০	৪৬.২১	৪৬.৭৫	৪৬.৯৫
৩. লবণাক্ততা রোধকরণ এলাকার কভারেজ (লবণাক্ততা রোধযোগ্য এলাকা ২৬.৩৭ লক্ষ হেক্টর)	৩	শতাংশ	৫০.৮০	৫০.৮০	৫১.২০	৫১.৩৫	৫১.৮০	৫২.১০	৫২.৭৫
৪. নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা	৪	শতাংশ	১০০	৮৪	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

৬.০ অধিদপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন, কার্যক্রমসমূহ এবং ফলাফল নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয় প্রাক্কলন

৬.১ সচিবালয়

৬.১.১ সাম্প্রতিক অর্জন: বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী Sustainable Development Goals বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে High Level Panel on Water এর সম্মানিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য অনুযায়ী প্রতিবছর ২২ মার্চ 'বিশ্ব পানি দিবস' উদযাপন করা হয়ে থাকে। জাতীয় পানি আইন ২০১৩ প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নাধীন আছে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয়েছে। হাওর অঞ্চলের জীবন-জীবিকা এবং জীব বৈচিত্র রক্ষা করার লক্ষে ২০ বছর মেয়াদি হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬.১.২ কার্যক্রমসমূহ,ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

কার্যক্রম	ফলাফল নির্দেশক	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
				২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন	পালিত দিবস	১	সংখ্যা	১	১	১	১	১	১	১

৬.১.৩ অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	প্রকৃত ২০১৫-১৬	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন		
			২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
পরিচালন ইউনিটসমূহ							
৪৭০১-০০০১ - সচিবালয়		১১,১১,৪৯	১৮,১৪,৬৩	৮,৬০,৭৫	১৩,২৩,৯০	২৪,২১,৭০	২৬,৪১,২৭
৪৭০৬-৪৩৫৩ - আই সি আই ডি		২,৫০	২,৭৫	২,৭৫	৩,০০	৩,২০	৩,৪০
৪৭০৬-৪৩৫৫ - ইনওয়ারড্যাম (আইএনডব্লিউএআরডিএএম)		৩,৫০	৩,২৫	৩,২৫	৩,৬০	৪,০৬	৪,৫৯
মোট : পরিচালন ইউনিটসমূহ		**১১,১৭,৪৯**	**১৮,২০,৬৩**	**৮,৬৬,৭৫**	**১৩,৩০,৫০**	**২৪,২৮,৯৬**	**২৬,৪৯,২৬**
মোট : অনুন্নয়ন		**১১,১৭,৪৯**	**১৮,২০,৬৩**	**৮,৬৬,৭৫**	**১৩,৩০,৫০**	**২৪,২৮,৯৬**	**২৬,৪৯,২৬**
অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ							
৪৭০১-৫০১০ - অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ **		০	৫০,৩৮,০০	০	৮৫,৫০,০০	০	০
মোট : অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ		**০**	**৫০,৩৮,০০**	**০**	**৮৫,৫০,০০**	**০**	**০**
মোট : উন্নয়ন		**০**	**৫০,৩৮,০০**	**০**	**৮৫,৫০,০০**	**০**	**০**
মোট :		**১১,১৭,৪৯**	**৬৮,৫৮,৬৩**	**৮,৬৬,৭৫**	**৯৮,৮০,৫০**	**২৪,২৮,৯৬**	**২৬,৪৯,২৬**

৬.২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৬.২.১ সাম্প্রতিক অর্জন: দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত, নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণের ফলে দেশের মোট ১০.৪৭ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ২০১৫-১৬ সাল পর্যন্ত ৮.৪৪ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনযোগ্য ১১০ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ৬১.৫৪৫ লক্ষ হেক্টর এলাকাকে বন্যামুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। উপকূলীয় এলাকার বিদ্যমান বাঁধ মেরামত, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কর্মসূচির

ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততার ঝুঁকিপূর্ণ ২৬.৩৭ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ২০১৫-১৬ সাল পর্যন্ত ১৩.৩৯ লক্ষ হেক্টর এলাকা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনকল্পে ১৫ বছর মেয়াদি Capital Pilot Dredging সহ নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া, দেশের বিভিন্ন নদীতে ২৮৬ কি.মি. ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ৪৭৯৯০.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইতোমধ্যে ৫১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ৬০৯৯১.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৯টি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। যমুনা নদীতে ৪টি ক্রসবার নির্মাণের ফলে ১৬.৫ বর্গ কি.মি. ভূমি পুনরূদ্ধার দৃশ্যমান হয়েছে। সিডিএসপি বাস্তবায়নের ফলে ১১২৯৮টি ভূমিহীন পরিবারকে ১৫৯০৩ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। সিডিএসপি-৪ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৬৬৬৭টি পরিবারের জন্য ৮০০০.৪০ একর জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। লক্ষীপুরে মুছাপুর ক্লোজারের ভাটিতে ৩০০ হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

৬৬.৩ নদী গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট

৬.৩.১ সাম্প্রতিক অর্জন: মডেল পরীক্ষার কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ৮টি ভৌত মডেল সমীক্ষার প্রতিবেদন ও ৬টি গাণিতিক মডেল সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। মৃত্তিকা নমুনা, কংক্রিট পলল ও রসায়ন সংক্রান্ত ১৬৮৮০টি নমুনা পরীক্ষার কাজ সম্পাদিত হয়েছে। এছাড়া,"নদী তীর রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় স্ট্রাকচার টেকসই ও সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে লাঞ্চিং এ্যাপ্রোন-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল-এর কার্যকারিতা নির্ণয়" শীর্ষক গবেষণার কাজ এবং ঢাকা শহরের আশে পাশে নদী দূষণ সমীক্ষা চালানো এবং দূষণ দূর করার উপায় বের করার জন্য গবেষণা কাজ বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে।

৬.৩.২ কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

কার্যক্রম	ফলাফল নির্দেশক	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
				২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষা	পরীক্ষাকৃত নমুনা	১	সংখ্যা	৯.৫০	৬৫৪০	৬০০০	৫০০০	৬০০০	৬২০০	৬২০০
২. ভৌত ও গাণিতিক মডেল স্টাডি	মডেল স্টাডি	৪	সংখ্যা	১১	৬	৭	৭	৮	৯	১০

৬.৩.৩ অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	প্রকৃত ২০১৫-১৬	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন			জলবায়ু প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ
			২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পরিচালন ইউনিটসমূহ								
৪৭০৫-৩২৮৯ - নদী গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট	১-২	১০,৭১,৩২	১২,৪৩,০০	১২,৪৫,০০	১৩,৬৭,৩০	১৪,১৯,৯৫	১৫,১৩,২৫	২৭,৩৪৬.০০
মোট : পরিচালন ইউনিটসমূহ		**১০,৭১,৩২**	**১২,৪৩,০০**	**১২,৪৫,০০**	**১৩,৬৭,৩০**	**১৪,১৯,৯৫**	**১৫,১৩,২৫**	**২৭,৩৪৬**
মোট : অনুন্নয়ন		**১০,৭১,৩২**	**১২,৪৩,০০**	**১২,৪৫,০০**	**১৩,৬৭,৩০**	**১৪,১৯,৯৫**	**১৫,১৩,২৫**	**২৭,৩৪৬**
মোট :		**১০,৭১,৩২**	**১২,৪৩,০০**	**১২,৪৫,০০**	**১৩,৬৭,৩০**	**১৪,১৯,৯৫**	**১৫,১৩,২৫**	**২৭,৩৪৬**

৬.৪ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

৬.৪.১ সাম্প্রতিক অর্জন: বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৬ এর মধ্যে জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার বিদ্যমান ৪০৬টি ডাটা লেয়ার এর সাথে অতিরিক্ত ১৪৫টি ডাটা লেয়ার যুক্ত হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার (আইসিআরডি) এর মধ্যে বিদ্যমান ৪২১টি ডাটা লেয়ারের সাথে অতিরিক্ত ১৩৮টি ডাটা লেয়ার যুক্ত হয়েছে। জাতীয় পানি নীতিতে বর্ণিত "ক্লিয়ারিং হাউজ" এর আওতায় ২০০৮ হতে পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প প্রস্তাব জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এর আলোকে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রমের আওতায় জুন ২০১৬ পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ডের মোট ২১০টি প্রকল্পের উপর মতামত এবং ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ৮টি ক্ষুদ্র প্রকল্পের উপর মতামত ও ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির হালনাগাদ অবস্থা নিরূপন কার্যক্রম বর্তমান চলমান রয়েছে।

৬.৪.২ কার্যক্রমসমূহ,ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

কার্যক্রম	ফলাফল নির্দেশক	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
				২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. সমীক্ষা কার্যক্রম	রিপোর্ট	১	সংখ্যা	৩	০	৪	৪	২	৩	৫
২. জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP) হালনাগাদকরণ	হালনাগাদকৃত পরিকল্পনা	১	সংখ্যা	৪	০	৪	০	২	৩	৫
				৪	৪	৪	৪	৪	১	৪
৩. ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রম পরিচালনা	প্রকল্প পর্যালোচনা	১	সংখ্যা	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৫০	৬০

কার্যক্রম	ফলাফল নির্দেশক	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
				২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪. পানি সম্পদের উপর জাতীয় তথ্য ভান্ডার হালনাগাদকরণ	ডাটা লেয়ার বৃদ্ধি	১	ডাটা লেয়ার বৃদ্ধি ডাটা প্রদানকারীর সংখ্যা	৫০	৫০	৫০	১০	১০	১০	১০
	সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্ত			২৫	২৫	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
৫. উপকূলীয় অঞ্চলে কার্যক্রম মনিটরিং করা	অগ্রাধিকার বিনিয়োগ কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ রিপোর্ট	৩	সংখ্যা	১	০	২	০	২	২	২
	উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা রিপোর্ট			১	০	১	০	১	১	১
৬. পানি সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সংকলণ	সংরক্ষণকৃত তথ্য-উপাত্ত	১	সংখ্যা	১	০	১	১	১	১	১

৬.৪.৩ অপারেশন ইউনিট,কর্মসূচি এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	প্রকৃত ২০১৫-১৬	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন			জলবায়ু প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ
			২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পরিচালন ইউনিটসমূহ								
৪৭০৫-৩২৮৭ - পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১-৪	৭,০৬,০৬	৯,৩৩,৩১	৯,৩৩,৩১	১০,২৫,৩৯	১১,২৭,৯০	১২,৪০,৮৩	২০,৫০৭.৮০
মোট : পরিচালন ইউনিটসমূহ		**৭,০৬,০৬**	**৯,৩৩,৩১**	**৯,৩৩,৩১**	**১০,২৫,৩৯**	**১১,২৭,৯০**	**১২,৪০,৮৩**	**২০,৫০৮**
মোট : অনুন্নয়ন		**৭,০৬,০৬**	**৯,৩৩,৩১**	**৯,৩৩,৩১**	**১০,২৫,৩৯**	**১১,২৭,৯০**	**১২,৪০,৮৩**	**২০,৫০৮**
অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ								
৪৭০৫-৫১২৭ - সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন -২০১৩ কার্যকর করা শীর্ষক প্রকল্প (০১/১১/১৩-২৮/০২/২০১৮) অনুমোদিত	১-৪	৮৫,৩৭	১,৪০,০০	১,৪০,০০	১,১৫,০০	০	০	৫,১৭৫.০০
মোট : অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ		**৮৫,৩৭**	**১,৪০,০০**	**১,৪০,০০**	**১,১৫,০০**	**০**	**০**	**৫,১৭৫**
মোট : উন্নয়ন		**৮৫,৩৭**	**১,৪০,০০**	**১,৪০,০০**	**১,১৫,০০**	**০**	**০**	**৫,১৭৫**
মোট :		**৭,৯১,৪৩**	**১০,৭৩,৩১**	**১০,৭৩,৩১**	**১১,৪০,৩৯**	**১১,২৭,৯০**	**১২,৪০,৮৩**	**২৫,৬৮৩**

৬.৫ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

৬.৫.১ সাম্প্রতিক অর্জন: হাওর অঞ্চলের জীবন-জীবিকা এবং জীব-বৈচিত্র রক্ষার লক্ষে ২০ বছর মেয়াদি হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি জেলার ২ কোটি জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৮,০৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০ বছর (২০১২-২০৩২) মেয়াদি হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্ণি বাঁওড় উন্নয়ন প্রকল্পে ৩২ লক্ষ ঘনমিটার মাটি খননের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ, সেচের মাধ্যমে ধান চাষ বৃদ্ধি ও বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, সমীক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাসকরণ সম্পন্ন হয়েছে ও হাওর অঞ্চলের নদীসমূহের হাইড্রোমরফলজি বিষয়ে মাঠ হতে তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক সমন্বিত জলাভূমি তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

৬.৫.২ কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

কার্যক্রম	ফলাফল নির্দেশক	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
				২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. সমীক্ষা কার্যক্রম	সমীক্ষা	১	সংখ্যা	১	১	১	১	১	১	১
২. হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন	হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন	৩	সংখ্যা	৩০	১	২	১	২০	২০	২০

৬.৫.৩ অপারেশন ইউনিট,কর্মসূচি এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	প্রকৃত ২০১৫-১৬	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন			জলবায়ু প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ
			২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পরিচালন ইউনিটসমূহ								
৪৭৩১-০০০১ - বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর		২৮,৩৯	২,০১,৩১	২,৮৮,১১	২,২১,৪৪	২,৪৩,৫৯	২,৬৭,৯৫	৯,৯৬৪.৮০
মোট : পরিচালন ইউনিটসমূহ		**২৮,৩৯**	**২,০১,৩১**	**২,৮৮,১১**	**২,২১,৪৪**	**২,৪৩,৫৯**	**২,৬৭,৯৫**	**৯,৯৬৫**
মোট : অনুন্নয়ন		**২৮,৩৯**	**২,০১,৩১**	**২,৮৮,১১**	**২,২১,৪৪**	**২,৪৩,৫৯**	**২,৬৭,৯৫**	**৯,৯৬৫**

অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	প্রকৃত ২০১৫-১৬	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন			জলবায়ু প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ
			২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ								
৪৭৩১-৫০০০ - হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ সেচ কাজের পানির অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা প্রকল্প (০১/০৫/২০১৫-৩১/০৩/২০১৮) অনুমোদিত		০	১০,০০,০০	৫,০০,০০	৫,০০,০০	৪,৮১,৯০	৪,৮১,৯০	১২,৫০০.০০
৪৭৩১-৫০০১ - হাওড় ইকোসিস্টেমে অবকাঠামোর প্রভাব মূল্যায়ন ও উদ্ভাবনী সমাধান প্রকল্প (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৭) অনুমোদিত		০	৩,০২,০০	১,০০,০০	২,০৮,০০	০	০	৫,২০০.০০
৪৭৩১-৫০০২ - জলাভূমির তালিকা ও স্থায়ীত্বশীল জলাভূমি ব্যবস্থাপনার ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়নসহ হাওড় ও নদীর ইকোসিস্টেমের আন্ত:সম্পর্ক বিষয়ক সমীক্ষা (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) অনুমোদিত		০	৩৫,০০,০০	১৫,৫০,০০	২০,০০,০০	২৫,১৮,১০	২৭,১৮,১০	৫০,০০০.০০
৪৭৩১-৫১৪২ - * বাংলাদেশ জলাভূমি শ্রেণীবিন্যাকরণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৬) অনুমোদিত		৪৭,৯০	১,১৪,০০	১,১৪,০০	০	০	০	০
৪৭৩১-৫১৪৩ - মডেল ভেলিডেশন অন হাইড্রো-মরফলজিক্যাল প্রসেস অফ দ্যা রিভার সিস্টেম ইন দ্যা সাবসিডিং সিলেট হাওর বেসিন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) অনুমোদিত		৩৯,১১	১,২৯,০০	১,২৯,০০	০	০	০	০
মোট : অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ		**৮৭,০১**	**৫০,৪৫,০০**	**২৩,৯৩,০০**	**২৭,০৮,০০**	**৩০,০০,০০**	**৩২,০০,০০**	**৬৭,৭০০**
মোট : উন্নয়ন		**৮৭,০১**	**৫০,৪৫,০০**	**২৩,৯৩,০০**	**২৭,০৮,০০**	**৩০,০০,০০**	**৩২,০০,০০**	**৬৭,৭০০**
মোট :		**১,১৫,৪০**	**৫২,৪৬,৩১**	**২৬,৮১,১১**	**২৯,২৯,৪৪**	**৩২,৪৩,৫৯**	**৩৪,৬৭,৯৫**	**৭৭,৬৬৫**

৬.৬ যৌথ নদী কমিশন

৬.৬.১ সাম্প্রতিক অর্জন: বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত ৫৪টি নদ-নদীর পানি বণ্টন ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়ে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য অভিন্ন আন্ত:সীমান্ত নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৭ সাল হতে প্রতিবছর শুষ্ক মৌসুমে (০১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে পর্যন্ত) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পারস্পরিক সমঝোতার আলোকে ভারত, নেপাল ও চীন হতে প্রাপ্ত বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ১২০ ঘন্টা বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করতে সক্ষম

হচ্ছে। আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্তবর্তী এলাকায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের নদী তীরবর্তী মূল্যবান ভূ-খন্ড, বিওপি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। ভারতের পরিকল্পিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশ ভারতের সাথে বিভিন্ন পর্য়ায়ে আলোচনা অব্যহত রেখেছে। গত তিন বছরে যৌথ নদী কমিশনের উল্লিখিত কার্যক্রমের বিষয়ে ভারতের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ১৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। যৌথ নদী কমিশন কর্তৃক ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমূখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রভাব নিরূপনের সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে।

৬.৬.২ কার্যক্রমসমূহ,ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

কার্যক্রম	ফলাফল নির্দেশক	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
				২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. পানি সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সংকলন	আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের তথ্য ভান্ডার প্রস্তুতকরণ	১	সংখ্যা	১	১	১	১	১	১	১
২. দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনাসভার আয়োজন	যৌথ নদী কমিশন এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন কমিটির বৈঠকঅনুষ্ঠান	৪	সংখ্যা	৪	৫	৫	৫	৬	৬	৬
	নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠান			০	০	১	১	১	১	১
	চীন-বাংলাদেশ যৌথ গবেষণামূলক ও কারিগরি কার্যক্রম সংক্রান্ত বৈঠক অনুষ্ঠান			১	১	১	১	১	১	১
৩. আন্তঃসীমান্ত নদী সংশ্লিষ্ট বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি	ভারত, নেপাল ও চীন থেকে বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি	৪	সংখ্যা	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৪. যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ	যৌথ প্রবাহ পরিমাপ ও বণ্টন কার্যক্রম			১	১	১	১	১	১	১

৬.৬.৩ অপারেশন ইউনিট,কর্মসূচি এবং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন

(হাজার টাকায়)

অপারেশন ইউনিট, কর্মসূচি এবং প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	প্রকৃত ২০১৫-১৬	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	মধ্যমেয়াদি ব্যয় প্রাক্কলন			জলবায়ু প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ
			২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পরিচালন ইউনিটসমূহ								
৪৭০৫-৩২৮৩ - যৌথ নদী কমিশন	১-২	৫,৮৬,০০	৬,৭৮,৬৭	৪,৪১,৭২	৭,৪৫,৯৮	৮,২০,৫৬	৯,০২,৬০	১৪,৯১৯.৬০
মোট : পরিচালন ইউনিটসমূহ		**৫,৮৬,০০**	**৬,৭৮,৬৭**	**৪,৪১,৭২**	**৭,৪৫,৯৮**	**৮,২০,৫৬**	**৯,০২,৬০**	**১৪,৯১৯.৬০**
মোট : অনুন্নয়ন		**৫,৮৬,০০**	**৬,৭৮,৬৭**	**৪,৪১,৭২**	**৭,৪৫,৯৮**	**৮,২০,৫৬**	**৯,০২,৬০**	**১৪,৯১৯.৬০**
মোট :		**৫,৮৬,০০**	**৬,৭৮,৬৭**	**৪,৪১,৭২**	**৭,৪৫,৯৮**	**৮,২০,৫৬**	**৯,০২,৬০**	**১৪,৯১৯.৬০**

পরিশিষ্ট ৪: জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে জোরালোভাবে প্রাসঙ্গিক প্রকল্পসমূহের তালিকা

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অপারেশনাল ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম [১০]	বরাদ্দ ২০১৭-১৮
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	
৪৭০৫-৫০০০ - বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১২/২০১৪-৩০/০৬/২০১৯) অনুমোদিত	৬০০০০০
৪৭০৫-৫০০১ - ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার ৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) অনুমোদিত	৮০০০০০
৪৭০৫-৫০২৫ - চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার নং-৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং-৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং-৬৩/১বি (আনোয়ারা এবং পটিয়া) পুনর্বাসন (০১/০৫/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) অনুমোদিত	৭০০০০০
৪৭০৫-৫০২৭ - রাজৈর-কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৮/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) অনুমোদিত	৩৫০০০০
৪৭০৫-৫০৩৩ - নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) অনুমোদিত	৪০০০০০
৪৭০৫-৫০৩৪ - কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং (১ম পর্যায়) (০১/০৮/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) অনুমোদিত	৫৫৯০০০
৪৭০৫-৫০৪১ - কক্সবাজার জেলার টেকনাফস্থ শাহপরীর দ্বীপে পোল্ডার নং-৬৮ এর সী-ডাইক অংশের বাঁধ পুনঃ নির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমোদিত	৪৫০০০০
৪৭০৫-৫০৪৪ - নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) অনুমোদিত	২০০০০০
৪৭০৫-৫০৪৭ - পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করোতোয়া নদীর বাম তীর বরাবর নদীতীল সংরক্ষণ কাজ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমোদিত	১৫০০০০
৪৭০৫-৫১২২ - খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-১০-১৩ হতে ৩০-০৬-১৮) অনুমোদিত	৭০০০০০
৪৭০৫-৫১২৪ - কোস্টাল ইমব্যাঙ্কমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফেইজ-১ (সিইআইপি-১) ইন সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা এন্ড পটুয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট (০১/০৭/১৩-৩০/০৬/২০) অনুমোদিত	৪০০০০০০

[১০] Projects from six selected Ministries are considered here. Ministry of Primary and Mass Education (MoPME) do not have any Strongly Climate Relevant project in the FY 2017-18 budget. However, there are many significantly climate relevant projects.

অপারেশনাল ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম [১০]	বরাদ্দ ২০১৭-১৮
৪৭০৫-৫১৩৭ - *কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারসমূহের পুর্নবাসন (১ম সংশোধিত) (০১/০৩/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) সংশোধিত অননুমোদিত	৮০০০০০
৪৭০৫-৫১৪৫ - নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (০১/০৪/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) অনুমোদিত	১৫০০০০
৪৭০৫-৫১৪৮ - বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ ও বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৪/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) অনুমোদিত	১০০০০০০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	
৪৯০৫-৩৪৮১ - ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সি.পি.পি.)	২০০০০০
স্থানীয় সরকার বিভাগ	
৩৭৩১-৮২১১ - জরুরি-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসন প্রকল্প (সংশোধিত) (০১/০৮/০৮-৩১/১২/১৭) অনুমোদিত	১৬০৬০০০
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	
৪৫০১-০০০২ - জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিল	১০০০০০০
৪৫০৬-৪৩৫১ - ইউ এন সি সি ডি	১৮০
৪৫০৬-৪৩৫৬ - ইউনাইটেড ন্যাশনস ফ্রেমওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ	১২৫০
৪৫৩১-৫০০১ - বাংলাদেশের পাচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন প্রকল্প (০১/০১/১৬ - ৩১/১২/২০)	৪৪২০০
৪৫৩১-৫০০৪ - ইউএন-রেড বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচী (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)	১০৪৩০০
৪৫৩১-৫০০৬ - ইন্টিগ্রেটিং কমিউনিটি বেজড এডাপ্টেশন ইনটু এ্যাকোরেস্টেশন এন্ড রি-ফরেস্টেশন প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০)	১৫৩০০০
কৃষি মন্ত্রণালয়	
৪৩০১-৫০০২ - ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) (পিএমইউ অঙ্গ) (অক্টোবর/২০১৫-সেপ্টেম্বর/২০২১)	১৫৪২০০
৪৩৩১-৫০০১ - ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) (ডিএই অঙ্গ) (অক্টোবর/২০১৫-সেপ্টেম্বর/২০২১)	১৮২১৮০০
৪৩৩১-৫০০২ - ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮)	৪১৫৮০০

অপারেশনাল ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম [১০]	বরাদ্দ ২০১৭-১৮
৪৩৩১-৫০২৩ - ট্রান্সফার অব টেকনোলজি ফর এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন আন্ডার ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম (০১/০১/২০১৩-৩১/১২/২০১৮)	২২৯০০
৪৩৯৬-৪৩৫৫ - সুগারবিট গুড় বা চিনি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জ্বালানী শক্তির উৎস্য হিসেবে বায়োগ্যাস ও সৌর শক্তির উপযোগিতা যাচাই কর্মসূচি	২৩৫০
৪৩০৫-৫০০৪ - ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) (বিএআরসি অঙ্গ) (অক্টোবর/২০১৫-সেপ্টেম্বর/২০২১)	১২৮৮৫০০
৪৩০৫-৫০৩৯ - পাট ও পাটজাত ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর (০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)	৬০৪০০